দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা মঙ্গলবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৬০ ॥ ০৭ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ২৩ পৌষ ১৪৩১ বাংলা ॥ ০৬ রজব ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

খালেদা জিয়ার প্রশংসা করে ফেসবুকে যা লিখলেন আসিফ নজরুল

স্টাফ রিপোর্টার : উন্নত চিকিৎসার জন্য আজ মঙ্গলবার লন্ডন যাচ্ছেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। সবকিছু ঠিক থাকলে রাত ১০টায় কাতারের আমিরের পাঠানো বিশেষ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে বিএনপি প্রধান ঢাকা ছেড়ে যাবেন। যুক্তরাজ্যে পৌঁছানোর পর সরাসরি খালেদা জিয়াকে লন্ডন ক্লিনিকে ভর্তি করা হবে। সেখানে কিছুদিন চিকিৎসার পর যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় হসপিটালে খালেদা জিয়ার চিকিৎসা নেওয়ার কথা রয়েছে। বিএনপি প্রধানের লন্ডনের উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়ার একদিন আগে তাকে নিয়ে কিছু কথা লিখেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল।

বিদেশে বাংলাদেশ নিয়ে প্রচার করতে হবে বেপজাকে : প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষকে (বেপজা) বিদেশে বাংলাদেশের প্রচার ও দেশের শিল্প খাতে আরও বেশি বিনিয়োগ আনতে নির্দেশ দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। গতকাল সোমবার তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে বেপজার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা (২০২৩-২৪ অর্থবছরের) বার্ষিক প্রতিবেদন জমা দিতে এলে তিনি এ নির্দেশনা দেন। প্রধান উপদেষ্টা বেপজা কর্মকর্তাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে অর্থনৈতিক কূটনীতি পরিচালনার জন্য একটি দল তৈরি করে বিদেশে বাংলাদেশের পক্ষে প্রচার করতে কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। বিনিয়োগকারীদের ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে তিনি বিদেশে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থী, বিশেষ করে চীন ও জাপানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করতে পরামর্শ দেন। বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আবুল কালাম মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান জানান, বাংলাদেশে জুলাই-আগস্টের আন্দোলন এবং বারবার পরিবর্তিত বৈশ্বিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পর বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছেন। গত তিন সপ্তাহে আমরা চীনা বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ১৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাব পেয়েছি। আরও বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা চলছে, বলে তিনি প্রধান উপদেষ্টাকে জানান। তিনি বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে আটটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল চালু রয়েছে, যেখানে ৪৫২টি কারখানা রয়েছে। এছাড়া অঞ্চলগুলোতে ১৩৬টি কারখানা নির্মাণাধীন। চলমান কারখানাগুলোর *২-এর পাতায় দেখুন*

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন হওয়ার পথ বন্ধ করতে হবে: সংস্কার কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার : বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার পথ বন্ধ হওয়া উচিত। এছাড়া নির্বাচনের বৈধতার জন্য একটি নির্দিষ্ট শতাংশ ভোট পড়াকে বাধ্যতামূলক করার বিধান আনাসহ একগুচ্ছ সংস্কার চায় স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন। গতকাল সোমবার আগারগাঁওয়ে স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটের (এনআইএলজি) সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এসব সংস্কারের কথা বলেন স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন প্রধান ড. তোফায়েল আহমেদ। তিনি বলেন, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন হওয়ার পথ বন্ধ করতে হবে। একক প্রার্থী থাকলে সেখানে পুনরায় তফসিল ঘোষণা করা উচিত। কত শতাংশ ভোট পড়লে নির্বাচন বৈধ হবে সেটি নির্ধারণ করে দিতে হবে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সব সিদ্ধান্ত ও অনুমোদন করবেন জনপ্রতিনিধিরা। সরকারি কর্মচারীরা শুধু সাচিবিক ভূমিকা পালন করবেন। স্থানীয় সরকারের যে কোনো সিদ্ধান্ত ও অনুমোদনে জনপ্রতিনিধিরা সংসদ সদস্যদের প্রভাবমুক্ত থাকবেন। সংসদ সদস্যরা তাদের কার্যক্রমে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। *২-এর পাতায় দেখুন*

এ বছরই ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট চালু হবে : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : আমি ডিবিকে বলেছি, সিভিল ড্রেসে (সাদা পোশাক) কাউকে আটক করতে পারবে না। অবশ্যই তাদেরকে নির্ধারিত জ্যাকেট পরতে হবে। এছাড়া আইডি কার্ড শো করতে হবে। আইনের বাইরে গিয়ে কোনো কাজ করা যাবে না। আমিও যদি আইনের বাইরে গিয়ে কোনো বেআইনি নির্দেশনা দেই সেটা তারা মানবে না। গতকাল সোমবার দুপুরে রাজধানীর মিন্টু রোডের ডিবি কার্যালয় পরিদর্শন শেষে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এসব কথা বলেন। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, আজকে ডিবি কার্যালয়ে রুটিন ভিজিটে এসেছিলাম। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কীভাবে আরও উন্নত করা যায় সে ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বেশ সন্তোষজনক। তবে আরও উন্নতি কিভাবে করা যায়, সেটাই এখন মূল লক্ষ্য, সেটা নিয়েই কথাবার্তা বলেছি। ডিবি কার্যালয়ের অভ্যন্তরে আয়না ঘর সম্পর্কে তিনি বলেন, আয়নাঘর বলে কিছু নেই। আমি ডিবিকে বলেছি ডিবি কার্যালয়ে ভেতরের এই পুকুরটা যেন আয়নার মতো পরিষ্কার থাকে। আয়নাঘর বলে কিছু থাকবে না, কোনো ভাতের হোটেলও থাকবে না। গণমাধ্যম কর্মীদের প্রশংসা করে উপদেষ্টা বলেন, ইন্ডিয়ার নিউজের কাউন্টারে ভালো নিউজ করেছেন। আপনারা সত্যিটাই লিখেছেন। যে কারণে দেখেন এখন ইন্ডিয়া থেকে অপপ্রচার কমে *২-এর পাতায় দেখুন*

খালেদা জিয়ার নাইকো মামলায় আরও চার জনের সাক্ষ্য

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াসহ আট জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা নাইকো দুর্নীতি মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছেন আরও চার জন। এ মামলায় ৬৮ সাক্ষীর মধ্যে ৩২ জনের সাক্ষ্য শেষ হলো। সোমবার (৬ জানুয়ারি) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক আব্দুল্লাহ আল মামুন চার জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। আগামী ১৪ জানুয়ারি সাক্ষ্য গ্রহণের পরবর্তী তারিখ ধার্য করা হয়েছে। সাক্ষীরা হলেনস্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের সেন্ট্রাল ম্যানেজার হাফিজুর রহমান, ব্যবসায়ী প্রদীপ কুমার দাস, এস এম শামসের জাকারিয়া ও মো. সামসুল হুদা চৌধুরী। উল্লেখ্য, ২০০৭ সালের ৯ ডিসেম্বর রাজধানীর তেজগাঁও থানায় খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে এ মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন *২-এর পাতায় দেখুন*

বড় হচ্ছে কেক-পেস্ট্রির বাজার বছরে ৭৫০ কোটি টাকার ব্যবসা

স্টাফ রিপোর্টার : বছর ঘুরে চলে আসে শীত। এ সময় বিয়ে, জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী, বিজয় দিবস, বড়দিন, নতুন বছরের শুভেচ্ছা, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীসহ বিভিন্ন ধরনের উৎসব ও সামাজিক অনুষ্ঠান বেশি হয়। এসব উৎসব-অনুষ্ঠান উদযাপনে প্রয়োজন পড়ে কেকের। কেক কাটা ও কেক উপহার দেওয়া নতুন এক সংস্কৃতি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ফলে রাজধানীসহ দেশের হাট-বাজারে গড়ে উঠেছে নানান ধরনের কেক ও পেস্ট্রির দোকান। এসব দোকানে ভ্যানিলা, চকলেট, স্ট্রবেরি, বাটার স্কচসহ বিভিন্ন ফ্লেভার, আকার ও রঙের কেক পাওয়া যায়। এছাড়া ঘরে তৈরি কেক ও কেকজাতীয় পণ্যের চাহিদা ও বিক্রি বেড়েছে বহুগুণ। খাতসংশ্লিষ্টদের তথ্যমতে, বর্তমানে দেশে কেক ও পেস্ট্রির দোকানের সংখ্যা প্রায় চার হাজার, যেখানে ৩০ হাজারের বেশি মানুষ কাজ করে। কেকের বাজার প্রায় ৭৫০ কোটি টাকার। অক্টোবর থেকে জানুয়ারি মাসে নানান ধরনের অনুষ্ঠানে বিপুলসংখ্যক কেকের চাহিদা থাকে। এছাড়া করপোরেট সেক্টরে অনেকে উপহার হিসেবে কেক দেন। পুরান ঢাকার প্রিন্স অফ ওয়েলস বেকারি অ্যান্ড কনফেকশনারি, আনন্দ কনফেকশনারি ও ইউসুফ কনফেকশনারি শত বছর ধরে কেক, বিস্কুটসহ বিভিন্ন বেকারি আইটেম বিক্রি করে। কিন্তু কেক ও পেস্ট্রি শপের আধুনিক ধারণাটি প্রবর্তন করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্রিটিশ সৈনিক ডগলাস জে এ কুপার। ১৯৮৪ *২-এর পাতায় দেখুন*

সবচেয়ে বেশি করছাড় শেয়ারবাজারে

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে সবচেয়ে বেশি করপোরেট কর ছাড় দেওয়া হয় শেয়ারবাজারের মূলধনি আয়ের ওপর। বছরে যার পরিমাণ প্রায় ১১ হাজার ২৪৬ কোটি টাকা। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) এক প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে। এটি ২০২১-২২ অর্থবছরের হিসাব। ওই অর্থবছরে করপোরেট কর ও ব্যক্তিশ্রেণির আয়করে কত ছাড় দেওয়া হয়েছে, এ বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করেছে এনবিআর। কোনো কোম্পানি শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হলে করের হার কমে যায়। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে করপোরেট করের হার ২০ থেকে ২৫ শতাংশ। অন্যদের ক্ষেত্রে এই হার সাড়ে ২৭ শতাংশ। আবার শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ব্যাংক, বিমা প্রতিষ্ঠান ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে করপোরেট কর সাড়ে ৩৭ শতাংশ। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত নয় এমন ব্যাংক, বিমা *২-এর পাতায় দেখুন*

আজ রাতে লন্ডন যাচ্ছেন খালেদা জিয়া

স্টাফ রিপোর্টার : উন্নত চিকিৎসার জন্য আজ মঙ্গলবার রাতে লন্ডন যাচ্ছেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। কাতারের আমিরের পাঠানো 'বিশেষ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে' কাতারের রাজধানী দোহা হয়ে লন্ডন পৌঁছাবেন তিনি। সেখান থেকে সরাসরি যুক্তরাজ্যের লন্ডন ক্লিনিকে নেওয়া হবে সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীকে। সেখানকার চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী চলবে খালেদা জিয়ার পরবর্তী চিকিৎসা। গতকাল সোমবার গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মলনে এসব কথা জানান তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন। খালেদা জিয়াকে নিতে গতকাল সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি ঢাকা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছানোর কথাও জানান ডা. জাহিদ। লন্ডন বিমানবন্দরে খালেদা জিয়াকে রিসিভ করবেন তার বড় ছেলে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও স্ত্রী ড. জোবাইদা রহমান এবং লন্ডন বিএনপির নেতারা। ঢাকা থেকে খালেদা জিয়ার সঙ্গে চিকিৎসকদের পাশাপাশি যাবেন তার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী সৈয়দা শর্মিলা রহমান। ডা. জাহিদ বলেন, লন্ডন ক্লিনিক নামে একটি পুরানো হাসপাতাল আছে, সেখানে ম্যাডামকে ভর্তি করানো হবে এবং চিকিৎসা চলবে। এই হাসপাতালে ম্যাডামের পরীক্ষা-নীরিক্ষা হবে। তাদের পরামর্শে চিকিৎসার *২-এর পাতায় দেখুন*

ক্ষত কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার : ক্ষত কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে পুলিশ। জনবল, অস্ত্র ও যানবাহনের ঘাটতি থাকলেও সাধারণ মানুষকে সেবা দেওয়ার চেষ্টায় বাহিনীর সদস্যরা। রাজধানীর বেশির ভাগ থানায় নতুন সদস্য যুক্ত হওয়ায় পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে বেগ পেতে হচ্ছে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের আগে ও পরে জনরোষের শিকার হয় পুলিশ। চার শতাধিত স্থাপনায় হামলা ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। যানবাহন পুড়েছে এক হাজারেরও বেশি। প্রাণ হারান অন্তত ৪৪ পুলিশ সদস্য। রাজধানীর ভাটারা থানার মূল ফটকের পাশে এখনও পোড়া গাড়ির স্তূপ। ৫ আগস্ট বিক্ষুব্ধ জনতার হামলায় অবশিষ্ট ছিল না কিছুই। পাঁচ মাসে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে থানাটি। যদিও লুট হওয়া ৫২টি অস্ত্রের এখনও খোঁজ নেই। ক্ষোভের আগুনে পুড়ে যাত্রাবাড়ি, *২-এর পাতায় দেখুন*

সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ রাজধানীর কমলাপুর রেল স্টেশনে ভাসমান ও দরিদ্র মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন। -পিআইডি

হাইকোর্টের এক বেঞ্চে চলছে কাগজমুক্ত বিচার কার্যক্রম

স্টাফ রিপোর্টার : সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের কোম্পানি সংক্রান্ত একটি বেঞ্চে সম্পূর্ণ কাগজমুক্ত (পেপার ফ্রি) বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা শুরু হয়েছে। গত রোববার থেকে এই কার্যক্রম শুরু হয়। গত বৃহস্পতিবার থেকে হাইকোর্ট বিভাগের কোম্পানি সংক্রান্ত একটি বেঞ্চে সম্পূর্ণ কাগজমুক্ত বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করার কথা ছিল। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা ও সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল প্রয়াত এ এফ হাসান আরিফের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচার কার্যক্রম বন্ধ থাকায় তা শুরু করা সম্ভব হয়নি। তারই ধারাবাহিকতায় গত রোববার থেকে এটি শুরু হয়। সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেন, সব ধরনের কাগজপত্র অনলাইনে জমা দেওয়ার অনলাইন প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুত করে পেপার ফ্রি বিচারিক কার্যক্রম শুরু একটি নতুন *২-এর পাতায় দেখুন*

জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র নিয়ে কী হচ্ছে?

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই বিপ্লবের 'ঘোষণাপত্র' নিয়ে তৈরি হয়েছে টানাপোড়েন। সরকারবিরোধী আন্দোলনে একাট্টা হলেও এক্ষেত্রে বেঁকে বসেছে বিএনপি। যার কারণে বিপ্লবের ঘোষণাপত্র প্রকাশ করতে গিয়েও পিছু হটেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি। যদিও তাদের দাবি, 'জুলাই ঘোষণাপত্র নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দ্বিমত নেই। দৃষ্টিভঙ্গিগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। সেগুলো আমরা সমাধান করতে পেরেছি।' কিন্তু বাস্তবে এমন চিত্র দৃশ্যমান নয়। স্বভাবতই জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র নিয়ে কী হচ্ছে? আদৌ সরকার এ ঘোষণা দেবে কি না? হলেও কীভাবে? বিএনপি এটাতে সায় দেবে কি না? এ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্বাধীনতার ঘোষণার একমাস পরে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল একটি ঘোষণাপত্র দেওয়া হয়। সেটির ওপর ভিত্তি করে সংবিধান প্রণয়নের আগ পর্যন্ত দেশ পরিচালনাও হয়েছে। সেই নজিরের ওপর ভিত্তি করে এবারও সেটি করা যায়। তবে, সেটি রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে হওয়া সমীচীন হবে। গত ২৮ ডিসেম্বর রাত থেকেই জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র দেওয়ার কথা বলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা। এজন্য ৩১ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় শহীদ মিনারে ছাত্র-জনতাকে জড়ো হওয়ারও আহ্বান জানান। ২৯ ডিসেম্বর দুপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক *২-এর পাতায় দেখুন*

শেখ হাসিনাসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগ সরকারের ১৫ বছরের শাসনামলে গুমের ঘটনায় শেখ হাসিনাসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। সোমবার (৬ জানুয়ারি) ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন দুই সদস্যের বেঞ্চ প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। আরো যাদের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি হয়েছে তারা হলেনড়শেখ হাসিনার সাবেক প্রতিরক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল তারিক আহমেদ সিদ্দিক, পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদ, সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসান। শুনানিতে চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বলেন, "রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গুমের সংস্কৃতি চালু করে আওয়ামী লীগ। যারা গুম করতেন তাদেরকে পুরস্কৃত করা হতো। র‍্যাব, ডিবি, সিটিটিসি, ডিজিএফআই সবচেয়ে বেশি গুমের সঙ্গে জড়িত ছিল।" পরে সাংবাদিকদের তাজুল ইসলাম জানান, বিগত ১৫ বছরে গুম ও ক্রসফায়ারের মাধ্যমে বাংলাদেশে *২-এর পাতায় দেখুন*

ডিসেম্বরে মূল্যস্ফীতি কমেছে, খাদ্য মূল্যস্ফীতি এখনও ১২.৯২ শতাংশ

স্টাফ রিপোর্টার : বিদায়ী বছরের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় পর্যায়ে সাধারণ (পয়েন্ট টু পয়েন্ট) ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ১০ দশমিক ৮৯ শতাংশে, যা নভেম্বরে ছিল ১১ দশমিক ৩৮ শতাংশ। অর্থাৎ, নভেম্বরের তুলনায় ডিসেম্বরে মূল্যস্ফীতি কমেছে দশমিক ৪৯ শতাংশ। সাধারণ খাতে কিছুটা মূল্যস্ফীতি কমলেও ডিসেম্বর মাসে খাদ্য খাতে পুরোপুরি স্বস্তি ফিরে আসেনি। একবছরের ব্যবধানে গত বছরের ডিসেম্বরে যে খাদ্য পণ্য ১০০ টাকায় কেনা গেছে একই পরিমাণ খাদ্য পণ্য কিনতে এখন ১২ টাকা ৯২ পয়সা বাড়তি খরচ করতে হচ্ছে ভোক্তাদের। সোমবার (৬ জানুয়ারি) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে (বিবিএস) এসব তথ্য জানা গেছে। এতে বলা হয়েছে, নভেম্বরের তুলনায় ডিসেম্বরে মূল্যস্ফীতি কমলেও, বছর-বছর বিবেচনায় মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসের তুলনায়ও গত ডিসেম্বর মূল্যস্ফীতি বেড়েছে ১ দশমিক ৪৮ শতাংশ পয়েন্ট। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক ৪১ শতাংশ। সাধারণ মূল্যস্ফীতির পাশাপাশি ডিসেম্বর মাসে খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত খাতে মূল্যস্ফীতিও কমেছে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে যথাক্রমে খাদ্য খাতে মূল্যস্ফীতি ছিল ১২ দশমিক ৯২, গত মাসে যা ছিল ১৩ দশমিক ৮০, খাদ্য বহির্ভূত খাতেও কমে হয়েছে ৯ দশমিক ২৬ শতাংশ। গত নভেম্বরে এই হার ছিল ৯ দশমিক ৩৯ শতাংশ। এর আগের বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালের ডিসেম্বর এই দুই খাতের মূল্যস্ফীতি ছিল যথাক্রমে ৯ দশমিক ৫৮ ও ৮ দশমিক ৫২ শতাংশ।

বিএসএমএমইউ'র ১৫ চিকিৎসক-নার্স বরখাস্ত

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই গণঅভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) কেবিন ব্লক এলাকায় সংগঠিত হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে কর্মরত চিকিৎসক, সিনিয়র স্টাফ নার্সসহ ১৫ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। গত রোববার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মো. নজরুল ইসলামের সই করা এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সাময়িক বরখাস্ত হওয়া কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ডিওলজি বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডা. আবু তোরাব আলী মিম, চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডা. রিয়াজ সিদ্দিকী প্রাণ, পরিচালক (হাসপাতাল) অফিসের পেইন্টার নিতীশ রায়, মো. সাইফুল ইসলাম, এমএলএসএস কাজী মেহেদী হাসান, সহকারী ড্রেসার শহিদুল ইসলাম (সাইদুল) ও সুইপার সন্দীপ। এছাড়াও এ তালিকায় রয়েছেন- বিশ্ববিদ্যালয়ের রেসপিরেটরি মেডিসিন বিভাগের অফিস সহকারী উজ্জল মোল্লা, *২-এর পাতায় দেখুন*

দেশে বর্তমানে বেকার ২৬ লাখ ৬০ হাজার মানুষ

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে বর্তমানে বেকার জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে। ২০২৪ সালের শুরুতে দেশে বেকার মানুষ কম থাকলেও বছর শেষে ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে এই সংখ্যা। দেশে বর্তমানে মোট বেকারের সংখ্যা ২৬ লাখ ৬০ হাজার। সোমবার (৬ জানুয়ারি) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে। এতে বলা হয়, দেশে কর্মে নিয়োজিত বা শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণকারী মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাওয়ায় বেকার মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। সম্প্রতি ২০২৪ সালের তৃতীয় প্রান্তিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) শ্রমশক্তি জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করে বিবিএস। জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়, কৃষি, সেবা ও শিল্পসহ সব খাতেই কমেছে কর্মে নিয়োজিত জনগোষ্ঠী। নারীর চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে পুরুষ বেকারের সংখ্যা। বিবিএসের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস শেষে দেশে পুরুষ বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭ লাখ ৯০ হাজার। এ ছাড়া নারী বেকারের সংখ্যা ৮ লাখ ৭০ হাজার। ২০২৩ সালের একই সময়ে পুরুষ বেকার ১৬ লাখ ৪০ হাজার, আর নারী বেকার ছিল ৮ লাখ ৫০ হাজার। সে হিসাবে পুরুষ বেকার বেড়েছে ১ লাখ ৫০ হাজার এবং নারী বেকার বেড়েছে ২০ হাজার। বিবিএস জানায়, শ্রমশক্তিতে এখন (তৃতীয় প্রান্তিকে) ৫ কোটি *২-এর পাতায় দেখুন*

ফের সচিবালয়ের সামনে অবস্থানে অব্যাহতিপ্রাপ্ত এসআইরা

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ১২ জানুয়ারির মধ্যে চাকরিতে পুনর্বহালের নির্দেশনা না পেলে কঠোর কর্মসূচিতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সম্প্রতি ট্রেনিং থেকে অব্যাহতি পাওয়া উপ-পরিদর্শকরা (এসআই)। গতকাল সোমবার দুপুর দেড়টায় সচিবালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি স্থগিত করে এই হুঁশিয়ারি দেন অব্যাহতিপ্রাপ্ত এসআইরা। এর আগে তাদের তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গণির সঙ্গে দেখা করে দাবি আদায়ের বিষয়ে কথা বলেন। তখন জননিরাপত্তা বিভাগের সচিব বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করার আশ্বাস দেন এবং এজন্য আন্দোলনকারীদের কাছ থেকে সময় চেয়ে নেন। পরে প্রতিনিধি দল বাইরে এসে আগামী ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় বেঁধে দেন। অব্যাহতি পাওয়া এসআই মো. রাফি বলেন, ৪০তম ব্যাচের ট্রেনিং থেকে মিথ্যা অভিযোগে অন্যায়ভাবে ৩২১ জন *২-এর পাতায় দেখুন*

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা মঙ্গলবার ॥ ০৭ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ২৩ পৌষ ১৪৩১ বাংলা

সারাদেশে গ্যাস সংকট চুলা জ্বালানোই দায়

স্টাফ রিপোর্টার : সারাদেশে গ্যাস সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। এতে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তি দেখা দিয়েছে বাসাবাড়ির রান্নার কাজে। পাইপলাইনে গ্যাসের চাপ কম থাকায় রান্নাঘরের চুলা জ্বালানোই দায় হয়ে পড়েছে। বাধ্য হয়ে রান্নার কাজে সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবহার করছেন অনেকে। সিলিন্ডার কেনার বাড়তি খরচ বহন করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে সাধারণ মানুষ। এতে মানুষের মধ্যে অভিযোগ এবং অসন্তোষও বাড়ছে। সরেজমিনে খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, গ্রিন রোড, মহাখালী, আজিমপুর, আদাবর, কামরাঙ্গীরচর, আরামবাগ, ফকিরাপুল, যাত্রাবাড়ী, মৌচাক, নাজিরাবাজার, মগবাজার, ধলপুর, কাঁঠালবাগান, মিরপুর, নয়াবাজার, কল্যাণপুর, মীরবাগ, মধুবাগ, নয়াটোলা ও তেজগাঁওসহ বিভিন্ন এলাকার বাসাবাড়িতে লাইনের গ্যাসের তীব্র সংকট। এসব এলাকায় দিনে রান্না করা দায় হয়ে পড়েছে। যদিও কিছুটা গ্যাস থাকে, তবে তাতে টিমটিম করে চুলা জ্বলায় রান্না করা সম্ভব হচ্ছে না। বাধ্য হয়ে এসব এলাকার বাসিন্দারা রাতে রান্না করছেন, অনেকে বাড়তি টাকা খরচ করে ব্যবহার করছেন এলপিজি সিলিন্ডার। রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর বাসিন্দা আলেয়া খাতুন বলেন, পাইপলাইনের গ্যাস দিয়ে রান্না করার আশা ছেড়ে দিয়েছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেও রান্না করা যায় না। আগেও সংকট ছিল, তবে কিছুদিন ধরে একেবারেই গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না। এসব বলে তো আর লাভ নেই, হাজারবার বললেও গ্যাস পাওয়া যাবে না। কামরাঙ্গীরচরের বাসিন্দা শিউলি আক্তার বলেন,

গ্যাস পাওয়াই যায় না। দিনে তো লাইনের গ্যাসে রান্না করার উপায়ই নেই। রাতে কিছুটা পাই, তা-ও মিটমিট করে জ্বলে। বাধ্য হয়ে সিলিন্ডার কিনেছি। এখন প্রতি মাসে লাইনের গ্যাসের বিল দিতে হয়, আবার সিলিন্ডারও কিনতে হয়। খরচ অনেক বেড়ে গেছে। আমাদের মতো মধ্যবিত্তের জন্য কষ্ট হয়ে যায়। মিরপুরের বাসিন্দা পারুল বলেন, গ্যাস আসে যায় এমন অবস্থা। চুলায় রান্না বসালে দেখা যায় অর্ধেক রান্না হতেই গ্যাস নেই। বাধ্য হয়ে বিদ্যুতের হিটারে রান্না করি। বিদ্যুতে রান্না করলে খরচ বেশি হয়? নিয়মিত গ্যাস থাকলে এ বাড়তি খরচ হতো না? অনেক সময় রাতে যখন গ্যাস আসে তখন সারাদিনের রান্না করে রাখি। এভাবেই চলছে। তিতাস গ্যাস সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, রাজধানীর বেশকিছু এলাকায় গ্যাস সংকট বেশ পুরোনো। দীর্ঘদিন গ্যাস সংকট থাকলেও উৎপাদন কম থাকায় এর সমাধান করা যাচ্ছে না। তাছাড়া দেশে দৈনিক গ্যাসের চাহিদা ৪২০ কোটি ঘনফুটের বেশি। দেশে দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল থেকে ১১০ কোটি ঘনফুটের মতো গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। এফএসআরইউ আর স্থানীয় উৎপাদন মিলিয়ে ৩০০ কোটি ঘনফুটের মতো গ্যাস সরবরাহ করা হতো। গত ৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ১ থেকে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য মহেশখালীতে থাকা এক্সিলারেট এনার্জি পরিচালিত এলএনজি এফএসআরইউ থেকে মোট ৭২ ঘণ্টা আরএলএনজি সরবরাহ বন্ধ থাকবে। এতে সারাদেশে গ্যাস সরবরাহ সাময়িক হ্রাস ও স্বল্প চাপ বিরাজ করবে। বলা হয়, এই সময়কালে অন্য এফএসআরইউ (এমএলএনজি) দিয়ে দৈনিক প্রায় ৫৭০ থেকে ৫৮০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ

৭-এর পাতায় দেখুন

ইজতেমা ময়দানে সংঘর্ষ: বিচার বিভাগীয় তদন্তসহ ৯ দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : সম্প্রতি বিশ্ব ইজতেমার ময়দানে তাবলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তসহ ৯ দফা দাবি জানিয়েছেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবের আবদুস সালাম হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকায় অবস্থিত অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের অধ্যাপক নাজিমউদ্দীন ভুইয়া লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। পরে তিনি তাবলীগের বিবদমান সমস্যা সমাধানে ৯ দফা প্রস্তাব তুলে ধরেন। শিক্ষকদের ৯ দফা দাবি হলো–

১. সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিবদমান পক্ষসমূহের মধ্যে মতপার্থক্য দূরীকরণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ।
২. গত ১৮ ডিসেম্বর টঙ্গী ময়দানে ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্খিত ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য উদঘাটন ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির আওতায় আনা।
৩. উক্ত ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃত নিরপরাধ কারাবন্দিদের দ্রুত মুক্তি দেওয়া।
৪. উভয়পক্ষকে তাদের সর্বোচ্চ মুরুব্বিদের নিয়ে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ দেওয়া।
৫. উভয়পক্ষকে কাকরাইল মসজিদে আমলের সময় বন্টন সমান করা, অর্থাৎ এক মাস এক মাস করা।
৬. টঙ্গীর ইজতেমার মাঠ উভয়পক্ষকে সমানভাবে অর্থাৎ ছয় মাস ছয় মাস (জানুয়ারি-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর) করে পাঁচ দিনের জোড় ইজতেমা ও অন্যান্য আমলের জন্য ভাগ করে দেওয়া।
৭. দেশের অন্যান্য মসজিদে আমলের সময় সমবণ্টন অর্থাৎ ১৫ দিন ১৫ দিন করা।

৭-এর পাতায় দেখুন

দেশের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে চীনের সহযোগিতা চান পরিবেশ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, বাংলাদেশে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে চীনের সহযোগিতা চাই। সোমবার (৬ জানুয়ারি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ আয়োজিত 'অ্যানালাইসিস অব এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইন চায়না অ্যান্ড বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনারে এ কথা বলেন তিনি।সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয় উপাচার্যের কার্যালয়ের ভার্চ্যুয়াল ক্লাসরুমে। উপদেষ্টা বলেন, চীনের এসংক্রান্ত নীতিমালা ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ থেকে বাংলাদেশ অনেক কিছু শিখতে পারে। তিনি অভিন্ন নদীগুলোর তথ্য বিনিময়ের ওপর জোর দেন এবং ব্রহ্মপুত্র নদ নিয়ে চীনের পরিকল্পনাগুলো জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, আমাদের সত্যিকারের টেকসই উন্নয়ন প্রয়োজন। প্রকৃতিকে জয় করার প্রতিযোগিতা নয়, বরং উন্নয়নের ধারা পুনর্বিন্যাস করতে হবে। দূষণকারীদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। চামড়া শিল্পের জন্য নদী ধ্বংস কিংবা পাহাড় কাটার মতো কাজ মেনে নেওয়া হবে না বলেও জানান তিনি। রিজওয়ানা হাসান আরও বলেন, প্রযুক্তির ব্যবহার অবশ্যই প্রকৃতির মৌলিক নিয়ম অনুসরণ করে হতে হবে। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার পরিবর্তে আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রমকে টেকসইভাবে পরিচালনা করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ক্যাম্পাসে একবার ব্যবহার যোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করার আহ্বান জানান উপদেষ্টা। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তংজি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. লি ফেংটিং। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক শামসাদ মর্তুজা সেমিনারে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে, কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার খুনিয়াপালং মৌজার বিএস ১ নম্বর খতিয়ানের ১৪৯৪ নম্বর দাগে শহীদ এ টি এম জাফর আলম ক্যাডেট কলেজের জন্য বন্দোবস্তকৃত ১৫৫.৭০ একর জমি বাতিল করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের ২১ আগস্ট ২০২৪ তারিখে আধাসরকারি পত্রের প্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

নতুন মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক আইজিপি মামুন

স্টাফ রিপোর্টার : ছাত্র আন্দোলনে সাব্বির হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় পুলিশের সাবেক আইজিপি আব্দুল্লাহ আল মামুন চৌধুরীকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। সোমবার (৬ জানুয়ারি) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাসুমা রহমানের আদালত তাকে গ্রেপ্তার দেখান। এর আগে, আসামি মামুনকে আদালতে আদালতে উপস্থিত করে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আব্দুর রহমান ভুঁইয়া। আদালত তার আবেদনের মঞ্জুর করেন। ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ১৮ জুলাই উত্তরায় ছাত্র-জনতা ও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের শান্তিপূর্ণ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন সাব্বির। এতে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের গুলিতে গুরুতর আহত হোন সাব্বির। পরে তাকে উত্তরা ক্রিসেন্ট হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা মৃত ঘোষণা করেন। পলকের

৭-এর পাতায় দেখুন

আরও ১২৪ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ মতিউরের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক সদস্য মতিউর রহমান, তার প্রথম স্ত্রী (লায়লা কানিজ) ও ছেলে-মেয়ের বিরুদ্ধে আরও ১২৪ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে পৃথক তিনটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সোমবার (৬ জানুয়ারি) দুদকের ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে তাদের বিরুদ্ধে মামলা তিনটি দায়ের করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন। তিনি বলেন, মতিউর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে তিনটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাদের সম্পদ বিবরণী দাখিল করার আদেশ করা হয়েছিল। ওই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে মতিউর ও তার পরিবারের সদস্যরা সম্পদ বিবরণী দাখিল করেন। প্রথম মামলার আসামি হয়েছেন লায়লা কনিজ ও মতিউর রহমান। মামলার এজাহারে বলা হয় আসামি লায়লা কানিজ ১৩ কোটি ১ লাখ ৫৮ হাজার টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন। পাশাপাশি লায়লা কানিজের বিরুদ্ধে ১ কোটি ৫৩ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদের তথ্য গোপন করার অভিযোগ আনা হয়েছে। অন্যদিকে তার মেয়ে ফারজানা রহমানের নামে ২ কোটি ৪৫ লাখ গোপন ও ৫৩ কোটি ৪১ লাখ টাকার বেশি অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে দ্বিতীয় মামলায়। ওই মামলায়

৭-এর পাতায় দেখুন

দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হলো পলক-জ্যোতিকে

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলায় সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের ছেলে শাফি মোদ্দাছির খান জ্যোতিকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেছেন আদালত। সোমবার (৬ জানুয়ারি) ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. জাকির হোসেন গালিব দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। শুনানিকালে তাদের আদালতে হাজির করা হয়। শুনানি শেষে আদালত তাদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন। পরে পলকের পক্ষে তার আইনজীবী ফারজানা ইয়াসমিন রাখি জামিন চেয়ে শুনানি করেন। দুদক প্রসিকিউটর মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর জামিনের বিরোধিতা করেন। শুনানি শেষে আদালত

৭-এর পাতায় দেখুন

মেট্রোরেলের ভাড়া নিয়ে সুখবর

স্টাফ রিপোর্টার : মেট্রোরেল সেবাকে ভ্যাটমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এবনিআর)। সোমবার (৬ জানুয়ারি) এনবিআরের দ্বিতীয় সচিব ব্যারিস্টার মো. বদরুজ্জামান মুন্সী স্বাক্ষরিত এক বিশেষ আদেশে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, যেহেতু, মেট্রোরেল বাংলাদেশের সর্বাধুনিক ও জনপ্রিয় গণপরিবহন; যানজট নিরসনে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি কর্মঘণ্টা সাশ্রয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে; তাই মেট্রোরেলকে অধিক জনপ্রিয় করবার লক্ষ্যে এর যাতায়াত ব্যয় সাশ্রয়ী করা প্রয়োজন। ফলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, দ্রুতগামী, নিরাপদ, সময় সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব ও দূরনিয়ন্ত্রিত অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পরিবহন ব্যবস্থা মেট্রোরেল সেবার ওপর আরোপিত মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রদান করল। চলতি বছরের ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে বলেও জানানো হয়।

বিচারককে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করে ক্ষমা চাইলেন পিপি

স্টাফ রিপোর্টার : আদালত ঘেরাওয়ের হুমকি এবং নওগাঁর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তরিকুল ইসলামকে নিয়ে অবমাননাকর বক্তব্য দেওয়ার ঘটনায় পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) আবু জাইদ মো. রফিকুল ইসলাম হাইকোর্টে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। তলবাদেশে হাজির হওয়ার পর গতকাল সোমবার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এর আগে, আদালত ঘেরাওয়ের হুমকি এবং নওগাঁর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তরিকুল ইসলামকে নিয়ে অবমাননাকর বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগে প্রসিকিউটর (পিপি) আবু জাইদ মো. রফিকুল ইসলামকে তলব করেছিলেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে তাকে স্বশরীরে হাজির হয়ে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছিল।

৭-এর পাতায় দেখুন

বিসিএসে চিকিৎসকদের বয়সসীমা ৩৪ করার দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরীক্ষায় চিকিৎসকদের বয়সসীমা ৩৪ বছর করে অনতিবিলম্বে প্রজ্ঞাপন জারি করার দাবি জানিয়েছে ইউনাইটেড মেডিকেল অর্গানাইজেশনস অব বাংলাদেশ। গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এই দাবি জানান। ইউনাইটেড মেডিকেল অর্গানাইজেশনস অব ডক্টরসের মুখপাত্র ডা. মোবারক হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডা. আব্দুল ওয়াহাব। বিশেষ অতিথি ছিলেন চিকিৎসক ঐক্য পরিষদের সভাপতি ডা. মাহফুজুল হক চৌধুরী। বক্তারা বলেন, গত ২৮ নভেম্বর প্রকাশিত ৪৭তম বিসিএস পরীক্ষায় আবেদনকারীর বয়সসীমা ২১ থেকে ৩২ বছর উল্লেখ করা হয়,

৭-এর পাতায় দেখুন

গোমস্তাপুরে জামায়াতের কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

মোঃ দুলাল আলী, গোমস্তাপুর প্রতিনিধিঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে বাংলাদেশ জামায়াতের এক বিশাল কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গোমস্তাপুর উপজেলা ও রহনপুর পৌর জামায়াতের আয়োজনে সোমবার বিকেলে রহনপুর আহম্মদী বেগম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ও উপজেলা জামায়াতের আমির ইমামুল হুদার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ জামায়াতের সিনিয়র নায়েবে (সাবেক) এমপি অধ্যাপক মজিবুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জামায়াতের ইসলামীর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম। জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি ও এম.পি পদপ্রার্থী চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২আসনের ড. মুঃ মিজানুর রহমান। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক আবুজার গিফারী, অধ্যাপক আবু বকর, অধ্যাপক ইয়াহিয়া খালেদ, ডাক্তার মুহাঃ শহীদুল্লাহ, গোলাম কবির, অধ্যাপক তরিকুল ইসলাম বকুল, অধ্যাপক শাহ আলম প্রমূখ। মিজানুর রহমান বলেন, দলের পরিবর্তন হয়েছে, নেতার পরিবর্তন হয়েছে; কিন্তু বাংলাদেশের তেমন কোন পরিবর্তন হয় নাই।

রেলওয়ের অভিযান মালিবাগে দুই শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মালিবাগে রেলওয়ের জমিতে গড়ে তোলা অবৈধ স্থাপনাও উচ্ছেদ করেছে রেল কর্তৃপক্ষ। সোমবার (৬ জানুয়ারি) বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভাগীয় ভূ-সম্পতি কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. নাসির উদ্দিন মাহমুদের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করে পাকা, সেমিপাকা ও কাচা সবমিলিয়ে দুই শতাধিক স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে অবৈধ দখলে থাকা বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রায় ১.২ একর জমি দখলমুক্ত হয়েছে। স্থাপনা উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে এক্সক্যাভেটর দিয়ে এসব স্থাপনার পাকা প্লাটফর্ম গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যেন নিকট ভবিষ্যতে এসব জমিতে দখলদাররা সহজেই পুনরায় স্থাপনা নির্মাণ করতে না পারে। বাংলাদেশ রেলওয়ের

৭-এর পাতায় দেখুন

এবার ভারতেও এইচএমপিভি ভাইরাস সংক্রমণ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : চীনে গত মাস থেকে হিউম্যান মেটানিউমোভাইরাসের (এইচএমপিভি) ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। দেশটির বিভিন্ন প্রদেশে এ ভাইরাসে আক্রান্ত সংখ্যা রোগীর সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। ভাইরাসটি জাপান ও মালয়েশিয়াতেও এরই মধ্যে হানা দিয়েছে। আর এবার ভারতে এইচএমপিভি-তে আক্রান্তের সন্ধান মিলল। বেঙ্গালুরুতে একটি তিন মাসের ও একটি আট মাসের শিশুর দেহে এইচএমপিভির সন্ধান মিলেছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চের (আইসিএমআর) বরাত দিয়ে সোমবার (৬ জানুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে টাইমস অব ইন্ডিয়া। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেঙ্গালুরুর ব্যাপটিস্ট হাসপাতালে নিউমোনিয়ার লক্ষণ নিয়ে আসা দুই শিশুর মেডিক্যাল টেস্টের রিপোর্টে এইচএমপিভি ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। আক্রান্ত দুই শিশুর মধ্যে

৭-এর পাতায় দেখুন

বিদেশে পালাতে গিয়ে সাবেক ভূমি মন্ত্রীর সহযোগী গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর থেকে আত্মগোপনে থেকে বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার সময় সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের ব্যবসায়িক অংশীদার সাইফুল ইসলাম সুমনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত রোববার রাতে ঢাকা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন পুলিশ তাকে আটক করে। পরে বিমানবন্দর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে ইমিগ্রেশন পুলিশ। সাইফুল ইসলাম সুমন পটিয়া উপজেলার বাসিন্দা। তিনি পটিয়া উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ইদ্রিস মিয়ার ভাইপো। ইদ্রিস মিয়া এবার দক্ষিণ জেলা বিএনপির সভাপতি পদ পেতে তদবির

৭-এর পাতায় দেখুন

গাজীপুরের চকপাড়া ফাঁড়ির এসআই কুদ্দুস মৃধাকে প্রত্যাহার

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের শ্রীপুরে ব্যবসায়ী সবুজ সরকারকে (২৫) আটক করে টাকা নেওয়ার অভিযোগ ওঠায় চকপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই কুদ্দুস মৃধাকে প্রত্যাহার (ক্লোজ) করে জেলা পুলিশ লাইন্সে সংযুক্ত করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ তদন্ত করা হবে। গাজীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অবস) আমিনুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী শ্রীপুর উপজেলার মাওনা ইউনিয়নের ধনুয়া গ্রামের আফতাব উদ্দিন সরকারের ছেলে। আটক থাকা অবস্থায় হাতকড়াসহ সেলফি তুলে নিজের ফেসবুকে পোস্ট দেন। বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১১টায় শ্রীপুরের চকপাড়া পুলিশ ফাঁড়ি থেকে ক্লোজ করে গাজীপুর পুলিশ লাইন্সে সংযুক্ত করা হয়েছে। কুদ্দুস

৭-এর পাতায় দেখুন

এবার মিয়ানমার থেকে আমদানি করা হচ্ছে চাল

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : ভারতের পর এবার মিয়ানমার থেকে আমদানি করা হচ্ছে ১ লাখ ৫ হাজার মেট্রিক টন আতপ চাল। চট্টগ্রাম চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রকের দফতরের উপনিয়ন্ত্রক মো. সহিদ উদ্দিন মাহমুদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ভারত থেকে সেদ্ধ চাল আমদানি করা হলেও মিয়ানমার থেকে আতপ চাল আমদানি করা হচ্ছে। মিয়ানমার থেকে চালের প্রথম চালান আগামী ১৪ জানুয়ারি চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছার কথা রয়েছে। প্রথম চালানে আমদানি হবে ২২ হাজার মেট্রিক টন আতপ চাল। বাকী চাল পর্যায়ক্রমে আমদানি করা হবে। চট্টগ্রাম চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রকের দফতরের চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক জ্ঞানপ্রিয় বিদূর্শী চাকমা বলেন, সরকার ভারত ও মিয়ানমার থেকে চাল আমদানির চুক্তি করেছে। চুক্তি অনুযায়ী ভারত থেকে ২ লাখ মেট্রিক টন সেদ্ধ চাল এবং মিয়ানমার থেকে ১ লাখ ৫ হাজার টন আতপ চাল আমদানি করা হচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী ভারত থেকে প্রথম ধাপে গত ২৬ ডিসেম্বর ২৪ হাজার ৬৯০ মেট্রিক টন সেদ্ধ চাল নিয়ে জাহাজ 'এমভি তানাইস ড্রিম' বন্দরের ১১ নম্বর জেটিতে পৌঁছার পর চাল খালাস সম্পন্ন হয়। ভারত থেকে চালের দ্বিতীয় চালানে আরও ২৭ হাজার মেট্রিক টন সেদ্ধ চাল নিয়ে আগামী ১০ জানুয়ারি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছার কথা রয়েছে। ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়া বন্দরে জাহাজে চাল লোড করা হচ্ছে। আগামী ৭ জানুয়ারি চাল বহন করা জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরের উদ্দেশে রওনা হবে। অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়া বন্দর থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ পৌঁছাতে তিন দিন সময় লাগে।

গাজীপুরে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে পোশাকশ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

গাজীপুর প্রতিনিধি : বেতন বৃদ্ধির দাবিতে গাজীপুর মহানগরের জিরানি এলাকায় চন্দ্রা-নবীনগর মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত এক ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন শ্রমিকরা। পরে পুলিশ এসে তাদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেয়। জানা গেছে, জিরানি এলাকার আইরিশ ফ্যাশন লিমিটেড নামের একটি পোশাক তৈরি কারখানার শ্রমিকরা বেতন বৃদ্ধির দাবিতে গত রোববার মহাসড়ক অবরোধ করেছিলেন। সে সময় বিক্ষোভের কারণে ওই এলাকার বেশ কয়েকটি কারখানা কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দেয়। গতকাল সোমবার সকালে কারখানায় এসে পুনরায় তারা বিক্ষোভ শুরু করেন। সকাল সাড়ে ৮টার দিকে তারা চন্দ্রা-নবীনগর মহাসড়কে অবস্থান নেন। এক ঘণ্টা পর তারা সড়ক

৭-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশীরা নানা কৌশলে পাচার করছে অর্থ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে কর্মরত বিদেশী কর্মীরা তথ্য গোপন করে নানা কৌশলে নিজ দেশে অর্থ পাচার করছে। এদেশে এনজিওগুলোয় কর্মরত বিদেশীরা বাংলাদেশি নাগরিকদের চেয়ে কম বেতন ব্যাংকিং চ্যানেলে গ্রহণ করছে এবং আয়কর বিভাগে প্রদর্শন করছে। আর প্রকৃত বেতনের বড় অংশ নিজ দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। অথচ নিশ্চুপ এনজিওবিষয়ক ব্যুরো। একই অবস্থা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোয়ও। অভিযোগ রয়েছে, এনজিও ব্যুরোর অনুমোদন নিয়েই বিদেশীরা অর্থ পাচার করছে এবং কর ফাঁকি দিচ্ছে। কারণ নিয়োগের সময় তাদের বেতন কম দেখানো হয়। এদেশে কর্মরত বিদেশীরা বাংলাদেশে শুধু খরপোষ ভাতা বা জীবননির্বাহের খরচ গ্রহণ করছে- এ ধরনের যুক্তি উপস্থাপন করে অনুমোদন নেয়া হয়। আর যাচাই-বাছাই ছাড়াই ব্যুরো তা মেনে নেয়। আর এ সুযোগে বাংলাদেশে কর্মরত থেকেও বিদেশি কর্মীরা বাংলাদেশে অর্থ না এনে নিজ দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, এদেশ থেকে শুধু এনজিও বিদেশী কর্মীরাই নয়, বেসরকারি খাতে কর্মরত বিদেশীরাও একই কায়দায় কর ফাঁকি ও অর্থ পাচার করছে। চলতি বছরের এপ্রিলে চীনভিত্তিক একটি কোম্পানির শীর্ষ নির্বাহীর বিরুদ্ধে তথ্য গোপন করে অর্থ পাচারের প্রমাণ পায় পুলিশের বিশেষ ব্রাঞ্চ। ওই বিদেশী কর্মীর ওয়ার্ক পারমিটে বেতন দেখানো হয়েছে ১ লাখ ৫ হাজার টাকা। আরেক ব্যক্তি টেকনিশিয়ান ভিসায় বাংলাদেশে এসে লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছে। ওয়ার্ক পারমিটে তার বেতন

৭-এর পাতায় দেখুন

নারায়ণগঞ্জে তরুণীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের পূর্বাচল উপশহর থেকে রানী (২৯) নামে এক তরুণীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে উপজেলার পূর্বাচল উপশহরের ৫ নম্বর সেক্টরের গুতিয়াবো এলাকা থেকে রূপগঞ্জ থানা পুলিশ অজ্ঞাত হিসেবে লাশটি উদ্ধার করে। পরে আঙুলের ছাপের মাধ্যমে তার পরিচয় জানা যায়। জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী নিহত রানী রাজধানীর মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্পের মো. কাশেমের মেয়ে। নারায়ণগঞ্জের জ্যেষ্ঠ সহকারী পুলিশ সুপার (গ-সার্কেল) মেহেদী ইসলাম এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গতকাল সোমবার সকাল ৮টার দিকে পূর্বাচল উপশহরের ৫ নম্বর সেক্টরের গুতিয়াবো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের সড়কে অজ্ঞাত এক তরুণীর গলাকাটা লাশ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে তাদের একজন পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

খালেদা জিয়ার নাইকো মামলায়

(দুদক) তদন্তের পর ২০০৮ সালের ৫ মে খালেদা জিয়াসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়। গত বছর ১৯ মার্চ একই আদালত খালেদা জিয়াসহ ৮ আসামির অব্যাহতির আবেদন নাকচ করে চার্জ গঠনের আদেশ দেন। মামলার অপর আসামিরা হলেনতৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব কামাল উদ্দীন সিদ্দিকী, বাপেক্সের সাবেক মহাব্যবস্থাপক মীর ময়নুল হক, নাইকোর দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট কাশেম শরীফ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব খন্দকার শহীদুল ইসলাম, সাবেক সিনিয়র সহকারী সচিব সি এম ইউসুফ হোসাইন, ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন আল মামুন ও বাগেরহাটের সাবেক সংসদ সদস্য এম এ এইচ সেলিম। আসামিদের মধ্যে প্রথম তিন জন পলাতক।

দেশে বর্তমানে বেকার ২৬ লাখ ৬০

৯১ লাখ ৮০ হাজার নারী-পুরুষ আছেন। অথচ ২০২৩ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে এ সংখ্যা ছিল ৬ কোটি ১১ লাখ ৫০ হাজার। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণকারী মানুষের সংখ্যা কমেছে ১৯ লাখ ৫০ হাজার। যেখানে মোট শ্রমশক্তিতে থাকা জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৫ কোটি ৬৫ লাখ ২০ হাজার লোক কর্মে নিয়োজিত। বাকিরা বেকার। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) নিয়ম অনুযায়ী, বেকার জনগোষ্ঠী মূলত তারা, যারা গত সাত দিনের মধ্যে মজুরির বিনিময়ে একঘণ্টা কাজ করার সুযোগও পাননি। এ ছাড়া গত এক মাস ধরে কাজ খুঁজেছেন, কিন্তু মজুরির বিনিময়ে কোনো কাজ পাননি। বিবিএস এ নিয়ম অনুসরণ করেই বেকারের হিসাব দিয়ে থাকে।

বিএসএমএমইউ'র ১৫ চিকিৎসক

পরিবহন শাখার ড্রাইভার সুজন বিশ্ব শর্মা, বহির্বিভাগে (ওপিডি-১) এমএলএসএস ফকরুল ইসলাম জনি, ল্যাবরেটরি সার্ভিস সেন্টারের কাস্টমার কেয়ার অ্যাটেনডেন্ট রুবেল রানা। সাময়িক বরখাস্তের তালিকায় আরও রয়েছেন- সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্স শবনম নূরানী, ওয়ার্ড মাস্টার অফিসের এমএলএসএস শাহাদাত, কার্ডিওলজি বিভাগের এমএলএসএস মুন্না আহমেদ এবং ওয়ার্ড মাস্টার অফিসের এমএলএসএস আনোয়ার হোসেন। অফিস আদেশে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের ৯৪তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান চলাকালীন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবিন ব্লকের সামনে সংগঠিত হত্যার সঙ্গে জড়িত বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত চিকিৎসক, সিনিয়র স্টাফ নার্স ও কর্মচারীদের দক্ষতা ও শৃঙ্খলা অধ্যাদেশের ধারা ২ এর (ছ), (জ), (ঝ) ও (ঢ) অনুযায়ী সাময়িক বরখাস্ত (সাসপেন্ড) করা হলো। এতে আরও বলা হয়েছে, সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে দক্ষতা ও শৃঙ্খলা অধ্যাদেশের ১৪ ধারা অনুযায়ী উল্লিখিত চিকিৎসক, সিনিয়র স্টাফ নার্স ও কর্মচারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়মে বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হবেন। তবে, বিধি মোতাবেক তাদের চাকরি নিয়ন্ত্রিত হবে। এ আদেশ ২০২৫ সালের ৫ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে বলেও অফিস আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে।

ফের সচিবালয়ের সামনে অবস্থানে

সাব-ইন্সপেক্টরকে অব্যাহতি প্রদানের প্রতিবাদ এবং চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে আজকে দ্বিতীয় দিনের মতো শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করছি। আমাদের মধ্য থেকে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনির সাথে দেখা করি এবং আমাদের সাথে হওয়া বৈষম্যের বিষয়ে সার্বিক দিক তুলে ধরি। স্যার আমাদের সব কথা শুনে বলেন আমাদের বিষয়ে একদিন তিনি ভ্রান্ত ধারণা নিয়েছিলেন। তিনি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন, অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে উনি আমাদের বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং পুনরায় চাকরিতে পুনর্বহালের ব্যবস্থা করবেন। তিনি আমাদের কাছে একটু সময় চেয়েছেন। তিনি আরও বলেন, আমরা আগামী ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকবো। আমরা আশা করছি, এর মধ্যে আমাদের চাকরিতে পুনর্বহাল করা হবে। যদি আগামী ১২ জানুয়ারির মধ্যে আমরা সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা না পাই, তাহলে আমরা পরবর্তীতে কঠিন কর্মসূচি পালন করবো। এর আগে সকাল থেকে দ্বিতীয় দিনের মতো সচিবালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন অব্যাহতি পাওয়া এসআইরা।

শেখ হাসিনাসহ ১১ জনের

একটি ভয়ের সংস্কৃতি চালু করা হয়েছিল। হাজার হাজার মানুষকে সাদা পোশাকে কিংবা পোশাকধারী বিভিন্ন বাহিনী এসে তুলে নিয়ে যেত। এরপর তারা আর কোনোদিন ফিরে আসতো না, অধিকাংশই ফিরে আসেনি। কেউ কেউ ফিরে আসলেও তাদের সুনির্দিষ্ট কিছু মামলায় আটক দেখানো হয়েছে। আর কেউ স্বৈরশাসনের অবসানের পর 'আয়নাঘর' থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি বলেন, "গুমের সংস্কৃতির মাধ্যমে বছরের পর বছর ধরে মানুষকে নির্যাতন, হত্যাসহ তাদের সব ধরনের স্বাধীনতা বঞ্চিত করার যে অপরাধ, এটি আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত অপরাধ। সেই সঙ্গে এটি বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের আইনেও মানবতাবিরোধী অপরাধ। তাই আমরা পৃথক একটি মামলায় শেখ হাসিনাসহ ১১ জনের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন জানিয়েছিলাম। এরমধ্যে তার (শেখ হাসিনা) নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা তারিক আহমেদ সিদ্দিক, সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ ছাড়াও বিভিন্ন সংস্থার ১১ জন রয়েছেন। আদালত আবেদন মঞ্জুর করে ১১ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন।" তিনি আরো বলেন, "আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি এ মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য রয়েছে। ওই দিন আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে। আর যদি এরমধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে আসামিদের গ্রেপ্তারের অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা দিতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।" এর আগে গত ১৮ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গুমের অভিযোগ দায়ের করেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) নেতা মাইকেল চাকমা। এছাড়া, গত ২৫ সেপ্টেম্বর সোহেল রানা নামে সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবী আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ছয় মাস গুম করে রাখার অভিযোগ আনেন। এ ঘটনার সঙ্গে শেখ হাসিনাসহ পাঁচ জনের জড়িত থাকার অভিযোগ তোলেন।

জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র

হাসনাত আব্দুল্লাহ জানান, বিপ্লবের ঘোষণাপত্র ৫ আগস্ট হওয়া উচিত ছিল। এটি না হওয়ার কারণে স্বৈরাচারের দোসররা সক্রিয় রয়েছে। অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মানুষ ৭২-এর মুজিববাদের সংবিধানের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে। ৭২-এর সংবিধানের বিরুদ্ধে যেভাবে মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছিল, সেটাকে স্বীকৃতি দিতে জুলাই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হবে।

হাসনাত বলেন, এটা নির্দিষ্ট কোনো দলের প্রক্লেমেশন নয়। আমরা দীর্ঘদিন ধরে প্রতারিত জাতি। আর যেন প্রতারিত না হই এজন্য এই ইশতেহার ঘোষণা করা হবে। আমরা চাই যেখান থেকে এক দফা ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, সেখান থেকেই মুজিববাদের কবর রচনা করা হবে। এ নিয়ে সেদিন বিএনপির একাধিক নেতা নেতিবাচক বক্তব্য দিলে পরিস্থিতি পাল্টে যায়। ধোঁয়াশা তৈরি হয় ঘোষণাপত্র ঘোষণা নিয়ে। বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ আওয়ামী লীগ সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো কোটা সংস্কারের দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাক এলেও এখন তাদের নিয়ে শুরু করেছে টানাহেঁচড়া। প্রথমে আন্দোলনের ক্রেডিট নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি করেছে বিএনপি। এই সুযোগে পূর্ণাঙ্গ ক্রেডিট দিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি করেছে জামায়াত। দল গঠনসহ নানান ইস্যুতে বিএনপি সমালোচনা করলেও জামায়াত নীরব থেকেছে। এমনকি বিপ্লবের ঘোষণাপত্র ইস্যুতেও জামায়াত ছিল নীরব, কিন্তু বিরোধিতা করেছে বিএনপি। ঘোষণাপত্র দেবে সরকার : ৩০ ডিসেম্বর রাতে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা আসে, সব পক্ষের সমন্বয়ে তারাই এই ঘোষণাপত্র দেবেন। পরে ছাত্ররা শহীদ মিনারে 'মার্চ ফর ইউনিটি' কর্মসূচি পালন করলেও ঘোষণাপত্র দেননি। বরং তারা সরকারকে উদ্যোগ নেওয়ায় সাধুবাদ জানিয়ে ১৫ জানুয়ারির মধ্যে ঘোষণাপত্র দেওয়ার আলটিমেটাম দেন। সেদিন জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, 'আজ আমরা ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছি। আহত এবং নিহতদের রক্তের বিনিময়ে আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি সেটি একটি ঘোষণাপত্রে লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছিলাম। সরকার দেশের সব রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে আলোচনা করে সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যাদের অঙ্গহানি হয়েছে, নিহত হয়েছেন তাদের কথাগুলো যদি ঘোষণায় উল্লেখ না থাকে তাহলে জনতা সেটি ঘোষণা মেনে নেবে না। সমাবেশে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, অসংখ্য শহীদের বাবা-মা এখানে উপস্থিত হয়েছেন। তাদের সন্তানদের হত্যা করা হয়েছে। সরকারকে হুঁশিয়ারি দিতে চাই, বিচারের জন্য যদি আপনারা সক্রিয় হতে না পারেন তাহলে দেশের ছাত্র জনতা বিচার হাতে তুলে নেবে। আওয়ামী লীগকে বিচারের মাধ্যমে নিষিদ্ধের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। বাংলাদেশের মাটিতে খুনি হাসিনার বিচার না হওয়া পর্যন্ত মাঠ ছাড়বো না। লড়াই শুরু হয়েছে, লড়াই চলবে। ঘোষণাপত্র নিয়ে জনসচেতনতা : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতারা ৪ জানুয়ারি বাংলামোটরের কার্যালয়ে যৌথ সংবাদ সম্মেলন করে জুলাই ঘোষণাপত্র নিয়ে জনসচেতনতা তৈরির কর্মসূচি দেন। ৬ জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত সারাদেশে লিফলেট বিতরণ, সমাবেশ ও জনসংযোগ করবে তারা। সেদিন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'ঘোষণাপত্র নিয়ে সরকারের দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি নেই। অভ্যুত্থানে সব অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা প্রয়োজন। আমাদের আহ্বান থাকবে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকার শিগগিরই কাজ শুরু করবে। সরকারকে আমরা সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।' 'আমরা মানুষের কাছে ছুটে যেতে চাই। দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, পেশাজীবী মানুষের মাঝে জনসংযোগ চালাব। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি যৌথভাবে এই কাজটি করবে।' যোগ করেন হাসনাত আব্দুল্লাহ এ নিয়ে জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব ও ডাকসুর সাবেক সমাজসেবা সম্পাদক আক্তার হোসেন বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধকে ৭২-এর সংবিধানের পক্ষে চাল বানানোর চালাকির চেষ্টা করছেন কেউ কেউ। কিন্তু সত্য হলো বিদ্যমান সংবিধান মুক্তিযুদ্ধের সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের রক্ষাকবচ হতে পারেনি। এই সংবিধান আওয়ামী চেতনার মোড়কে আবৃত। অতি ক্ষমতায়ন প্রধানমন্ত্রীর অধিকারকে অনিবার্যভাবে স্বৈরাচারী হওয়ার সুযোগ দিয়ে রেখেছে। নাগরিক অধিকার সংকুচিত হয়ে আছে এতে। সিলগালা করে ফেলা হয়েছে এর প্রায় এক তৃতীয়াংশকেই। সুতরাং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং চব্বিশের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করতেই নতুন সংবিধান প্রয়োজন। এ জাতি এবার সুযোগ পেয়েছে, কোনোভাবেই এই সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না।' সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, জুলাই ঘোষণাপত্র নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দ্বিমত নেই। দৃষ্টিভঙ্গিগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। সেগুলো আমরা সমাধান করতে পেরেছি। তিনি বলেন, 'আমরা অপেক্ষা করেছিলাম সব পক্ষ যেন অংশগ্রহণের সুযোগ পান। সবাই যেন তাদের ভাষা প্রকাশ করতে পারেন। ৫ আগস্ট যেভাবে মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছিল তাদের ভাষা যেন ঘোষণাপত্রে থাকে। তাদের ন্যায্য যে অধিকার রয়েছে, যারা দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করেছেন তাদের ভাষা যেন ঘোষণাপত্রে থাকে সেটি নিশ্চিতে আমরা সবার সঙ্গে কথা বলেছি।' 'চারমাস অতিবাহিত হলো, সরকার গঠন হয়েছে। আমরা সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি যে, জনগণের কাছে তাদের একটা দায়বদ্ধতা রয়েছে, সেই দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে এবং আমরা জনগণকে একটি সমুন্নত জায়গায় আনার জন্য একটি উদ্যোগ গ্রহণ করি।'

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং পক্ষভুক্ত মানুষ যারা রয়েছেন এবং বাংলাদেশের মানুষের পক্ষ থেকে উদ্যোগটি আসার কথা ছিল, যখন জাতির সংকটকাল যাচ্ছিল, নিহত এবং আহতদের কোনো স্বীকৃতি বা ঘোষণাপত্র আসছিল না তখন এই সংকটকালীন মুহূর্তে আমরা সেই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছি। 'বাংলাদেশের সব মানুষ ঘোষণাপত্র নিয়ে ঐক্যবদ্ধ রয়েছেন। দৃষ্টিভঙ্গির জায়গা বা জনগণের ভাষা আরও কীভাবে তুলে আনা যায় সেই জায়গায় আমাদের কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে। বাহাত্তরে যেটা হয়েছিল... একদলীয় জায়গায় না গিয়ে.. বাংলাদেশের অনেক অংশের মানুষকে খারিজ করে একটা সংবিধান বানানো হয়েছিল। যেটা আমরা ৫৩ বছরে দেখেছিলাম একটা অকার্যকর জায়গায় পরিণত হয়েছে।' জুলাই ঘোষণাপত্র নিয়ে জাতীয় নাগরিক কমিটি এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন একযোগে জনসংযোগ, লিফলেট বিতরণসহ প্রান্তিক জনগণের কাছে প্রচার-প্রচারণা চালাবে বলেও জানান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ঘোষণাপত্র : বিপ্লবের ঘোষণাপত্র নিয়ে সরকারের কাজের অগ্রগতি বা প্রস্তুতি নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ বলেন, 'আমরা গত ৩০ ডিসেম্বর বলেছি, গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী সব রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনসহ সক্রিয় সব শক্তির সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটা ঘোষণাপত্র দেওয়া হবে। আমরা আমাদের অবস্থান থেকে সরিনি। আমরা সেটা করবো। এটির জন্য যে প্রস্তুতির কথা বলছেন, সেটি হলো রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা। এই আলোচনার জন্য আলাদা প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। রাজনৈতিক দলসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আমাদের নিয়মিতই যোগাযোগ থাকে।' কবে নাগাদ হতে পারে? এমন প্রশ্নের জবাবে ফয়েজ আহম্মদ বলেন, 'আমরা শিগগিরই করবো। এ বিষয়ে সরকার নিজেই আন্তরিক, সরকার সেটা করবে। ছাত্ররা যেটা চায় সেটা দেশের জন্য মঙ্গলের জন্য। সরকার যেটা চায়, সেটাও দেশের মঙ্গলের জন্য। দেশের মঙ্গলটা সবাই মিলে সম্মিলিতভাবে যেন হয়, সেজন্য যা যা করা দরকার সরকার করবে।' আলাপ-আলোচনা করে আগানোই সমীচীন : এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক সাবের আহমেদ চৌধুরী বলেন, 'ঘোষণাপত্রটা সরকার গঠনের প্রারম্ভে হলে সমীচীন হতো। যদিও সে সময় পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না। করে নাই। তবে এখানে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আগানোই সমীচীন। কারণ শেষ পর্যন্ত একটা সময় নির্বাচন হবে, রাজনৈতিক দলের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। সে সময় এটার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন প্রয়োজন হবে। এখন আলাপ-আলোচনা না করে করলে সেটার (ঘোষণাপত্র) দীর্ঘমেয়াদি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হবে। যার ফলে একটু সময় লাগলেও আলাপ-আলোচনা করে আগানোই সমীচীন।' এ নিয়ে বিএনপি নেতাদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে গেল ২৯ ডিসেম্বর এক অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেন, 'সংবিধানে খারাপ কিছু থাকলে তা বাতিলযোগ্য। এই সংবিধানকে সংশোধন বা পুনর্লিখন করা যাবে। তবে কবর দেওয়া হবে এভাবে বলা ঠিক নয়। এগুলো ফ্যাসিবাদের ভাষা।' নেওয়া হবে রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত : রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে এবং তাদের মতামত নিয়ে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্রের খসড়া তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। রোববার (৫ জানুয়ারি) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রেস সচিব এসব কথা বলেন। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্র প্রসঙ্গে শফিকুল আলম বলেন, ঘোষণাপত্রের খসড়া তৈরি বা এর ডেভেলপমেন্ট কতদূর, এ নিয়ে আমরা বেশকিছু ফোন কল পেয়েছি। আমরা শুধু এটুকু বলতে পারি, এটি নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে এবং সামনে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কথাবার্তা হবে। আমরা আশা করছি সামনে এর ডেভেলপমেন্ট দেখা যাবে। আমরা সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কবে নাগাদ আলোচনা শুরু হবে-জানতে চাইলে প্রেস সচিব বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার বিষয়ে এখনো দিনক্ষণ নির্ধারিত হয়নি।

শতভাগ আবাসনের দাবিতে ঢাবি

বিষয়ে জানি। কিন্তু কার্যপ্রণালি সম্পন্ন করে এগুলো নির্মাণ করতে চার-পাঁচ বছর সময় লেগে যাবে। তাহলে এখন যারা সিট পাইনি তারা কোথায় থাকবে! যেকোনও হল নির্মাণ একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সেটি উপেক্ষা করে তাৎক্ষণিক হল নির্মাণ করতে পারেন না। এই অবস্থায় আন্দোলনকারীদের অবস্থান জানতে চাইলে তিনি বলেন, সেটা অবশ্যই ঠিক। কিন্তু যারা সিট পাইনি তারা এতদিন কোথায় থাকবে? আর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন হলের সিট না পাওয়াদের বৃত্তি দেবে বলে জানিয়েছে। কিন্তু আমরা নিরাপত্তার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কোনও একটি ভবন ভাড়া নিয়ে অস্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করতে বলেছি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছে, সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী করা সম্ভব না। এই শিক্ষার্থী আরও বলেন, আমরা প্রয়োজনে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভবনে আমাদের জন্য অস্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করা যায় কিনা সে বিষয়ে কথা বললেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বাজেট সংকটের কথা বলে। আমাদের দাবি, বৃত্তির টাকা দিয়ে কোথাও অস্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করা হোক। আর দ্রুতই হলের নির্মাণ কাজ শুরু করতে হবে।

হাইকোর্টের এক বেঞ্চে চলছে

অধ্যায়ের সূচনা। বিচার বিভাগকে যুগোপযোগী, জনগণের হয়রানি কমানোসহ প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং বিচার বিভাগকে প্রভাবমুক্ত করতে প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের রোডম্যাপ ঘোষণা একটি নজিরবিহীন উদ্যোগ। এই রোডম্যাপের আলোকে এরইমধ্যে বিভিন্ন অগ্রগতি আইনজীবী সমাজসহ জনগণের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের নিজস্ব তত্ত্বাবধান ও উদ্ভাবনে ওই বেঞ্চের যাবতীয় কাগজপত্র অনলাইনে জমা দেওয়ার প্ল্যাটফর্ম এরইমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। চলতি বছর পর্যায়ক্রমে সুপ্রিম কোর্টের অন্য বেঞ্চগুলোতেও কাগজমুক্ত কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে প্রধান বিচারপতির। দীর্ঘ মেয়াদে দেশের নিম্ন আদালতগুলোতেও সম্পূর্ণ কাগজমুক্ত বিচারিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলাম এমন তথ্য জানিয়েছেন। প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ গত ১১ আগস্ট শপথ গ্রহণ করেন। প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর স্বচ্ছতা ও প্রাতিষ্ঠানিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে বিচার বিভাগের প্রতি মানুষের হারানো আস্থা ফিরিয়ে আনার প্রয়াস হিসেবে তিনি বিচার বিভাগ সংস্কারের রোডম্যাপ ঘোষণা করেন। গত ২১ সেপ্টেম্বর ঘোষিত ওই রোডম্যাপে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের অর্থপূর্ণ সংস্কার নিশ্চিত করতে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এরইমধ্যে বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা, উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগে স্বাধীন কাউন্সিল গঠন, অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি ও পদায়ন নীতিমালা প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ ঘোষিত রোডম্যাপের আলোকে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ও অন্যান্য পরিকল্পনাগুলোও বাস্তবায়নাধীন। বিশেষ করে, ই-জুডিসিয়ারি বাস্তবায়নে প্রধান বিচারপতি বদ্ধপরিকর। দেশের উচ্চ আদালত ও জেলা আদালতগুলোর বিচার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে ই-জুডিসিয়ারির আওতায় আনতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

ক্ষত কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা

মোহম্মদপুর, শাহবাগ ও মিরপুরসহ রাজধানীর বেশির ভাগ থানা। আলামত ও পুলিশের গাড়িসহ যাত্রাবাড়িতেই পোড়ানো হয় প্রায় অর্ধশত যানবাহন। যে ক্ষত এখন পূরণ হয়নি। স্থানীয়রা সেবা নিতে থানায় আসছেন, তবে পুলিশ সদস্যদের অস্বস্তি পুরোপুরি কাটেনি। অপরাধ দমনে শুরু হয়েছে নিয়মিত টহল। এখন প্রয়োজন জনগণের আস্থা অর্জন। পুলিশ সদর দপ্তরের মিডিয়া শাখার এআইজি ইনামুল হক সাগর বলেন, আমাদের যে ইউনিটগুলো রয়েছে সেখানে পুলিশকে অপারেশন করার কাজটি খুবই দ্রুততার সঙ্গে করেছি। এ ছাড়া গাড়ির যে সংকট ছিল ও ক্ষতিগ্রস্থ স্থাপনাগুলো প্রায়োরিটি অনুযায়ী সমাধান করা হয়েছে। যত চাপই আসুক পেশাদারত্ব বজায় রাখতে অতীতের মতো অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ না করার পরামর্শ নিরাপত্তা বিশ্লেষক জগলুল আহসানের। তিনি বলেন, জনতা এবং রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে পুলিশ বিচ্যুত হয়ে গেছে। রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হলে যে নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট সেটা ৫ আগস্টের ঘটনায় সব পুলিশ সদ্যদের বুঝা উচিত।

আজ রাতে লন্ডন যাচ্ছেন খালেদা

পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। খালেদা জিয়ার শারীরিক সুস্থতার জন্য দেশবাসী যে বিভিন্ন সময় দোয়া করেছেন, তার জন্য তিনি দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছে বলেও জানান বিএনপির এই নেতা। তিনি আরও বলেন, আগামীতে যাতে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থভাবে দেশে ফিরে আসতে পারেন তার জন্য ম্যাডাম দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন। তিনিও দেশবাসীর জন্য দোয়া করছেন। খালেদা জিয়ার লিভার ট্রান্সপ্লান্ট প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ডা. জাহিদ বলেন, ম্যাডামের যে বয়স এবং তাতে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট ইউনিটে যাওয়ার পর এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে, সেখানে (লন্ডন ক্লিনিকে) এই সুবিধা আছে। সুতরাং তারাই সিদ্ধান্ত নেবেন পরবর্তী চিকিৎসার বিষয়ে। তাই এই বিষয়ে এখন আমরা ভাসাভাসা কথা বলছি। কারণ আমরা জানি না কালকে সফরটা কেমন হবে। খালেদা জিয়াকে লন্ডনের যে হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে সেটি সবচেয়ে পুরানো, বিশ্বস্ত এবং আধুনিক সুবিধা সম্বলিত মাল্টিডিসিপ্লিনারি সেন্টার। সেখানে তাদের সব ধরনের ব্যবস্থা আছে। আমেরিকায় চিকিৎসা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, লন্ডন ক্লিনিকের চিকিৎসকরা যদি খালেদা জিয়ার আমেরিকায় চিকিৎসার সুপারিশ করেন কিংবা জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে যদি এমন চিকিৎসা না থাকে, যেটা ম্যাডামের প্রয়োজন তখন বিষয়টি আসবে।

সবচেয়ে বেশি করছাড় শেয়ারবাজারে

ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই হার ৪০ শতাংশ। শেয়ারবাজারে এভাবেই কর ছাড় দেয় এনবিআর। শেয়ারবাজারে বর্তমানে তালিকাভুক্ত কোম্পানির সংখ্যা ৩৬০। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বাংলাদেশকে ৪৭০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ দিচ্ছে। এই ঋণের অন্যতম শর্ত হলো বাংলাদেশকে কর অব্যাহতি সুবিধা কমাতে হবে। শর্ত অনুযায়ী, ২০২৭ সালের মধ্যে করছাড়ের সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে বাংলাদেশকে। আইএমএফের দেওয়া শর্তের পর নড়েচড়ে বসেছে এনবিআর। কোন কোন খাতে কী পরিমাণ কর অব্যাহতি সুবিধা রয়েছে এবং কোন কোন খাতে কর অব্যাহতি সুবিধা কমানো যায়এসব নিয়ে এনবিআর কাজ শুরু করেছে। তারই অংশ হিসেবে কর অব্যাহতিসংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। এ বিষয়ে এনবিআরের আয়কর বিভাগের সাবেক সদস্য সৈয়দ আমিনুল করিম বলেন, করছাড় অবশ্যই কমানো উচিত। দীর্ঘদিন ধরে যে পরিমাণ কর ছাড় দেওয়া হচ্ছে, তা বিনিয়োগে যতটা উৎসাহ দেবে বলে ভাবা হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত সেটি হয়নি। শুধু করছাড়ই বিনিয়োগের মুখ্য নিয়ামক নয়। এ কারণে কর ছাড় দিয়েও আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। এনবিআরের প্রতিবেদনে ২০২১-২২ অর্থবছরে করপোরেট করছাড়ে শীর্ষ পাঁচটি খাত চিহ্নিত করা হয়েছে। তার মধ্যে শেয়ারবাজারের পরের অবস্থানে রয়েছে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ও সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠান বছরে ১১ হাজার ১৩৪ কোটি টাকার কর ছাড় পায়। তৃতীয় স্থানে আছে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের কোম্পানি। এসব কোম্পানিকে বছরে ৭ হাজার ৬১১ কোটি টাকার করছাড়ের সুবিধা দেওয়া হয়। তালিকায় চতুর্থ স্থানে আছে তৈরি পোশাক খাত। এ খাতে বছরে করছাড়ের পরিমাণ ৪ হাজার ৬৪৭ কোটি টাকা। আর পঞ্চম স্থানে থাকা তথ্যপ্রযুক্তি ও হাইটেক পার্কের কোম্পানিগুলোকে বছরে কর ছাড় দেওয়া হয় ৪ হাজার ২২ কোটি টাকার। এনবিআরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরে করপোরেট কর ও ব্যক্তিশ্রেণির আয়করে সব মিলিয়ে ১ লাখ ১৫ হাজার ৫৬ কোটি টাকার ছাড় দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে করপোরেট করে ৭১ হাজার ৩৯৪ কোটি টাকা এবং ব্যক্তিশ্রেণির করে ৪৩ হাজার ৬৬২ কোটি টাকার ছাড় দেওয়া হয়। ওই বছর যদি এই কর ছাড় দেওয়া না হতো, তাহলে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির আকার প্রায় ৩ শতাংশ বাড়ত বলে মনে করে এনবিআর। এ ছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছরের আয়করে কত ছাড় দেওয়া হয়েছিল, সেই প্রতিবেদনও তৈরি করেছে এনবিআর। ওই বছর করছাড়ের পরিমাণ ছিল ১ লাখ ২৫ হাজার ৮১৩ কোটি টাকা। সেই হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে করছাড়ের পরিমাণ প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা কমেছে। আয়করে কত ছাড় : ব্যক্তিশ্রেণির আয়করে সবচেয়ে বেশি ছাড় দেওয়া হয় প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়ে । এ খাতে ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রায় ১১ হাজার ৭০৯ কোটি টাকা ছাড় দেওয়া হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন খাতে বেতনের বিপরীতে ওই বছর কর ছাড় দেওয়া হয় ৫ হাজার ১০ কোটি টাকার। এ ছাড়া পোলট্রি ও মাছের চাষের বিপরীতে ব্যক্তি করদাতাদের ২ হাজার ৪১৪ কোটি টাকা এবং শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের বিপরীতে ৯৬৫ কোটি টাকার কর ছাড় দেওয়া হয়েছে।

বড় হচ্ছে কেক-পেস্ট্রির বাজার

সালে ডগলাস জে এ কুপার ও তার বাংলাদেশি স্ত্রী সুফিয়া কুপার ঢাকার কলাবাগানে এক হাজার বর্গফুটের একটি কারখানা স্থাপন করে কুপার্সের যাত্রা শুরু করেন। ব্র্যান্ডটির বিপণন প্রধান রাকিবুর রহমান বলেন, 'আমরাই বাংলাদেশে প্রথম আধুনিক কেক, পেস্ট্রির দোকান চালু করি। বাংলাদেশে কেকের বাজার দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। বর্তমানে ঢাকা ও চট্টগ্রামজুড়ে আমাদের প্রায় ৫০টি আউটলেট আছে, যেখানে ৫০০'র বেশি মানুষ কাজ করছে।' 'তবে চলমান অর্থনৈতিক সংকটের কারণে ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে বিক্রি কিছুটা কম। তবু আশা করছি নতুন বছরে আমরা আরও বেশি বিক্রি করতে পারব।' বলেন রাকিবুর রহমান। বাজারের প্রায় ২০ শতাংশ টেস্টি ট্রিটের দখলে : কেক ও পেস্ট্রি বাজারের অন্যতম পরিচিত নাম টেস্টি ট্রিট। ২০১৪ সালে চালু হওয়া টেস্টি ট্রিটের বর্তমানে সারাদেশে ৪২৭টি শাখা আছে, যেখানে প্রায় দুই হাজার কর্মী কাজ করেন। টেস্টি ট্রিটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্র্যান্ড ম্যানেজার আরিফ মাহমুদ শাওন বলেন, 'বাংলাদেশে কেক ও পেস্ট্রির বর্তমান বাজার প্রায় ৭৫০ কোটি টাকার। দেশের মোট বাজারের প্রায় ২০ শতাংশ টেস্টি ট্রিটের দখলে। সারা বছরই আমাদের কেকের চাহিদা থাকে। তবে শীতের সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠান থাকায় এই সময় আমাদের কেকের অর্ডার বেশি থাকে। এছাড়া ফেব্রুয়ারি মাসে ভালোবাসা দিবসে অনেক কেক বিক্রি হয়।' 'আমাদের সাধারণ দিনে যে পরিমাণ কেক বিক্রি হয় তার চেয়ে ডিসেম্বরের শেষ থেকে জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে পাঁচ গুণ বেশি বিক্রি হয়। গত ৩১ ডিসেম্বর ও ১ জানুয়ারি আমরা আমাদের ক্যাপাসিটির চেয়ে বেশি কেক সাপ্লাই দিয়েছি।' বলছিলেন আরিফ মাহমুদ শাওন। প্রবৃদ্ধি বাড়ছে মিঠাইয়ের : কেক ও পেস্ট্রি বাজারে আরেক সুপরিচিত নাম মিঠাই। ২০১৫ সালে যাত্রা শুরুর পর শুরুতে মিষ্টির ব্যবসার দিকে মনোযোগ দিলেও এখন মিষ্টির পাশাপাশি কেক ও পেস্ট্রি বাজারেও বেশ সফলতার সঙ্গে ব্যবসা করছে মিঠাই। রাজধানীর মিরপুর-১০ নম্বর সেকশনে মিঠাই'র আউটলেটে গিয়ে দেখা যায়, ব্যস্ত সময় পার করছেন বিক্রেতারা। ব্র্যাঞ্চটির শিফট ইনচার্জ কাওসার আহমেদ বলেন, 'এক সপ্তাহ ধরে আমাদের প্রচুর কেক সেল হচ্ছে। বিশেষ করে নিউ ইয়ার উপলক্ষে কেকের চাপ বেশি ছিল। যেমন- আজ সকাল থেকে ১৫টা কেক সেল হয়েছে। আমাদের বেস্ট সেলিং কেক হচ্ছে চকলেট ব্ল্যাক ফরেস্ট।' মিঠাই'র অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্র্যান্ড ম্যানেজার মাসুম বিল্লাহ বলেন, 'মিঠাইকে মানুষ আসলে মিষ্টি হিসেবে চেনে। তবে বর্তমানে কেক বিক্রিতে আমাদের প্রবৃদ্ধি প্রায় ২০ শতাংশ। কেক ও পেস্ট্রি বাজারে আমাদের মার্কেট শেয়ার প্রায় ছয় শতাংশ। আমাদের লক্ষ্য এটি ১৫ শতাংশে উন্নীত করা। গত ছয় মাসে আমাদের কেক বিক্রি প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। কারণ আমাদের কেকের টেস্ট ও মান দুটোই উন্নত করতে পেরেছি।' 'বর্তমানে আমাদের প্রায় ২০০ আউটলেট আছে, যেখানে ৮০০ কর্মী কাজ করেন। আগামী জুনের মধ্যে আরও ৫০টি আউটলেট চালু করতে চাই। আগামী দুই বছরে আউটলেট সংখ্যা ৫০০তে উন্নীত করতে কাজ করছি। আমরা সব আউটলেটে পর্যাপ্ত পরিমাণে কেক সাপ্লাই দিচ্ছি, যাতে শর্টেজ না হয়। সুইট শপ থেকে সুইট অ্যান্ড বেকারির দিকে ব্যবসাটা প্রসারিত করতে চাচ্ছি।' বলছিলেন মাসুম বিল্লাহ। মিরপুর-১৩ রাকিন সিটি সংলগ্ন ওয়েল ফুড আউটলেট ঘুরে দেখা যায়, সেখানে বিভিন্ন ফ্লেভারের কেক সাজানো আছে। ব্র্যাঞ্চটির সেলস ম্যানেজার রাফি বলেন, 'আমাদের ব্র্যাঞ্চটা সুপারশপের সঙ্গে হওয়ায় তেমন একটা সেল হয় না। তবে নতুন বছর উপলক্ষে গত কয়েকদিন মোটামুটি সেল ছিল। এখন এভারেজ চলছে।' কেক-পেস্ট্রির দোকান বাড়ছে : সারাদেশে প্রতিনিয়ত কেক ও পেস্ট্রির দোকান বেড়েই চলছে। প্রতিদিন নতুন নতুন দোকান চালু হচ্ছে। দুই বছর আগেও পান্থপথের মতো ব্যস্ত এলাকায় ১২ থেকে ১৫টি কেক ও পেস্ট্রির দোকান ছিল, যা এখন ২৫-৩০টি। বেকারি ব্র্যান্ড ব্রেড অ্যান্ড বিয়ন্ডের পান্থপথ শাখার একজন বিক্রয় কর্মী জানান, গত ২৯ ডিসেম্বর কেবল এই শাখা থেকেই ৪০টি কেক বিক্রি হয়েছে। ব্রেড অ্যান্ড বিয়ন্ডের একজন ক্রেতার সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, 'প্রতি বছর এই সময়ে আমি প্রায় প্রতিদিনই এখান থেকে কেক কিনি। বাচ্চার বন্ধুদের জন্মদিন, কোথাও বেড়াতে গেলে অথবা কোনো সেলিব্রেশনে কেক ছাড়া তো চলেই না।' 'কেক ছাড়া কোনো উৎসব পালন করা এখন প্রায় অকল্পনীয় ব্যাপার। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনজনের সঙ্গে সুন্দর মুহূর্তগুলো আরও বেশি স্পেশাল করতে কেকের কোনো তুলনা নেই', বলছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নাজিফা তাসনিম। সাধারণত ৫০০ গ্রাম ওজনের একটি কেক ৮০০ থেকে এক হাজার ৫০০ টাকায় বিক্রি হয়। কিন্তু গ্রাহকের চাহিদা মতো কাস্টমাইজড কেক হলে দাম শুরু হয় দুই হাজার টাকা থেকে। বছরের শেষ দিন (৩১ ডিসেম্বর), প্রথম দিন (১ জানুয়ারি) এবং ভালোবাসা দিবসে সবচেয়ে বেশি কেক বিক্রি হয়। লাইভ বেকারি ও অনলাইনেও কেক বিক্রি : বর্তমানে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে লাইভ বেকারির প্রচলন শুরু হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন ধরনের বেকারি আইটেম পাওয়া যায়। সেখানে বিভিন্ন দামের কেক পাওয়া যায়। তবে সেগুলো বেকারি বা পিস কেক। এছাড়া ফেসবুকভিত্তিক বিভিন্ন পেজে সহজেই ঘরের তৈরি কেক অর্ডার করা যায় এবং এর মাধ্যমে অনেক নারী উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে। এমনই একজন নারী উদ্যোক্তা সুমনা আক্তার। কাজ করছেন মিরপুরের বর্ধিত পল্লবী এলাকা থেকে। রান্নাবান্নার প্রতি বরাবরই আগ্রহ ছিলো তার। বেকারি আইটেমও ভালো বানাতে পারেন। উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে ওঠেন করোনা মহামারির সময়। সুমনা আক্তার বলেন, '২০২০ সালে আমার যাত্রা শুরু হয় কেক নিয়ে। প্রথমে আত্মীয়-স্বজনদের কেক খাওয়াই। তাদের সবার উৎসাহে ফেসবুকে সুমনা'স ফুড নামে পেজ খুলি এবং আশেপাশে সবাইকে জানাই আমার উদ্যোগের কথা। আর এভাবে আমার কেক নিয়ে কাজের শুরু। আলহামদুলিল্লাহ এরপর আর পিছে তাকাতে হয়নি।' বিভিন্ন ফ্লাভারের কেক, কাপ কেক, পাউন্ড কেক, কাস্টমাইজড কেক নিয়ে কাজ করছেন সুমনা আক্তার। তাছাড়া ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ীও কেক তৈরি করে দেন। এক পাউন্ড ভেনিলা কেকের দাম ৭০০ টাকা, চকলেট কেক ৮০০ টাকা। তাছাড়া কেকের ধরন অনুযায়ী দাম নির্ধারণ করা হয়। কেকের পাশাপাশি সব ধরনের খাবার নিয়েও কাজ করছেন তিনি। ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রডাকশন লেভেল ৩ সার্টিফিকেট পেয়েছেন। আরেকজন নারী উদ্যোক্তা লাইলা ফারহানা। তিনি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে থাকেন। ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে করোনা মহামারির সময় তিনি তার কেকের ব্যবসা শুরু করেন। লাইলা ফারহানা বলেন, "বেকারি নিয়ে কাজ করব এরকম চিন্তা ছিল না। শুরুতে রান্নাবান্না নিয়ে কাজ করব এরকম চিন্তা ছিল। তখন অনলাইনে একজন শেফের ক্লাস করলাম, শিখলাম, ভালো লাগল। তারপর ধীরে ধীরে কেকের ওপর বেশি আগ্রহ তৈরি হলো। এরপর একটি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে কেক বানানোর ওপর ফুল কোর্স করলাম, পরীক্ষা দিলাম। এখন ফেসবুকে 'রান্না বিলাস' নামে একটি পেজের মাধ্যমে কেক বিক্রি করছি। অফলাইনেও বিক্রি করি।" 'আমার উদ্যোগটা ভালোভাবে প্রচার করতে পারিনি। পরিচিত যারা আছেন তাদের মাধ্যমেই রিপিট কাস্টমার আসে। ৫০০ গ্রাম থেকে চার কেজি পর্যন্ত যে কোনো ফ্লেভারের কেক পাওয়া যায়। ৫০০ গ্রাম ওজনের ভ্যানিলা ফ্লেভারের কেক ৭৫০ টাকা, চকলেট ফ্লেভারের কেক ৮৫০ টাকা থেকে শুরু। এছাড়া কাস্টমাইজ করার সুযোগ আছে, তখন খরচ একটু বাড়বে। আমার এখানে চকলেট, বাটারস্কচ বেশি চলে।' বলছিলেন লাইলা ফারহানা।

এ বছরই ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট

গেছে। আমাদের মিডিয়া সত্যিটা প্রকাশ করলে আমাদের জন্য অ্যাকশন নিতে সুবিধা হয়। তাই আমিও যদি কোনো দুর্নীতি করি তা আপনারা প্রকাশ করে দেন। কিন্তু সত্যিটা প্রকাশ করেন। বলে দেন ওই জায়গায় টাকা খেয়েছি, লিখে দেন। আমার কোনো আপত্তি থাকবে না। ৩২১ এসআই এর সচিবালয়ে অবস্থান নেয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, পুলিশ নিয়োগ, এসআই নিয়োগে আমরা কোনো সুপারিশ করিনি, এটা কেউ বলতে পারবে না। তিনি বলেন, পুলিশ একাডেমি থেকে শৃঙ্খলাজনিত কারণে যদি কেউ আউট হয় তাদের আর নেওয়া হয় না। এটা শুধু আমাদের পুলিশ একাডেমি বলে নয়। বাংলাদেশের রাজশাহী সারদা পুলিশ একাডেমি পুরো এশিয়ার মধ্যে খুবই নামকরা। তাদেরকে শৃঙ্খলাজনিত কারণে বের করা হয়েছে সেটা যে সত্যি তার বড় প্রমাণ হচ্ছে তারা সচিবালয় এসে বিশৃঙ্খলা করছেন। তারা যদি শৃঙ্খলই হতেন তাহলে তো তারা সঠিকভাবে বিষয়টা জানাতে পারতেন, তার আইজিপির কাছে যেতে পারতেন, কিন্তু যাননি। পুলিশ একাডেমি যদি সঠিকভাবে তাদের আউট না করতো তাহলে সেটা লিখিতভাবে আইজিপিকে জানাতো। তারা সেটা করেননি, এটা তো ঠিক না। এটাই তো প্রমাণ করে তারা উচ্ছৃঙ্খল ছিল। পুলিশ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। পুলিশ একাডেমি শৃঙ্খল জায়গা। সেখানে অশৃঙ্খল কিছু করতে পারবেন না। লিবিয়াতে আটকে থাকা বাংলাদেশিদের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ভুক্তভোগীরা যদি আমাদের কাছে আসে তাহলে অবশ্যই আমরা অ্যাকশন নেব। যারা এসব করছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কোনো ভুক্তভোগী যদি থাকে তাহলে তাদের আমাদের কাছে পাঠান। তারাই আমাদের রত্ন, বড় সম্পদ উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, যারা লিবিয়াতে গিয়ে আটকা আছেন তাদের ফিরিয়ে আনতে আমাদের পক্ষ থেকে যতটা করা সম্ভব করবো। এ জন্য আমাদের সুনির্দিষ্ট তথ্য দরকার। লিবিয়ায় যারা আটকা তারা আমাদের সম্পদ। অনেক কষ্ট করে তারা দেশে অর্থ পাঠাচ্ছেন।

টেকনাফে একের পর এক অপহরণের বিষয়ে তিনি বলেন, আমি যেদিন গিয়েছিলাম সেদিনও ১৮ জন অপহৃত হয়েছিল। পরে সবাই উদ্ধার হয়েছে। সেখানে শুধু অপহরণকারী চক্র না, প্রচুর মাদক আসছে মিয়ানমার থেকে। তাই টেকনাফে যেমন অপহরণ হয়েছে, আবার সবাইকে উদ্ধারও করা হয়েছে। সবাই বর্ডারের অবস্থা জানেন। আমাদের টেকনাফ বর্ডারের মিয়ানমারের অংশ আরাকান আর্মির দখলে চলে গেছে। সেখানে মিয়ানমার সরকারের কোনো আইনশৃঙ্খলা নাই। এখন আমাদের মিয়ানমার সরকার ও আরাকান আর্মির সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতে হচ্ছে।এখন তো বসার অবস্থাও নেই। মিয়ানমার সরকারের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের তো কেউ নেই, যে বসবে। আবার আরকান আর্মিও কিন্তু এখনো অথরাইজ না। এখনো অফিসিয়ালি মিয়ানমার সরকারকেই বৈধ সরকার বলছি, এটা তো সমস্যা। আমাদের লক্ষ্য আমাদের নিজস্ব বর্ডার সিকিউরিটি। তাই দুপক্ষের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখছি। বর্ডার যেন শান্ত থাকে সে জন্য সজাগ আছি। আমাদের বর্ডার পুরোপুরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে। এ সময় ঢাকায় ছিনতাই বেড়ে গেছে বলেও স্বীকার করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন হওয়ার

জনপ্রতিনিধিদের কার্যক্রমের বিষয়ে অভিযোগ দেওয়া ও তার প্রতিকারের ব্যবস্থাও থাকতে হবে। এছাড়া প্রতিবছর শেষে জনপ্রতিনিধির কাজের মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে, যা একটি নীতিমালার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে স্কুল-কলেজের শিক্ষক বা চাকরিজীবীদের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের নির্বাচনে সুযোগ দিলে তাদের আর্থিক সমস্যা কিছুটা হলেও লাঘব হবে এবং এটা পার্ট টাইম হিসেবে তারা করতে পারবেন। তোফায়েল আহমেদ বলেন, জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন করার সুপারিশ বেশি আসছে। আমাদের কাছে সুপারিশ আসছে আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন করার জন্য। মানুষ বলছে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি না থাকায় তারা কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছেন না। একটা শূন্যতা তৈরি হয়েছে। এ শূন্যতা দূরীকরণের জন্য তারা আগে স্থানীয় নির্বাচন চাচ্ছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন আগে নাকি জাতীয় নির্বাচন আগে এ নিয়ে স্থানীয় লোকদের মতামত আগে নিতে হবে। এক্ষেত্রে একইভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর স্থানীয় পর্যায়ের নেতাদেরও মতামত একই। তিনি বলেন, পৌরসভার অবস্থা ভালো না। অনেকের বেতন বাকি। এগুলো বিলুপ্ত করা যায় কি না দেখতে হবে। পৌরসভাগুলোকে ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে একীভূত করা যায় কি না সেটাও সংস্কার কমিশন ভাবছে। এ স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ বলেন, স্থানীয় সরকার নারী প্রতিনিধিরা নানাভাবে বঞ্চিত। কথা বলারও সুযোগ পান না। কাজের ক্ষেত্রও কম। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদেরও গুরুত্ব দিতে হবে। নারী আসনে নির্বাচন ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে হতে পারে। এছাড়া বাজেট সংকটের কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা কিছু সামাজিক বাস্তবতার মুখোমুখি হন। নির্বাচন নির্দলীয় ও জাতীয় নির্বাচনের আদলে করা হলে এ সংস্কৃতির কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে। স্থানীয় সরকারে পার্বত্য জেলাগুলোর ভূমিকা নিয়ে সংস্কারের প্রস্তাব নিয়ে ভাবছে কমিশন। তিনি আরও বলেন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ও দায়িত্ব পরিষ্কার করতে আধুনিক ও সমন্বিত আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। যেহেতু স্থানীয় সরকার নির্বাচন আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন। তাই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সব নির্বাচন আয়োজনের বিষয়টি সরাসরি নির্বাচন কমিশনের অধীনে ন্যস্ত করা যেতে পারে। এছাড়া স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। জনপ্রতিনিধিরা যাতে স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে না পারে, সেজন্য এদের কার্যক্রম মনিটরিং বা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বডি রাখা যেতে পারে। স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করা যেতে পারে। ড. তোফায়েল আহমেদ আরও বলেন, স্থানীয় সরকার কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কার্যকরী ভূমিকা নিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কমানো জরুরি। পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি বিভাগ ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে হবে। এছাড়া দলীয় সরকারের পরিবর্তে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা নির্দলীয় সরকার বা নির্বাচনকালীন যে সরকার থাকে তাদের অধীনে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনে নির্বাচনকালীন যে সরকার দায়িত্বপালন করবে তার মেয়াদও বাড়ানো যেতে পারে। তিনি বলেন, সংরক্ষিত নারী ওয়ার্ড সদস্য, পৌরসভা ও সিটি করপরোশনের সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর এবং উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানদের কার্যকর ভূমিকা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। 'না' ভোটের বিধান যুক্ত করতে হবে। 'না' ভোটের পরিমাণ বেশি হলে পুনরায় তফসিল ঘোষণা করতে হবে।

বিদেশে বাংলাদেশ নিয়ে প্রচার করতে

মধ্যে ১০০টির বেশি স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের মালিকানাধীন, বাকি কারখানাগুলো বেশিরভাগ যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত। এ কারখানাগুলোর মধ্যে ৫২ শতাংশ তৈরি পোশাক, টেক্সটাইল এবং গার্মেন্টস আনুষঙ্গিক সামগ্রী উৎপাদন করে। বাকি কারখানাগুলো বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদন করে, যেমন কফিন ও খেলনা। মেজর জেনারেল জিয়া প্রধান উপদেষ্টাকে বিনিয়োগকারীদের কয়েকটি চাহিদার কথা জানান, যার মধ্যে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, বেপজা এলাকায় বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধা, চট্টগ্রাম-সাংহাই সরাসরি বিমান যোগাযোগ এবং সাংহাই শহরে ভিসা কাউন্সিলর সেবা। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূস কর্তৃপক্ষকে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাবনা অনুসন্ধান করতে এবং গ্যাস অনুসন্ধান ও বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়নে কাজ করতে নির্দেশ দেন। তিনি আরও বলেন, প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে শক্তি আমদানি করে বাংলাদেশ লাভবান হতে পারে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখতে। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুতফে সিদ্দিকী যিনি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন, লক্ষ্যভিত্তিক অর্থনৈতিক কূটনীতির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, বিদ্যমান বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো থেকে শিল্পগুলোকে আরও বেশি বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য একটি সমন্বিত বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের কাজ করবে সরকার। বিডার চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী বলেন, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করা উচিত। তিনি বলেন, আমাদের উচিত বেপজা ও বেজাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা এবং সেখানে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধাগুলো বিশ্বজুড়ে প্রচার করা, যাতে আরও বিনিয়োগ আসে। সভায় প্রধান উপদেষ্টার প্রধান সচিব মো. সিরাজ উদ্দিন মিয়া উপস্থিত ছিলেন।

রাঙামাটি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি নিয়োগের দাবিতে আলটিমেটাম

স্টাফ রিপোর্টার : রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবিপ্রবি) দ্রুততম সময়ের মধ্যে ভিসি নিয়োগের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে অবস্থান কর্মসূচি করেছেন শিক্ষার্থীরা। গতকাল সোমবার দুপুরে বনরূপায় রাঙামাটি-চট্টগ্রাম সড়ক অবরোধ করে এই কর্মসূচি পালন করেন তারা। এ সময় এই সড়কে সকল যান চলাচল বন্ধ ছিল। দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ মানুষ। অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন রাবিপ্রবির শিক্ষার্থী জসিম উদ্দিন, মীর মাহমুদুল হক, শাহবাজ, মেহেরিন নিগার রিমি। শিক্ষার্থীরা বলেন, গত ১৮ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি পদত্যাগ করার পর এখন পর্যন্ত নতুন ভিসি নিয়োগ দেওয়া হয়নি। ফলে প্রশাসনিক ও শ্রেণি কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এসব কারণে সেশনজটে শিক্ষার্থীরা। তাই আগামীকাল বুধবারের মধ্যে ভিসি নিয়োগের আশ্বাস না দেওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে। এ সময় শিক্ষা উপদেষ্টার আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত সড়ক না ছাড়ার ঘোষণা দেন তারা। আন্দোলন বেলা ১১টায় শুরু হয়ে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত চলে। এ সময় সড়কের দুই পাশে যানবাহন আটকা পড়ে। ভোগান্তিতে পড়েন দূরদূরান্তের যাত্রী ও সাধারণ মানুষ। পরে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় বসলে সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। এরপর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। শিক্ষার্থী মীর মাহমুদুল হক বলেন, আজকের (সোমবার) কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে। আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ভিসি নিয়োগ না হলে বৃহস্পতিবার আবারও রাঙামাটিতে সড়ক অবরোধ করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেস্ট্রি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট সায়েন্সের চেয়ারম্যান ও জরুরি প্রশাসনিক-আর্থিক ও অ্যাকাডেমিক কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ড. নিখিল চাকমা জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি দরকার।

সারাদেশে গ্যাস সংকট

অব্যাহত থাকবে। ফলে বিদ্যুৎখাতে দৈনিক প্রায় ১৫০ থেকে ১৮০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ হ্রাস পাবে। এছাড়া অন্য খাতগুলোতে দৈনিক প্রায় ৫০-৭০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ হ্রাস পাওয়ার কারণে দেশের কোনো কোনো এলাকায় গ্যাসের স্বল্প চাপ বিরাজ করবে বলেও জানানো হয়। তবে এফএসআরইউ চালু হলেও পাইপলাইনের মাধ্যমে সারাদেশে গ্যাস পৌঁছাতে আরও কিছুটা সময় লাগবে এবং সেই সময় পর্যন্ত ভোগান্তি সহসাই কমছে না বলে জানিয়েছে পেট্রোবাংলার একটি সূত্র। দেশের বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্র থেকে নিয়মিত গ্যাস উৎপাদনের পর তা প্রক্রিয়াজাত করে জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনে সরবরাহ করা হয়। গ্যাসক্ষেত্র থেকে উত্তোলনের সময় গ্যাসের চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে (পিএসআই) থাকে চার হাজারের মতো। এ চাপের ওপর নির্ভর করে গ্যাসের প্রবাহ। জাতীয় পাইপলাইনে শুরুতে এক হাজার চাপে গ্যাস সরবরাহ করা হয়। এরপর ধাপে ধাপে এটির চাপ আরও কমানো হয়। গ্রাহক পর্যায়ে চাহিদা বুঝে গ্যাসের চাপ বজায় রাখার কাজটি করে গ্যাস বিতরণ সংস্থাগুলো। আবাসিক খাতে সাধারণত পাঁচ পিএসআই রাখা হয়। তবে সংকট থাকায় এটি আরও কমে এসেছে। এজন্য দিনের বেলা গ্যাসের অভাবে চুলা জ্বালানো দায় হয়ে পড়েছে। তিতাস গ্যাসের অপারেশন ডিভিশনের মহাব্যবস্থাপক প্রকৌশলী কাজী মোহাম্মদ সাইদুল হাসান বলেন, গ্যাসের সাপ্লাই কম। আমরা গ্যাস কম পাচ্ছি। এজন্য ঠিকভাবে সরবরাহ করা যাচ্ছে না। দিনে ১৯৬০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস হলে আমরা ভালোভাবে চলতে পারি, কিন্তু আমাদের দেওয়া হচ্ছে ১৫০০ মিলিয়নের মতো। এজন্য এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কবে নাগাদ এই সংকট কাটতে পারে- জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে পেট্রোবাংলা বলতে পারবে। আমরা গ্যাস পেলে ডিস্ট্রিবিউশন করবো। পেট্রোবাংলার মহাব্যবস্থাপক (উৎপাদন ও বিপণন) মো. ইমাম উদ্দিন শেখ বলেন, শীতকালে এমনিতেই গ্যাসের চাপ কিছুটা কম থাকে। মেরামতের জন্য একটি এফএসআরইউ বন্ধ থাকার কারণে সংকট তৈরি হয়েছে। এটি চালু করা হয়েছে। শিগগির পরিস্থিতির উন্নতি হবে। এলএনজি টার্মিনাল মহেশখালীতে, গ্যাস সাপ্লাই শুরু হলেও পাইপলাইনের মাধ্যমে সারাদেশে পৌঁছাতে একটু সময় লাগে। এজন্য একটু দেরি হচ্ছে। আশা করছি গ্যাসের সরবরাহ দ্রুত স্বাভাবিক হবে। তবে দ্রুতই সংকটের স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন বলে মনে করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সাবেক অধ্যাপক জ্বালানি ও টেকসই উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ ড. ইজাজ হোসেন। তিনি বলেন, আমাদের দিন আনি দিন খাই অবস্থা। কিছুদিন পর পর একটা এফএসআরইউ বন্ধ হলে সংকট শুরু হয়ে যায়। সবকিছু স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলেও আমাদের ২৫ শতাংশ ঘাটতি থাকে। এখন মেরামত বা অন্য কোনো কারণে একটি এফএসআরইউ বন্ধ হলে সংকট তো হবেই। 'এগুলোর একটি স্থায়ী সমাধান দরকার। এটি অত্যাবশ্যকীয় হয়ে গেছে। দুটির পাশাপাশি আমাদের আরও একটি এফএসআরইউ প্রয়োজন, যেন কোনো সমস্যা হলে সেটি দিয়ে সরবরাহ চালিয়ে নেওয়া যায়'- যোগ করেন এ জ্বালানি বিশেষজ্ঞ।

গাজীপুরের চকপাড়া ফাঁড়ির এসআই

মৃধা মাওনা (চকপাড়া) পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। জানা গেছে, শুক্রবার মোবাইল ব্যবসায়ী সবুজ সরকারকে শ্রীপুরের নয়নপুর (ধনুয়া) হানু মার্কেট এলাকা থেকে আটক করেন। পরে তার সঙ্গে থাকা টাকার ব্যাগ হাতিয়ে নেন ওই এসআই। ফেসবুকে হাতকড়াসহ ছবি পোস্ট করার পর তার কাছ থেকে নেওয়া টাকা পুলিশ ফিরিয়ে দিয়েছেন বলেও দাবি করেছেন ভুক্তভোগী। সবুজ সরকার দাবি করেন, গত শুক্রবার হানু মার্কেট এলাকা থেকে তাকে আটক করেন মাওনা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (এসআই) কুদ্দুস মৃধা। আটকের পর তাকে হাতকড়া পরিয়ে পুলিশ ফাঁড়ির পাশের একটি লোহার পাইপের সঙ্গে আটকে রাখেন। আটক করে তার কাছ থেকে দুই লাখ টাকা হাতিয়ে নেন। এরপর আটক থাকা অবস্থায় তিনি সেলফি তুলে রাখেন। টাকা নেওয়ার পর ওই পুলিশ সদস্য তাকে ছেড়ে দেন। তিনি জানান, তার বিরুদ্ধে কোনও মামলা নেই। পারিবারিক জমি নিয়ে এক স্বজনের সঙ্গে বিরোধের জেরে তাকে হয়রানি করে টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে পুলিশের ওই এসআই। অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তা কুদ্দুস বলেন, টাকা নেওয়ার বিষয়টি সত্য নয়। জমি সংক্রান্ত বিরোধে দুটি পক্ষ সড়কের ওপর সংঘর্ষে জড়ায়। পুলিশ সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সবুজ সরকারকে আটক করে। পরে অবশ্য তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে তাকে আটক করে কোনও টাকা নেওয়া হয়নি। পুলিশকে বিপাকে ফেলতে অহেতুক অভিযোগ তোলা হচ্ছে।

নারায়ণগঞ্জে তরুণীর গলাকাটা লাশ

ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। এ সময় লাশের পাশ থেকে একটি ছুরি উদ্ধার করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, গত রাতে দুর্বৃত্তরা ঘটনাস্থলেই তাকে গলা কেটে হত্যা করে লাশ ফেলে গেছে। লাশ শনাক্তের বিষয়ে পুলিশের এই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, লাশ উদ্ধারের পর বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে আঙুলের ছাপ নিয়ে তরুণীর পরিচয় শনাক্ত হয়। আমরা তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তারা থানায় আসছেন। এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে একটি মামলা হবে। দ্রুতই আমরা ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার করতে পারবো বলে আশা করছি।

বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশীরা নানা

দেখানো হয়েছে মাত্র ৭২ হাজার ৫০০ টাকা। অথচ উভয় পদেই সমশ্রেণির প্রতিষ্ঠানে একজন বিদেশি নাগরিক বাংলাদেশী টাকায় ৪-৫ লাখ টাকা বেতন-ভাতাদি গ্রহণ করে। সূত্র জানায়, বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) বিদেশীদের বাংলাদেশে কাজ করার অনুমতি দেয়। এছাড়াও এনজিওবিষয়ক ব্যুরো ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষও (বেপজা) বিদেশীদের কাজের অনুমতি দিয়ে থাকে। সাধারণত বিদেশীদের হয়ে তাদের নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান অনুমতি নিয়ে থাকে। তবে বাংলাদেশে কতো বিদেশী কর্মী কর্মরত সরকারি কোনো সংস্থায় তার সঠিক তথ্য নেই। এমনকি বাংলাদেশে কতো বিদেশী কর্মরত আছে বা আয়কর রিটার্ন জমা দিয়ে থাকে এর হালনাগাদ তথ্য এনবিআর ও সরকারি দপ্তরগুলোয়ও নেই। এনবিআরের ২০২৩ সালের তথ্যানুযায়ী ১ লাখ ৪ হাজার ৫৬৫ জন বিদেশী করদাতা হিসাবে নিবন্ধিত রয়েছে। সবচেয়ে বেশি নিবন্ধিত আছে কর অঞ্চল-১১তে, ৩৭ হাজার ৬৭৭ জন। এর পরের অবস্থানে আছে চট্টগ্রাম কর অঞ্চল-২। বিদেশির কর অঞ্চল-১১তে নিবন্ধন নেয়ার বিধান রয়েছে। প্রতিবছর কতো বিদেশি ওয়ার্ক পারমিট চেয়ে বাংলাদেশে আবেদন করেছেন, বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) তার তথ্য প্রকাশ করে। তবে সংস্থাটি সর্বশেষ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তথ্য এখনো প্রকাশ করেনি। যদিও সংশ্লিষ্টদের ধারণা, এ সময় দেশে কাজের অনুমোদন পাওয়া বিদেশির সংখ্যা ২০-২২ হাজারের কাছাকাছি। সংস্থাটি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৬ হাজার ৩০৩ জনকে, ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৫ হাজার ১২৮ জনকে এবং ২০২০-২১-এ ৮ হাজার ৭৬ জন বিদেশিকে ওয়ার্ক পারমিট দিয়েছে। সূত্র আরো জানায়, পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের তথ্যমতে ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থানরত বৈধ বিদেশি নাগরিকদের সংখ্যা ছিলো ১ লাখ ৭ হাজার ১৬৭ জন। এর মধ্যে ব্যবসা ও বিনিয়োগসংক্রান্ত ভিসায় এসেছেন ১০ হাজার ৪৮৫ জন, চাকরি ভিসায় ১৪ হাজার ৩৯৯, স্টাডি ভিসায় ৬ হাজার ৮২৭ এবং ট্যুরিস্ট ভিসায় এসেছেন ৭৫ হাজার ৪৫৬ জন। সবচেয়ে বেশি ভারতীয় নাগরিক ৩৭ হাজার ৪৬৪ জন। দ্বিতীয় অবস্থানে চীনের নাগরিক ১১ হাজার ৪০৪ জন। এছাড়া শ্রীলংকা, পাকিস্তান, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ ৪৪টি দেশের নাগরিক এদেশে কাজ করছে। তারা তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, বিভিন্ন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, আন্তর্জাতিক এনজিও, চামড়াশিল্প, চিকিৎসা সেবা এবং হোটেল ও রেস্তোরাঁয় কাজ করছে। ৮ ডিসেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশে অবৈধভাবে অবস্থানকারী বিদেশি নাগরিকদের কাগজপত্রসহ বৈধতা অর্জনের অনুরোধ জানিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, বিভিন্ন সূত্রে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে যে, অনেক ভিনদেশি নাগরিক অবৈধভাবে বাংলাদেশে অবস্থান করছেন এবং অবৈধভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন। যেসব বিদেশি নাগরিক অবৈধভাবে বাংলাদেশ অবস্থান করছেন বা কর্মরত আছেন, তাদের অবিলম্বে বাংলাদেশে অবস্থানের বা কর্মরত থাকার প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ বৈধতা অর্জনের অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। এদিকে এ বিষয়ে এনজিওবিষয়ক ব্যুরোর ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক আনোয়ার হোসেন জানান, বিদেশী এনজিওগুলো নিজস্ব অনুদানে বাংলাদেশে পরিচালিত হয়। প্রতিটি এনজিওকে কান্ট্রি ডিরেক্টর বা কান্ট্রি হেডের মতো উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়ার আগে স্থানীয় বেতন-ভাতা উল্লেখ করে অনুমোদন নিতে হয়। যা ওই ব্যক্তির আন্তর্জাতিক বেতন-ভাতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে এনজিও ব্যুরোতে ঘোষিত বেতনের ওপর আয়কর দিচ্ছে কিনা সেটাই বিবেচ্য। যদি আয়কর বিভাগে ব্যুরোতে ঘোষিত বেতনের চেয়ে কম বেতন দেখান, তবে আয়কর ফাঁকি হতে পারে। এনজিওগুলোর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বেতন কত হতে পারে, এর একটি মানদন্ড আছে। অন্যদিকে এ বিষয়ে এনবিআর চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান খান জানান, বিদেশী কর্মীদের বাংলাদেশ ত্যাগের আগে বর্তমানে বিমানবন্দরে আয়কর সনদ যাচাই করা হয়। প্রক্রিয়াটি অটোমেশন করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া কোনো বিদেশির কর ফাঁকির সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ পেলে এনবিআর সেটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খতিয়ে দেখবে।

গাজীপুরে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে

থেকে সরে যান এবং কারখানায় গিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। শিল্পপুলিশ ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সরকারঘোষিত ৯ শতাংশ বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির প্রজ্ঞাপনের আলোকে বেশ কয়েকটি কারখানা কর্তৃপক্ষ তা বাস্তবায়ন করে। প্রজ্ঞাপনে বলা আছে, যাদের এক বছর পূর্ণ হয়নি, তাদের বেতন বৃদ্ধি করা হবে না। কিন্তু জিরানি এলাকার আইরিশ ফ্যাশন লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা গত রোববার সকাল থেকে বেতন বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। দুপুর পর্যন্ত আন্দোলন করে শ্রমিকরা বাড়ি ফিরে যায়। গতকাল সোমবার সকালে শ্রমিকরা কারখানায় হাজিরা দিয়ে আবার বিক্ষোভ শুরু করেন। সকাল সাড়ে ৮টার দিকে শ্রমিকেরা চন্দ্রা-নবীনগর সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। খবর পেয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেন। সকাল সাড়ে ৯টা থেকে ওই সড়কে আবার যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। তবে শ্রমিকেরা কারখানার ভেতরে বিক্ষোভ করতে থাকেন। গাজীপুর শিল্পপুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার খলিলুর রহমান জানান, শ্রমিকরা কিছু সময়ের জন্য মহাসড়ক অবরোধ করেছিলেন। এখন চন্দ্রা-নবীনগর সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা মোতায়েন রয়েছেন।

মালিবাগে দুই শতাধিক অবৈধ স্থাপনা

জমিতে অবৈধভাবে নির্মিত স্থাপনা গত ১০ ডিসেম্বর মধ্যে অপসারণের জন্য দখলদারদের বিরুদ্ধে গত ৫ ডিসেম্বর রেলপথ মন্ত্রণালয় গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে। পরবর্তীতে ১১ ডিসেম্বর থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলায় অভিযান পরিচালনা করে অবৈধ দখলে থাকা বিপুল পরিমাণ জমি উদ্ধার করে। মালিবাগে পরিচালিত অভিযানের মাধ্যমে রাজধানী ঢাকায় এ উচ্ছেদ অভিযান শুরু হলো। ঢাকাসহ সারা দেশে অবৈধ দখলে থাকা রেলের সব জমি উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিদেশে পালাতে গিয়ে সাবেক ভূমি

চালাচ্ছেন। সাইফুল ইসলাম সুমনের বিরুদ্ধে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদের শ্বশুর সেলিম চৌধুরীর সঙ্গে মিলে নগরের সদরঘাট থানার মাঝির ঘাটের আসাম বেঙ্গল ঘাট দখলে রাখার অভিযোগ রয়েছে। যার মূল মালিক জিসিএল। বিমানবন্দর থানার ওসি তাসলিমা আকতার বলেন, গত রোববার রাতে বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার সময় বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন পুলিশ সাইফুল ইসলাম সুমনকে আটক করে। পরে বিমানবন্দর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে গতকাল সোমবার তাকে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। পাঁচলাইশ থানার ওসি মো. সোলাইমান বলেন, সাইফুল ইসলাম সুমনের নামে পাঁচলাইশ থানায় মামলা রয়েছে। এছাড়াও নগরের চান্দগাঁও ও হাটহাজারী থানায় হত্যা মামলা রয়েছে। পাঁচলাইশ থানার মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করা হবে আদালতে।

এবার ভারতেও এইচএমপিভি

রয়েছে তিন মাসের এক শিশু কন্যা এবং আট মাসের এক শিশু পুত্র। দুই আক্রান্তই ভর্তি বেঙ্গালুরুর ব্যাপটিস্ট হাসপাতালে। তাদের নিউমোনিয়া ধরা পড়েছে। চিকিৎসার পর তিন মাসের শিশুটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। গত ৩ জানুয়ারি আট মাসের শিশুটির রক্তের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাকে হাসপাতালে রেখে এখনও চিকিৎসা চলছে। আইসিএমআর জানিয়েছে, দুই শিশুর মধ্যে কাউকেই সম্প্রতি দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়নি। ফলে কীভাবে তাদের শরীরে এই ভাইরাস ঢুকল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হিউম্যান মেটাপনিউমো ভাইরাস বা এইচএমপিভি ২০০১ সালে প্রথম আবিষ্কার করা হয়। সম্প্রতি চিনে ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়েছে এই ভাইরাস। মূলত ১৪ বছর বয়সের নিচের শিশু এবং বয়স্করা এতে আক্রান্ত হচ্ছেন। ভাইরাসের প্রকোপে প্রচুর মানুষ হাসপাতালমুখী হচ্ছেন। চীন সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, এইচএমপিভি নতুন কিছু নয়। এর উপসর্গ অনেকটা ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো। এটিকে শুধুমাত্র 'শীতকালীন সংক্রমণ' বলেই ব্যাখ্যা করছে চিন। পাঁচ বছর বা তার চেয়ে কম বয়সী শিশু, সদ্যোজাত এবং ৬৫ বছরের উপরের বয়স্কদের এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। চীনে প্রতিনিয়ত এইচএমপিভি প্রকট হয়ে উঠলেও এখন পর্যন্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কিংবা দেশটির সরকার সতর্কতা জারি করেনি।

বিসিএসে চিকিৎসকদের বয়সসীমা

যা সব আবেদনকারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অন্যান্য বিসিএস আবেদনকারীর স্নাতক শেষ করতে যেখানে ন্যূনতম ৪ বছর প্রয়োজন হয়, সেখানে চিকিৎসকদের এমবিবিএস/বিডিএস স্নাতক ও ইন্টার্নশিপ শেষ করতে ন্যূনতম ৭৮ মাস বা সাড়ে ৬ বছর লাগে। তাই পূর্ববর্তী সব সাধারণ বিসিএস পরীক্ষায় যেখানে আবেদনকারীদের বয়সসীমা ৩০ বছর ছিল সেখানে চিকিৎসকদের বয়সসীমা ৩২ বছর ছিল। সর্বশেষ প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনে সবার ক্ষেত্রে বয়স-সীমা ২ বছর বৃদ্ধি করে ৩২ করা হলেও চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে কোনো বয়স বৃদ্ধি হয়নি। ফলে চিকিৎসকরা এক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন বলে সচেতন চিকিৎসক মহলের দাবি। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় চিকিৎসক মহলের দাবির সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করে এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গত ১৭ ডিসেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দিলেও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এখনও বয়স বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হচ্ছে না। এরই মধ্যে ৪৭তম বিসিএস পরীক্ষায় গত ২৯ ডিসেম্বর থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। চিকিৎসক মহল সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এরই মধ্যে চিকিৎসক সমাবেশ করা, জাতীয় নাগরিক কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করা, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিবদের সঙ্গে দেখা করাসহ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের ব্যক্তিদের সাথে অসংখ্যবার যোগাযোগ করেছে। চিকিৎসক ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ডা. মঈনুদ্দিন চিশতী বলেন, স্বাস্থ্য সেবা মানুষের মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার। এই স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতের জন্য রাষ্ট্র জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। এই দায়বদ্ধতাকে কাঁধে নিয়ে দেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতের লক্ষ্যে এদেশের চিকিৎসক সমাজ অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কিন্তু এই গুরুদায়িত্ব পালন করার পথপরিক্রমায় চিকিৎসক সমাজ নানা অব্যবস্থাপনার শিকার হচ্ছেন, বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। ঠিক এই রকমই বিসিএস পরীক্ষায় চিকিৎসকেরা বয়সসীমার ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন, তিনি বলেন। চিকিৎসক ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. গোলাম সামদানি বলেন, জুলাই ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে এ রকম একটি যৌক্তিক বিষয় সমাধান না করা এই রাষ্ট্রের বিপ্লবের পরিপন্থি হবে বলে আমরা মনে করি। আমরা আশা করি অন্তর্বর্তী সরকার আমাদের কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য করবেন না। তাই সরকারের কাছে আবেদন থাকবে, বিসিএস পরীক্ষায় চিকিৎসকদের বয়সসীমা আগের মতো দুই বছর বৃদ্ধিপূর্বক ৩৪ বছর করে অবিলম্বে প্রজ্ঞাপন জারি করতে হবে।

বিচারককে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য

২০২৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ স্বপ্রণোদিত হয়ে আদালত অবমাননার রুলসহ এ আদেশ দেন। প্রসঙ্গত: রেজিস্ট্রার জেনারেল বরাবর 'বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর, নওগাঁ কর্তৃক প্রকাশ্যে নওগাঁ ম্যাজিস্ট্রেটি তথা বিচার বিভাগ নিয়ে আদালত অবমাননাকর বক্তব্য প্রসঙ্গে' একটি আবেদন পাঠান সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তরিকুল ইসলাম। এতে প্রতি স্বাক্ষর করেন সাত জন ম্যাজিস্ট্রেট। পরে আবেদনটি প্রধান বিচারপতির নজরে আনা হলে আদালত অবমাননা সংশ্লিষ্ট বেঞ্চে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। সে অনুসারে সংশ্লিষ্ট বেঞ্চে উপস্থাপন করা হলে আদালত আদেশ দেন। আদেশের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তানিম খান।

দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো

জামিন নামঞ্জুর করেন। পরে আদালত তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এর আগে গত ১ জানুয়ারি পৃথক দুই আবেদনে তাদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করে দুদক। ওইদিন আদালত তাদের উপস্থিতিতে শুনানির তারিখ ৬ জানুয়ারি ধার্য করেন। পলককে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের সহকারী পরিচালক আল আমিন। জ্যোতিকে গ্রেপ্তার দেখাতে আবেদন করেন কমিশনের সহকারী পরিচালক মো. আবুল কালাম আজাদ। আবেদনে বলা হয়, আসামি শাফি মোদ্দাছির খান (জ্যোতি), তার বাবা সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল পরস্পর যোগসাজশে ১৯ কোটি ৮৯ লাখ ৭৮ হাজার ৫০২ টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনপূর্বক নিজ ভোগ দখলে রাখা এবং তার নামে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান খুলে মোট ৮৪ কোটি ৭৭ লাখ ৫৭ হাজার ৫৭২ টাকা হস্তান্তর, রুপান্তর, স্থানান্তরের মাধ্যমে সন্দেহজনক অসংখ্য লেনদেন করেন।

আরও ১২৪ কোটি টাকার অবৈধ

মতিউর রহমানকে সহযোগী আসামি করা হয়েছে। আর তৃতীয় মামলায় প্রথম ঘরের ছেলে আহমেদ তৌফিকুর রহমান অর্ণবের বিরুদ্ধে ১৩ কোটি ৩৮ লাখ টাকা সম্পদের তথ্য গোপন ও ৪২ কোটি ২২ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে। এই মামলায়ও মতিউরকে সহযোগী আসামি করা হয়েছে। এর আগে, গত ১৫ ডিসেম্বর মতিউর রহমান ও তার দ্বিতীয় স্ত্রীর (শাম্মী আখতার শিবলী) বিরুদ্ধে ১১ কোটি ১৮ লাখ ৮৬ হাজার ১২০ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে দুই মামলা দায়ের করা হয়। প্রথম মামলায় এনবিআরের সাবেক সদস্য মতিউরের বিরুদ্ধে ৫ কোটি ২৮ লাখ ৭৫ হাজার ৯৩৯ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ ও ১ কোটি ২৭ লাখ ৬৬ হাজার ২১৬ টাকার সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগ আনা হয়েছে। আর দ্বিতীয় মামলায় মতিউরের সঙ্গে আসামি হয়েছেন তার দ্বিতীয় স্ত্রী শাম্মী আখতার শিবলী। শিবলীর বিরুদ্ধে ১ কোটি ৮৭ লাখ ১৫ হাজার ৪৯০ টাকার অবৈধ সম্পদ ও ২ কোটি ৭৫ লাখ ২৮ হাজার ৪৭৫ টাকার সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগ আনা হয়েছে। আসামিদের বিরুদ্ধে দুদক আইন ২০০৪ এর ২৭ (১) ও ২৬ (২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়। ঈদুল আজহার আগে মতিউর রহমানের ছেলে মুশফিকুর রহমান ইফাতের ১৫ লাখ টাকায় একটি ছাগল কেনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়। এর প্রেক্ষিতেই এনবিআরের এই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এরপর আলোচনা চলে মতিউর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের কোথায় কী পরিমাণ সম্পদ রয়েছে এসব নিয়ে। এসব আলোচনার মধ্যে একের পর এক বেরিয়ে আসতে থাকে মতিউর পরিবারের বিপুল বিত্তবৈভবের চাঞ্চল্যকর তথ্য।

নতুন মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক

উদ্দেশ আদালত / বিচার ব্যবস্থা এনালগ না হলে কারাগারে বসেই হাজিরা দিতে পারতেন এ ঘটনায় গত বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর সাব্বিরের বাবা উত্তরা পশ্চিম থানায় বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। নিহত সাব্বির রাজধানীর একটি বায়োবিড কোম্পানিতে অফিস সহকারী হিসেবে চাকরি করছিলেন।

ইজতেমা ময়দানে সংঘর্ষ: বিচার

৮. কোনো পক্ষ মসজিদে আমলের সময় যাতে অন্য পক্ষকে বাধা না দেয়, তা পর্যবেক্ষণ ও আইনের আওতায় নিয়ে আসা। ৯. পূর্ব-ঘোষিত তারিখ (৭-৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫) অনুযায়ী মাও. সাদ অনুসারীরাদের ইজতেমা সুষ্ঠু ও সুশৃংখলভাবে অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক মঞ্জুরুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আসিফ মনিরুল ইসলাম, বুয়েটের অধ্যাপক ড. শফিউল বারী এবং সহযোগী অধ্যাপক ড. সুলতান আহমেদ, জাহাঙ্গীর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক মাহমুদ এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. এ এন এম আসাদুজ্জামান ফকির।

খালেদা জিয়ার নাইকো মামলায় ৩২ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ অন্যান্য আসামিদের বিরুদ্ধে নাইকো দুর্নীতির অভিযোগে দায়ের করা মামলায় আরও চার জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করেছেন আদালত। গতকাল সোমবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক মো. আব্দুল্লাহ আল মামুনের আদালতে এই সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেন। সাক্ষীরা হলেন- স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের সেন্ট্রাল ম্যানেজার হাফিজুর রহমান, ব্যবসায়ী প্রদীপ কুমার দাস, এস এম শামসের জাকারিয়া ও মো. সামসুল হুদা চৌধুরী। এ নিয়ে মামলায় ৬৮ সাক্ষীর মধ্যে ৩২ জনের সাক্ষ্য শেষ হলো বলে জানিয়েছেন খালেদা জিয়ার আইনজীবী হান্নান ভুইয়া। মামলার অপর আসামিরা হলেন- তৎকালীন মুখ্য সচিব কামাল উদ্দীন সিদ্দিকী, বাপেক্সের সাবেক মহাব্যবস্থাপক মীর ময়নুল হক, নাইকোর দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট কাশেম শরীফ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব খন্দকার শহীদুল ইসলাম, সাবেক সিনিয়র সহকারী সচিব সিএম ইউসুফ হোসাইন, ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন আল মামুন ও বাগেরহাটের সাবেক সংসদ সদস্য এমএএইচ সেলিম। তাদের মধ্য প্রথম তিন জন পলাতক। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, একেএম মোশাররফ হোসেন ও বাপেক্সের সাবেক সচিব মো. শফিউর রহমান তিন জন মারা গেছেন। তাদের মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কানাডার কোম্পানি নাইকোর সঙ্গে অস্বচ্ছ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতি ও দুর্নীতির অভিযোগে খালেদা জিয়াসহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে ২০০৭ সালে তেজগাঁও থানায় মামলাটি দায়ের করে দুদক। পরের বছরের ৫ মে ওই মামলায় খালেদা জিয়াসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন দুদকের সহকারী পরিচালক এস এম সাহেদুর রহমান। সেখানে প্রায় ১৩ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় ক্ষতির অভিযোগ আনা হয়।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনের সময় শরীয়তপুরে ২ ছাত্রলীগ কর্মী গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনের অপরাধে রিয়াদ ওরফে রাব্বি পাইক ও নাদিম খান নামে দুই ছাত্রলীগ কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত রোববার দিবাগত রাতে উপজেলার চরভাগা ইউনিয়নের মালত কান্দি এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার রাব্বি ও নাদিম ওই এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ জানায়, উপজেলার চরভাগা ইউনিয়নের মালত কান্দি এলাকায় নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হচ্ছিল। এমন সংবাদ পেয়ে গত রোববার দিবাগত রাতে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। এসময় ঘটনাস্থল থেকে রিয়াদ ওরফে রাব্বি পাইক ও নাদিম খান নামের দুই ছাত্রলীগ কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। সখিপুর থানার ওসি ওবায়দুল হক বলেন, কেক কেটে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করার সময় দুই ছাত্রলীগ কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

যুবদল কর্মী খুন: ডিবির সাবেক এসআই কনক রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জে যুবদল কর্মী শাওন আহম্মেদকে গুলি করে হত্যা মামলায় জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের সাবেক উপপরিদর্শক (এসআই) মাহফুজুর রহমান কনককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল সোমবার দুপুরে কনককে ৭ দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে পাঠানো হলে নারায়ণগঞ্জ অতিরিক্ত চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. আব্দুল্লাহ আল মাসুমের আদালত ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মো. কাইউম খান বলেন, মাহফুজুর রহমান কনককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৭ দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছিল। শুনানি শেষে আদালত ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান বলেন, বিএনপির প্রতিষ্ঠাবাষিকী উপলক্ষে একটি র্যালি ছিল। সেই র্যালিতে মাহফুজুর রহমান কনক মরণঘাতি অস্ত্র দিয়ে গুলি করেন। তার গুলিতে যুবদল কর্মী শাওন আহম্মেদ নিহত হন। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় এই মামলা নেয়নি পুলিশ। তিনি আরও বলেন, গত ৫ আগস্ট ওই যুবদল কর্মীর ভাই মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় মাহফুজুর রহমান কনককে গ্রেপ্তার করে আদালতে ওঠানো হয়। আদালত দুই পক্ষের শুনানি শেষে ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। আশা করছি এই রিমান্ডে অনেক তথ্য পুলিশ উদ্ধার করতে পারবে। এর আগে গত ২ জানুয়ারি রাতে শাওন হত্যা মামলার ১৬নং এজাহারনামীয় আসামি ডিবির সাবেক এসআই মাহফুজুর রহমান কনক ওরফে মাহফুজুল হককে বর্তমান কর্মস্থল ঢাকা এয়ারপোর্ট ১৩ এপিবিএন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রসঙ্গত ২০২২ সালের ১ সেপ্টেম্বর বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ জেলা ও মহানগর বিএনপির মিছিলে পুলিশ বাধা দিলে সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষ চলাকালীন তৎকালীন ডিবি পুলিশের উপপরিদর্শক মাহফুজুর রহমান কনকের হাতে থাকা 'চাইনিজ রাইফেল' থেকে ছোড়া গুলি যুবদল কর্মী শাওনের শরীরে বিদ্ধ হয়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। এই ঘটনার ২ বছর পরে ২০২৪ সালের ২১ অক্টোবর নিহত শাওনের বড় ভাই মো. মিলন বাদী হয়ে সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। এই মামলায় আসামি করা হয়েছে তৎকালীন জেলা প্রশাসক (ডিসি), পুলিশ সুপার (এসপি) ও সাবেক পাঁচ সংসদ সদস্যসহ (এমপি) ৫২ জনকে।

রাবিতে পোষ্য কোটা বহাল রাখার দাবি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের

স্টাফ রিপোর্টার : পোষ্য কোটা বাতিলের প্রতিবাদ ও পুনরায় বহাল রাখার দাবি জানিয়ে মানববন্ধন করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন সংলগ্ন প্যারিস রোডে এই কর্মসূচি পালন করেন তারা। এসময় সহায়ক, সাধারণ ও পরিবহন কর্মচারীরাও এতে অংশ নেন। তাদের দাবি, শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা বাতিল করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। মানববন্ধনে আইন অনুষদের কর্মচারী রফিকুল ইসলাম সদর বলেন, আমাদের অধিকার বাতিলের প্রতিবাদে মানববন্ধনে দাঁড়াতে হবে এটা কখনোই ভাবিনি। এই প্রশাসন নিজেদের চেয়ার টিকিয়ে রাখতে যৌক্তিক পাওনা থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করেছে। প্রশাসনকে বলে দিতে চাই, এটা আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা। তিনি আরও বলেন, ভিসি, প্রোভিসি নিজেরাই কোটার সুবাদে চেয়ারে বসে আছেন। তারা নির্বাচিত নন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা উড়ে আসিনি। এখানে আমাদের বাপ -দাদাদের জমি রয়েছে। আমরা আমাদের ৫% প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা যেকোনো মূল্যে ফেরত চাই। অফিসার্স সমিতির কোষাধ্যক্ষ মাসুদ রানা বলেন, প্রশাসনকে জবাব দিতে হবে, আমরা কেন আটকে থাকলাম। আমরা এখানে আসি কাজ করতে। আমাদের কেন আটক রাখা হলো? যেসব বহিরাগতরা আমাদেরকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করেছে, আমাদের জিম্মি করে রেখেছে তাদের সুষ্ঠু তদন্ত করতে হবে। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা পুনর্বহাল করতে হবে। সমাপনী বক্তব্যে অফিসার সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোক্তার হোসেন বলেন, আমরা আজকে প্যারিস রোডে শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন করছি। আগামীকাল (আজ বুধবার) প্রশাসনিক ভবনের সামনে ২ ঘণ্টার ধর্মঘট করবো। এছাড়াও আগামী ৮ তারিখ আমরা দিনব্যাপী কর্মবিরতি পালন করবো। যতদিন পর্যন্ত না আমরা আমাদের অধিকার ফিরে পাবো না, ততোদিন আন্দোলন চালিয়ে যাবো। এসময় অফিসার্স সমিতির দপ্তর সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিনের সঞ্চালনায় প্রায় চার শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। ভর্তি পরীক্ষায় পোষ্য কোটা বাতিলের দাবিতে গত বৃহস্পতিবার সকাল ১০ থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত রাবির প্রশাসন ভবনে তালা মেরে শতাধিক কর্মকর্তাকে অবরুদ্ধ করে রাখেন শিক্ষার্থীরা। পরে রাত ১০টায় পোষ্য কোটা বাতিলের ঘোষণা দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ হাসান নকীব।

রাজধানীতে নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর সবুজবাগের পূর্ব মাদারটেক বনবিহার এলাকার একটি বাসায় রাকিবা আক্তার উর্মির (২৮) ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত রোববার রাতের দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মরদেহের ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সবুজবাগ থানার পুলিশের উপ-পরিদর্শক মোছা. ফাতেমা আক্তার জানান, আমরা খবর পেয়ে সবুজবাগের পূর্ব মাদারটেক বনবিহার এলাকার একটি বাসা থেকে উর্মির লাশ উদ্ধার করি। আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তিনি জানান, স্থানীয়দের কাছে জানতে পারি উর্মির স্বামী বাবু পাইলিংয়ের কাজ করতেন। স্বামী-স্ত্রী কলহের জেরে অভিমান করে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। নিহতের বাড়ি মালিক মাসুমা আক্তার বলেন, নিহত উর্মি গৃহিণী ছিলেন। তার স্বামী পাইলিংয়ের কাজ করতেন। সংসারে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর কলহের জেরে স্বামীর ওপর অভিমান করে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করেছে।

মির্জা ফখরুলের সঙ্গে ইলিয়াস কাঞ্চনের সাক্ষাৎ

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন নিরাপদ সড়ক চাই-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অভিনেতা ইলিয়াস কাঞ্চন। গতকাল সোমবার দুপুরে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সাক্ষাৎ করেন ইলিয়াস কাঞ্চন। শায়রুল জানান, ইলিয়াস কাঞ্চনের 'নিরাপদ সড়ক চাই' সংগঠনের ব্যানারে রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে সেমিনার আয়োজন করতে চাচ্ছেন সেই বিষয় নিয়ে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এ সময় ইলিয়াস কাঞ্চন মির্জা ফখরুলের কাছে ম্যাগাজিন তুলে দেন।

পলকের উদ্দেশে বিচারক, কেন ডিজিটাল কোর্ট করে দেননি

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলককে উদ্দেশ্য করে ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ জাকির হোসেন গালিব বলেছেন, বিচার ব্যবস্থা এনালগ করে রেখেছেন, আপনি আইসিটি মন্ত্রী থাকাকালে কেন ডিজিটাল কোর্ট করে দেননি? না হলে আদালতে আসতে হতো না। কারাগারে বসে হাজিরা দিতেন। তখন মহানগর দায়রা জজকে পলক জানান, করোনার সময় চালু করেছিলাম। অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল, চেষ্টা করেছি। পরে আর আগানো যায়নি। গতকাল সোমবার দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলায় সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের ছেলে শাফি মোদ্দাছির খান জ্যোতিকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদনের জন্য আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর বিচারক এ কথা বলেন। পলককে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের সহকারী পরিচালক আল আমিন। আবেদনে বলা হয়, আসামি পলক যাত্রাবাড়ী থানার এক মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে জেলহাজতে অন্তরীণ আছেন। তিনি সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা ১ এর মামলায় এজাহারভুক্ত আসামি। জেলহাজতে অন্তরীণ এজাহারনামীয় এ আসামিকে এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আদেশ প্রদান একান্ত প্রয়োজন। জ্যোতিকে গ্রেপ্তার দেখাতে আবেদন করেন কমিশনের সহকারী পরিচালক মো. আবুল কালাম আজাদ। আবেদনে বলা হয়, আসামি শাফি মোদ্দাছির খান (জ্যোতি), তার পিতা সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল পরস্পর যোগসাজশে ১৯ কোটি ৮৯ লাখ ৭৮ হাজার ৫০২ টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনপূর্বক নিজ ভোগদখলে রাখেন এবং তার নামে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান খুলে নিজ এবং ওই প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যবহৃত ব্যাংক হিসাবে মোট ৮৪ কোটি ৭৭ লাখ ৫৭ হাজার ৫৭২ টাকা হস্তান্তর, রূপান্তর, স্থানান্তরের মাধ্যমে সন্দেহজনক অসংখ্য লেনদেন করেন।

এনায়েতপুর থানায় ১৫ পুলিশ হত্যা মামলায় লতিফ বিশ্বাস কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী এবং সিরাজগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাসকে আটকের পর এনায়েতপুর থানায় হামলা চালিয়ে ১৫ পুলিশ সদস্যকে হত্যার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। পরে এই মামলায় গত রোববার সন্ধ্যায় তাকে আদালতে প্রেরণ করা হলে আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এনায়েতপুর থানা পুলিশের ওসি মো. রওশন ইয়াজদানী ও আদালত পুলিশের পরিদর্শক মো. আসাদুজ্জামান। এর আগে, দুপুর ২টার দিকে বেলকুচি পৌর এলাকার কামারপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে যৌথ বাহিনী। ওসি রওশন ইয়াজদানী বলেন, সাবেক মন্ত্রী আব্দুল লতিফ বিশ্বাসকে আটকের পরে সিরাজগঞ্জে নেওয়া হয়। তারপর তাকে এনায়েতপুর থানায় হামলা চালিয়ে ১৫ পুলিশ সদস্য হত্যার ঘটনায় দায়ের করা মামলার সমৃদ্ধ (এজাহারনামীয় নয়) আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার দেখিয়ে ওই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা তাকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এরপর তাকে সন্ধ্যার দিকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। আদালত পুলিশের পরিদর্শক মো. আসাদুজ্জামান বলেন, আব্দুল লতিফ বিশ্বাসকে গত রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে আদালতে প্রেরণ করা হয়। এরপর আমরা তাকে সংশ্লিষ্ট আদালতে নিলে বিচারক তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ প্রদান করেন। প্রসঙ্গত, গত ৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর থানায় হামলা চালিয়ে ১৫ পুলিশ সদস্যকে হত্যার ঘটনা ঘটে। এ হত্যার ঘটনায় থানা পুলিশের এসআই আব্দুল মালেক বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। এই হামলায় এনায়েতপুর থানায় চার কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলেও মামলায় উল্লেখ করা হয়। মামলায় এনায়েতপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি আহমদ মোস্তফা খান বাচ্চু, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, শাহজাদপুর উপজেলার খুকনী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মুল্লুক চাঁদ, বেলকুচি উপজেলার ভাঙ্গবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জহুরুল ভূঁইয়ার নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ৫ থেকে ৬ হাজার জনকে আসামি করা হয়। মামলায় সাবেক মন্ত্রী আব্দুল লতিফ বিশ্বাস এজাহারনামীয় আসামি না হলেও সমৃদ্ধ আসামি বলে জানিয়েছেন এনায়েতপুর থানার ওসি রওশন ইয়াজদানী।

সুনামগঞ্জে মোটরসাইকেল-অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহত ২

স্টাফ রিপোর্টার : সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলার পাগলা আউশকান্দি রাণীগঞ্জ সড়কের সিচনি এলাকায় মোটরসাইকেল ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই জন নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার সকালে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- রাজিন (২৬) ও নজরুল ইসলাম (২৮)। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, উপজেলার দরগাপাশা গ্রামের হাবিবুর রহমানের ছেলে রাজিন মিয়া ও দিরাই উপজেলা আনোয়ারপুর গ্রামের নজরুল ইসলাম মোটরসাইকেল চালিয়ে আক্তাপাড়া থেকে শান্তিগঞ্জ বাজারে যাওয়ার সময় ডাবরঘাট থেকে দরগাপাশাগামী একটি সিএনজি অটোরিকশার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে ঘটনাস্থলে মোটরসাইকেলের দুই আরোহী মারা যান। সুনামগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তাপস রঞ্জন ঘোষ জানান, মোটরসাইকেল চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনা স্থলে দুইজন মারা যান।

মিয়ানমার থেকে আনা হবে ১ লাখ ৫ হাজার মেট্রিক টন চাল

স্টাফ রিপোর্টার : ভারতের পর এবার মিয়ানমার থেকে আমদানি করা হচ্ছে ১ লাখ ৫ হাজার মেট্রিক টন আতপ চাল। চট্টগ্রাম চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রকের দফতরের উপনিয়ন্ত্রক মো. সহিদ উদ্দিন মাহমুদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ভারত থেকে সেদ্ধ চাল আমদানি করা হলেও মিয়ানমার থেকে আতপ চাল আমদানি করা হচ্ছে। মিয়ানমার থেকে চালের প্রথম চালান আগামী ১৪ জানুয়ারি চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছার কথা রয়েছে। প্রথম চালানে আমদানি হবে ২২ হাজার মেট্রিক টন আতপ চাল। বাকী চাল পর্যায়ক্রমে আমদানি করা হবে। চট্টগ্রাম চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রকের দফতরের চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক জ্ঞানপ্রিয় বিদূর্শী চাকমা বলেন, সরকার ভারত ও মিয়ানমার থেকে চাল আমদানির চুক্তি করেছে। চুক্তি অনুযায়ী ভারত থেকে ২ লাখ মেট্রিক টন সেদ্ধ চাল এবং মিয়ানমার থেকে ১ লাখ ৫ হাজার টন আতপ চাল আমদানি করা হচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী ভারত থেকে প্রথম ধাপে গত ২৬ ডিসেম্বর ২৪ হাজার ৬৯০ মেট্রিক টন সেদ্ধ চাল নিয়ে জাহাজ 'এমভি তানাইস ড্রিম' বন্দরের ১১ নম্বর জেটিতে পৌঁছার পর চাল খালাস সম্পন্ন হয়। ভারত থেকে চালের দ্বিতীয় চালানে আরও ২৭ হাজার মেট্রিক টন সেদ্ধ চাল নিয়ে আগামী ১০ জানুয়ারি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছার কথা রয়েছে। ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়া বন্দরে জাহাজে চাল লোড করা হচ্ছে। আগামী ৭ জানুয়ারি চাল বহন করা জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরের উদ্দেশে রওনা হবে। অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়া বন্দর থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ পৌঁছাতে তিন দিন সময় লাগে।

চট্টগ্রামে পিপি কার্যালয় থেকে ১৯১১টি মামলার নথি গায়েব

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম আদালতের ১ হাজার ৯১১টি মামলার নথির (কেস ডকেট বা সিডি) খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। হত্যা, মাদক, চোরাচালান, বিস্ফোরণসহ বিভিন্ন মামলার এসব নথি বিচারিক কাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা। নথিগুলোর খোঁজ না পাওয়ায় গত রোববার নগরীর কোতোয়ালি থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) মফিজুল হক ভূঁইয়া। তবে বিষয়টি জানাজানি হয় গতকাল সোমবার সকালে। জিডিতে তিনি উল্লেখ করেন, চট্টগ্রাম মহানগর পিপি কার্যালয়ে ২৮ থেকে ৩০টি আদালতের কেস ডকেট রক্ষিত ছিল। পিপি কার্যালয়ে জায়গা স্বল্পতার কারণে ২০২৩ সালের ২৪ এপ্রিল থেকে পিপি কার্যালয়ের সামনের বারান্দায় প্লাস্টিকের বস্তায় ১ হাজার ৯১১টি মামলার কেস ডকেট পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় রাখা ছিল। আদালতের অবকাশকালীন ছুটির সময় অফিস বন্ধ থাকায় গত ১৩ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নথিগুলো হারিয়ে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া যায়নি। বিষয়টি থানায় ডায়েরিভুক্ত করে রাখার জন্য আবেদন করা হলো। সরকারি কৌঁসুলি মফিজুল হক ভুঁইয়া বলেন, কে বা কারা আদালতে আমার অফিসের সামনে রাখা ১ হাজার ৯১১ মামলার নথি নিয়ে গেছে। আমার কক্ষে জায়গা না থাকায় গুরুত্বপূর্ণ মামলার নথিগুলো এত দিন বারান্দায় রাখা ছিল। তবে নথিগুলো আমি যোগদানের আগের মামলার। নগরের কোতোয়ালি মোড়ে অবস্থিত চট্টগ্রাম আদালত ভবনের তৃতীয় তলায় মহানগর পিপির কার্যালয়। এটির পাশে মহানগর দায়রা জজ আদালতের এজলাস ও খাসকামরা। আশপাশে অন্য বিচারকের এজলাস। দিনভর আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীদের পদচারনায় মুখর থাকে চট্টগ্রাম আদালত ভবন। কোতোয়ালি থানার ওসি আবদুল করিম বলেন, মহানগর পিপির কার্যালয়ের সামনে রাখা ১ হাজার ৯১১ মামলার নথি হারানোর ঘটনায় থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

কুষ্টিয়ায় পরিত্যক্ত ভবন ইয়াবা উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : কুষ্টিয়ার মিরপুরে পরিত্যক্ত ভবন থেকে ১৮৯১ পিস ইয়াবা জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (৪৭ বিজিবি) কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের সদস্যরা। জব্দ করা ইয়াবার মূল্য পাঁচ লাখ ৬৭ হাজার ৩০০ টাকা। গত রোববার দিবাগত রাত ১২টার দিকে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেনেন্ট কর্নেল মাহবুব মুর্শেদ রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে গত রোববার কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক জাকিরুল ইসলামের নেতৃত্বে ব্যাটালিয়ন সদরের বিশেষ টহল দল মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়।

সম্পাদকীয়

ওষুধের সরবরাহ নিশ্চিত করুন

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে কমবেশি সবাই যখন ঠাণ্ডাজনিত রোগে ভোগে এ সময় শিশুরা সবচেয়ে বেশি ঠাণ্ডাজনিত রোগ সর্দি, কাশি, গলাফোলা, শ্বাসকষ্ট, নিউমোনিয়া প্রভৃতিতে আক্রান্ত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়। এসব রোগের চিকিৎসায় হাসপাতালে সাধারণত নাপা ও প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধের প্রয়োগ করা হয়। জানা গেছে হাসপাতালগুলোতে নেই পর্যাপ্ত ওষুধের সরবরাহ। ওষুধ পাচ্ছেনা রোগীরা। ওষুধ সংকটের ফলে ভোগান্তিতে পড়ছে শিশু রোগীসহ অন্যান্য রোগীরা। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওষুধ সংকটসহ "ব্যাপক" অনিয়ম রয়েছে। ফলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত রোগীরা প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসা পাচ্ছেন না। অধিকাংশ সময়ই হাসপাতালে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি রোগী ভর্তি থাকে। ওয়ার্ডগুলোতে অতিরিক্ত রোগীর কারণে ব্যাহত হচ্ছে চিকিৎসা সেবা। অস্বচ্ছ পরিবেশ, নিম্নমানের খাবার, জনবলের ঘাটতি এবং অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে হাসপাতালের করিডোর ও মেঝেতে প্রায় সব সময় লেগেই থাকে রোগীর ভিড়। তবে, বর্তমানে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। ওষুধের দীর্ঘস্থায়ী ঘাটতি অন্যতম বড় সমস্যা। হাসপাতালের অভ্যন্তরে ঘুষ ও দুর্নীতির ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। এ কারণে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। হাসপাতালের কর্মচারী ও ওয়ার্ড সহকারীরা হুইলচেয়ার সরবরাহ এবং বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য ৫০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দাবি করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপ রোগীদের খরচ বাড়িয়ে তুলছে। বাংলাদেশের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ওষুধের সরবরাহ দীর্ঘদিন ধরে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। ২০২০ সালে একটি জরিপে জানা যায় যে ৭২% সরকারি হাসপাতালে ওষুধের ঘাটতি নিয়মিত। এটি রোগীদের চিকিৎসা সেবা গ্রহণের বাধা তৈরি করছে। ওষুধের ঘাটতির জন্য বেশ কিছু কারণ দায়ী। এর মধ্যে বাজেট বরাদ্দের অপ্রতুলতা, সীমিত স্বাস্থ্য বিমা এবং বহিরাগত রোগীর সংখ্যা অত্যধিক হওয়া। জনস্বাস্থ্য খাতে গত ১২ বছরে দেশের জিডিপির ১%-এরও কম বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এটি জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানে অপ্রতুল। স্বাস্থ্যবিমা না থাকার কারণে অধিকাংশ রোগী নিজ খরচে চিকিৎসা করতে বাধ্য হন। এ কারণে সরকারি হাসপাতালগুলোর ওপর চাপ বাড়ায়। এ ধরনের চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও, পরিস্থিতি উন্নত করার জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দেশের স্বাস্থ্যসেবা খাতের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো সরকারি হাসপাতাল। প্রধান ভিত্তি হওয়া সত্ত্বেও ওষুধের এমন সংকট কোনো পরিস্থিতিতেই কাম্য নয়। এখানে যথাসময়ে ওষুধ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটার অন্যতম একটি কারণ সরবরাহকারীদের দায়িত্বহীনতা। এ সংকট মোকাবেলায় জরুরি ভিত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রথমত ঋতু পরিবর্তনের বাস্তবতায় ঠাণ্ডাজনিত রোগের ওষুধের দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

জুয়ার আধিপত্য নির্মূল করুন সমাজকে রক্ষা বাঁচান

জুয়া একটি সামাজিক ব্যাধি। জুয়ার মাধ্যমেই একটি সমাজে ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে। তাই জুয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু কে শুনে কার কথা। আইনের তোয়াক্কা না করেই মানুষ প্রতিনিয়ত জুয়ার আড্ডায় মেতে উঠছেন। এতে উৎসাহ পাচ্ছে যুব সমাজ এবং শিক্ষার্থীরা। যার প্রভাব অনেক ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। জুয়ার এমন ক্ষতিকর দিক থেকে বাঁচতে বিভিন্ন সময় অভিযান চালানো হলেও কিছু কিছু জায়গায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে জুয়ার আসর চলে জাঁকজমক ভাবেই। তবে এমন জুয়ার দৌরাত্ম্য মোকাবেলায় বর্তমান সরকার কতটুকু ভূমিকা রাখছে তাই দেখার বিষয়। সম্প্রতি অভিযোগ উঠেছে, ঢাকার ধামরাইয়ে কুশুরা এলাকায় অবাধে চলছে জুয়ার আসর। কুশুরা ইউনিয়নের কুশুরা নবযুগ কলেজঘেঁষা বংশী নদীর পশ্চিম পাশে লেবুবাগানের মধ্যে লাখ লাখ টাকার জুয়া খেলা চলে প্রতিদিন। পত্রপত্রিকার খবরাখবর থেকে জানা যায়, প্রায় একমাস ধরে চলছে এই খেলা। প্রতিদিন সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলে এই খেলা। গাজীপুরের কালিয়াকৈর, টাঙ্গাইলের মির্জাপুর, মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া-সিংগাইর ও ঢাকার সাভারসহ আশপাশের উপজেলা থেকে মোটরসাইকেল ও প্রাইভেট কার নিয়ে জুয়াড়িরা জড়ো হয় জুয়ার আসরে। মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে উঠতি বয়সের ছেলেদের এই খেলায় আসক্ত করা হচ্ছে। এর পাশেই রয়েছে স্বনামধন্য নবযুগ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, কুশুরা আব্বাস আলী উচ্চ বিদ্যালয়, হামিদা আফাজ বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও কুশুরা দাখিল মাদ্রাসা। জুয়া খেলার প্রভাব এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাঝেও বিরূপ অবস্থার সৃষ্টি করছে। জুয়াড়িরা স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী হওয়ায় সাধারণ মানুষ মুখ খুলতে সাহস পান না। অভিযোগ রয়েছে, সর্বস্ব হারিয়ে নবাগত জুয়াড়িরা প্রতিনিয়ত খোঁজে নিচ্ছে অসদুপায়। তাদের মধ্যে অনেকেই জুয়া খেলার টাকা জোগাড় করতে এলাকায় চুরি ও ছিনতাইয়ের মতো অপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে। এতে এলাকায় আশঙ্কাজনকহারে বাড়ছে অসামাজিক কার্যকলাপ। প্রশাসনের তৎপরতা ও পুলিশি কার্যক্রম গতিশীল না থাকাকে দায়ী করছে এলাকাবাসী। এই বিষয়ে প্রশাসন যত দুর্বল থাকবে ততই জুয়াড়িরা তৎপর হয়ে উঠবে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের এমন অপকর্মের প্রভাব থেকে বাঁচাতে উদ্যোগী হওয়া জরুরি বলে আমরা মনে করছি। এই বিষয়ে নজরদারি করে কঠোর অবস্থানে যেতে হবে প্রশাসনকে। এক্ষেত্রে স্থানীয় যাদের অধীনে এসব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত সর্বোচ্চ আইন প্রয়োগ করা হোক। আমরা প্রত্যাশা করছি, দ্রুতই ওই স্থানের সাধারণ মানুষের মাঝে স্বস্তি ফিরিয়ে আসবে।

বাড়ছে নিম্নমানের হেলমেটের ব্যবহার সচেতনতা বাড়াতে হবে

বাংলাদেশে প্রতি বছর যত সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে, তার মধ্যে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার সংখ্যা তুলনামুলকভাবে বেশি। মারাত্মক এসব দুর্ঘটনায় ব্যাপক প্রাণহানিও ঘটে। এর পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ হেলমেট নিয়ে মোটরসাইকেল চালকদের সচেতনতার অভাব। হেলমেট ব্যবহারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানি এড়ানো। কিন্তু আমাদের দেশের মোটরসাইকেল চালকদের অনেকেই হেলমেট ব্যবহারে উদাসীন। তবে রাস্তায় ট্র্যাফিক আইন মেনে চলতে হেলমেট পরার কোনো বিকল্প নেই। তাই নিয়ম রক্ষার খাতিরে হলেও অনেকেই সস্তা হেলমেট বেছে নেন। কিন্তু এতে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঝুঁকি থেকেই যায়। একটা সময় ছিল, বেশিরভাগ মোটরসাইকেল চালক ও আরোহী হেলমেট পরতেন না। তবে ২০১৮ সালের সড়ক পরিবহণ আইনের 'কারাদণ্ড' ও 'জরিমানা' এড়াতে গত দুই-তিন বছর ধরে চিত্র পাল্টে গেছে। চালক ও আরোহীরা এখন হেলমেট পরছেন। কিন্তু হেলমেট পরার হার বাড়লেও কমেনি বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও স্থায়ী পঙ্গুত্ব বরণের হার। এর কারণ হিসেবে দায়ী করা হচ্ছে নিম্নমানের হেলমেটকে। রাস্তাঘাটে সচরাচর দেখা যায়, মামলার ভয়ে হেলমেট পরেন চালকরা। তবে তা বেশির ভাগই নিম্নমানের। যাত্রীদেরও দেওয়া হয় মানহীন এসব হেলমেট। এতে মামলা থেকে বাঁচলেও অসতর্কতাবশত দুর্ঘটনায় পড়লে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, ফ্র্যাকচার এমনকি মৃত্যুও ঘটে অহরহ। সংশ্লিষ্টদের মতে, মানহীন হেলমেট যাত্রীদের সুরক্ষার বদলে উল্টো মৃত্যু ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। বুয়েটের সড়ক দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউটের (এআরআই) এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছেড় রাজধানীসহ সারা দেশে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ৮৮ শতাংশ মানুষের মৃত্যু হয়েছে হেলমেট না পরার কারণে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছেড় হেলমেট থাকা সত্ত্বেও দুর্ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা বাড়ছে। এর একমাত্র কারণ নিম্নমানের হেলমেটের ব্যবহার। রাস্তায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে হেলমেট একটি অপরিহার্য সরঞ্জাম। হেলমেট মাথাকে দুর্ঘটনার আঘাত থেকে রক্ষা করে। কোনো আকস্মিক সংঘর্ষে হেলমেট মাথায় সরাসরি আঘাত না লেগে তা শোষণ করতে সাহায্য করে। হেলমেট পরিধান করলে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। কারণ এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয় যে নিজের সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে চলা আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে বাইক চালনার সময় মনোযোগও বেশি থাকে। তাই অবশ্যই হেলমেট ভালোমানের হওয়া উচিত। বর্তমানে বেশিরভাগ আধুনিক হেলমেটে থাকে ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা, যা মাথার ভেতরের অংশকে শীতল রাখে এবং ঘাম হওয়া রোধ করে। এছাড়া, হেলমেটের ফিটিং আরামদায়ক হলে দীর্ঘপথ চলতেও এটি মাথায় কোনো অস্বস্তি সৃষ্টি করে না। মোটরসাইকেল আরোহীদের ভালো মানের হেলমেট ব্যবহারে সচেতন করতে সরকারের পক্ষ থেকে বেশি বেশি প্রচারণা চালাতে হবে।

চব্বিশে বিপ্লব নাকি গণ-অভ্যুত্থান

ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন হয় এমন এক অবিস্মরণীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে, যা সমকালীন বিশ্বে একটি বিরল ঘটনা। কেউ একে বলছেন 'ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান'। কেউ বলছেন জুলাই বিপ্লব'। নাম যেটি হোক না কেন, তা একদিন ইতিহাস নির্ধারণ করবে। বস্তুত বিড়ালটি কালো নাকি সাদা সেটি বিবেচ্য নয়; বরং সেটি ইঁদুর ধরতে পারে কি না তাই দেখার বিষয়। ফ্যাসিবাদী হাসিনা সরকারের পতন ঘটেছে একটি অসাধারণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, সেটিই বড় ঘটনা। রাষ্ট্র কাঠামোতে মৌলিক পরিবর্তন আনাকে বিপ্লব বলা হয়। বিশেষত একটি সরকার বা শাসককে উৎখাত করে অন্য আরেকটি শাসনব্যবস্থা প্রতিস্থাপন করা এবং তার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রে আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কতগুলো মৌলিক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে যে সর্বজনীন আন্দোলন ঘটে সেটিই বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করা হয়। অন্য দিকে নিছক একটি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি সরকার পরিবর্তনকে গণ-আন্দোলন বা গণ-অভ্যুত্থান বলা হয়ে থাকে। ১৯৬৯ সালে গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরশাসক জেনারেল আইয়ুব খানের এবং ১৯৯০ সালে জেনারেল এরশাদের পতন ঘটেছিল। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে অনেকে 'বিপ্লব' না বলে 'মুক্তিযুদ্ধ' বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। সেটির প্রকৃতি ছিল ভিন্ন; কারণ সেখানে একটি বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। আবার আমরা বাংলাদেশীরা ওই ঘটনাকে গৌরবময় 'মুক্তিযুদ্ধ' বললেও ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দিল্লির বিজয় বলে আখ্যায়িত করে থাকে। সেটি যে আমাদের জন্য অবমাননার তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ২০২৪ সালে ফ্যাসিবাদী হাসিনা সরকারের পতন ঘটেছে ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনে। ইতিহাসে আমরা বিভিন্ন বিপ্লবের ঘটনা দেখতে পাই। এর মধ্যে আমেরিকান বিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট বিপ্লব উল্লেখযোগ্য। ১৭৭৫ থেকে ১৭৮৪ সালের মধ্য সংঘটিত যুদ্ধে উত্তর আমেরিকার ১৩টি ব্রিটিশ শাসিত রাজ্য থেকে ঔপনিবেশিক শক্তি হটিয়ে আমেরিকা স্বাধীন হয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। ওই সময়ে ফ্রান্সের প্যারিসে বসবাস করছিলেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ও থমাস জেফারসন। তারা আমেরিকার বিপ্লবের কাহিনী ও চেতনাকে ফরাসি চিন্তাবিদদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। ফলে ১৭৮৭ থেকে ১৭৯৯ সালের মধ্যে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়। এ বিপ্লবের চেতনা ছিল স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। এ বিপ্লব ফ্রান্সের রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতিকে আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছিল। রাজতন্ত্রের পরিবর্তে সেখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। ১৭৯২ সালে বিপ্লবীরা সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি জাতীয় কনভেনশন আহ্বান করেন। তারা গণতান্ত্রিক সরকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। ফরাসি বিপ্লবের পাশাপাশি ইউরোপের আরো বেশ কয়েকটি দেশেও গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। ফরাসি বিপ্লব যে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমতার দর্শনের ওপর ভিত্তি করে সংঘটিত হয়েছিল; তা আজো বিশ্বে জনপ্রিয়তা নিয়ে টিকে আছে। ১৯১৭ সালে ভ্লাদিমির লেনিনের নেতৃত্বে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লব সংঘটিত হয়। সেখানে জারের স্বৈরশাসন উৎখাত করে কমিউনিজমের বিজয় হয়। পশ্চিম ইউরোপে রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র উৎখাত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও রাশিয়ায় ঘটে ভিন্ন কিছু। সেখানে এক দলীয় কঠোর কমিউনিস্ট নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্পদ ব্যক্তি মালিকানা থেকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় চলে যায়। ১৯৪৯ সালে একই ধরনের আরেকটি বিপ্লব ঘটে চীনে। সেখানে মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট বিপ্লব হয়। এরপর কিউবা ও পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়। বিশেষত পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও দর্শন তুমুল জনপ্রিয়তা পায়। অবশ্য সমাজতন্ত্র তথা কমিউনিজম বিশ্বে মাত্র কয়েক দশক টিকে ছিল। ৭০ বছরের ব্যবধানে তাসের ঘরের মতো উড়ে যায়। চীনের বর্তমানে কমিউনিস্ট শাসনকে সমাজতান্ত্রিক না বলে একদলীয় শাসন বলা শ্রেয়। ১৯৭৯ সালে ইরানে রাজতন্ত্র উৎখাত করে আয়াতুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে ঘটেছিল আরেকটি বিপ্লব যাকে 'ইসলামী বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। সে বিপ্লব ৪৫ বছর ধরে টিকে আছে। আফগানিস্তানেও মার্কিন নেতৃত্বাধীন পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের হটিয়ে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটিও বিপ্লব। সিরিয়াতেও একই কায়দায় আরেকটি সরকার কায়েম হয়েছে। আধুনিক বিশ্বের কয়েকটি বিপ্লবের উদাহরণ দেয়া হলো। চৌদ্দ শ' বছর আগে আরবের মরুময় জনপদে একটি মহাবিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাঃ-এর নেতৃত্বে সে বিপ্লব তৎকালীন আরববাসীর জীবনে আমূল পরিবর্তন বয়ে আনে। নবী কারীম সাঃ একটি রাষ্ট্রকাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন যা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলেছিল। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, হজরত মুহাম্মদ সাঃ-এর বিপ্লব এতটাই মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, প্রায় দেড় হাজার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তা এখনো সজীব ও সতেজ রয়েছে। এবারে দেখা যাক চব্বিশে বাংলাদেশে কী ঘটেছে। গণতন্ত্রের খোলস নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান সত্তরের দশকে বিপুল জনসমর্থন পেলেও মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর ক্ষমতায় বসে তিনি নিজের আসল চরিত্র উন্মোচন করেন। তিনি অতি দ্রুত চরম স্বৈরাচারে রূপান্তরিত হন। একইভাবে তার কন্যা শেখ হাসিনা 'গণতন্ত্রের মানসকন্যা'র অবয়বে জনগণের সামনে হাজির হয়ে ক্রমান্বয়ে প্রথমে স্বৈরশাসক এবং পরে নিকৃষ্ট ফ্যাসিস্ট হিসেবে রূপান্তরিত হন। তিনি তার ১৬ বছরের শাসনে রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে শুরু করে নাগরিকদের সব অধিকার খর্বের এমন পর্যায়ে পৌঁছান, তা পরিমাপ করা অসম্ভব। তার পাপের সীমা এতটা ছড়িয়ে গিয়েছিল যে, দুনিয়ার কোনো আইনে তাকে তার প্রাপ্য প্রকৃত সাজা দেয়া সম্ভব নয়। ফরাসি বিপ্লবের যে মন্ত্র ছিল স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ব– হাসিনার আমলের বাংলাদেশে তা চরম মাত্রায় ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল। হাসিনা সরকার ২০১০ সালে সংবিধান থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে তার সীমালঙ্ঘনের যাত্রা শুরু করে। এরপর একে একে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে তিনটি প্রহসনের নির্বাচন করে প্রতারণার মাধ্যম ক্ষমতায় টিকে থাকে। জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে সার্বিক নির্বাচনী ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার করে দেয়। এর মানে হলো প্রতারণা ও জোরজবরদস্তি করে যে পার্লামেন্ট গঠিত হয়েছিল তারও কোনো বৈধতা ছিল না। পার্লামেন্টের বৈধতা না থাকা মানে সরকারও অবৈধ। সবচেয়ে গুরুতর বিষয় হলো তার ক্ষমতার বৈধতার বিষয়টি নাগরিকরা চ্যালেঞ্জ করতে পারছিলেন না। তিনি ফ্যাসিবাদী কায়দায় তার সব প্রতিপক্ষ দমনে প্রতিবেশী একটি দেশের সহায়তা নেন। শেখ হাসি-না সরকার শুধু নির্বাচন আর পার্লামেন্ট নামক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেনি; রাষ্ট্রের আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক সব প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধ ধুলায় মিশিয়ে দিয়ে গেছে। ১৯৭১ সালে যে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এত বছর পরও তাকে তারা 'স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ শক্তি' 'ইসলামী মৌলবাদী' 'সাম্প্রদায়িক ও জঙ্গি' ইত্যাদি অভিধায় বিভক্ত করে রেখেছিল। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির মাত্রা এতটা ছাড়িয়ে গিয়েছিল যে, রাষ্ট্রীয় সম্পদ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তছরুপ হয়েছে। বিদেশে পাচার হয়েছে। পুলিশকে নিষ্পেষণের নিষ্ঠুর এক যন্ত্রে পরিণত করা হয়। এমনকি বিচার বিভাগকে পর্যন্ত নির্যাতনের হাতিয়ার বানানো হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তার সমালোচকদের দমিয়ে রাখতে জেল-জুলুম ও খুন করা ছিল তার কাছে ক্রীড়া-কৌতুকের মতো। শেখ হাসিনা ও তার সরকারের অপরাধ ও পাপের মাত্রা পরিমাপ করা সত্যিই একটি দুঃসাধ্য কাজ। বিরোধী দলগুলো নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রাণপণ চেষ্টা করেও যখন কুলিয়ে উঠতে পারছিল না, তখন তরুণ শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে ছাত্র-জনতা ফ্যাসিবাদের উৎখাতে আন্দোলনে অবতীর্ণ হন এবং সফলতা পান। ছাত্র-জনতার মাত্র এক মাসের আন্দোলনে দেশের কথিত প্রধানমন্ত্রী, তার সরকারের পুরো মন্ত্রিসভা, জাতীয় সংসদের সব সদস্য, স্পিকার, আমলা, বিচারক, অফিস প্রধান থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগ নামক দলের সব নেতাকর্মী এবং তাদের দোসর ও সমর্থক পুলিশ, খতিব ও ধর্মযাজকসহ একযোগে এত বিপুল সংখ্যক মানুষের পলায়ন পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিরল ঘটনা। বিরোধী দলের ফ্যাসিবাদ হটানোর কাজটি যখন ক্রমান্বয়ে জটিল হয়ে উঠছিল, তখন এক ঐশ্বরিক শক্তির সাহায্যে ছাত্র-জনতা ফ্যাসিস্টকে অপসারণে সক্ষম হন। আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া বা চীনের বিপ্লবের পর প্রতিপক্ষের লাখ লাখ লোক হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু নবী করিম সাঃ-এর নেতৃত্বে মক্কা বিজয়ের পরে কোনো রক্তপাত হয়নি। তিনি সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের পরে এ দেশে তেমন কোনো রক্তপাত হয়নি। দেশবাসী বিরাট মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন। এটি জাতি হিসেবে আমাদের মর্যাদা সমুন্নত করেছে। ফরাসি বিপ্লবের মতো আমাদের জুলাই বিপ্লবের চেতনাও ছিল ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত। বাংলাদেশী জাতি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তথা সাম্য, সামাজিক সুবিচার ও মানবিক মর্যাদা সমুন্নত রাখতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। জাতি এখন অপেক্ষা করছে অপরাধীদের যেন আইনের আওতায় এনে উপযুক্ত বিচার করা হয়। একটি বিপ্লবের দু'টি অংশ থাকে। প্রথম অংশ হলো বিদ্যমান অন্যায্য এস্টাবলিসমেন্টকে ভেঙেচুরে উপড়ে ফেলা এবং দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে নতুন একটি সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামো বিনির্মাণ করা। ফ্যাসিবাদী সরকার ও তার কাঠামো ভাঙতে অনেক সময় লেগেছে। তেমনি পুরনো কাঠামো ভেঙে বা সংস্কার করে উন্নততর কাঠামো গড়ে তোলার কাজেও অনেক সময় লাগবে। উল্লিখিত বিপ্লবের কোনোটি একদিনে বা স্বল্প দিনে ঘটেনি। বছরের পর বছর লেগেছে সংস্কার বা বিনির্মাণের কাজে। সুতরাং বাংলাদেশে যে অভূতপূর্ব বিপ্লব ঘটেছে তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আরো সময়ের প্রয়োজন হবে। কারণ যে অভিপ্রায় নিয়ে জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করেছে, রক্ত ও জীবন দিয়েছে, তা নিছক একটি দলীয় সরকার তাড়িয়ে আরেকটি দলীয় সরকার ক্ষমতায় বসাতে নয় নিশ্চয়। শুধু ভোটের অধিকার ফিরে পেতে নয়। নাগরিকদের সব মৌলিক অধিকার আদায় ও সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে উঠেছে তার প্রতিটি প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন করাই জুলাই বিপ্লবের লক্ষ্য। বিশেষ করে তরুণ সমাজ তাদের অভিপ্রায় নানা স্লোগান ও দেয়ালের গ্রাফিতির মাধ্যমে যা প্রকাশ করেছে, তা অর্জন করার কাজটিও বেশ কঠিন। এ জন্য বেশ সময় লাগবে। যে দূষিত পরিবেশের মধ্য দিয়ে দেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তরুণদের প্রত্যাশার আলোকে তা বিনির্মাণের কাজটি এখন সর্বাগ্রে সম্পন্ন করতে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। সন্দেহ নেই, যেকোনো বিচারে দেশে একটি বিপ্লব ঘটেছে। বিপ্লবের প্রথম পর্ব তথা দূষিত রাজনৈতিক কাঠামো ভাঙার কাজটি শেষ হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে সংস্কার ও বিনির্মাণের। এ জন্য দরকার ছিল একটি বিপ্লবী সরকার। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার এখন পর্যন্ত বৈপ্লবিক চরিত্র দেখাতে পারেনি। তবে জনগণ বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে এখনো বিপ্লবের চেতনা দাউ দাউ করে জ্বলছে। এ জন্য আমরা দেখতে পেয়েছি, প্রতিবিপ্লব সংঘটনের কিছু দুর্বল প্রচেষ্টা ছাত্ররা রুখে দিয়েছেন। তারা দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও বিপ্লবের চেতনা জাগ্রত রাখতে অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের পাশে রয়েছে আমাদের দেশপ্রেমিক প্রতিরক্ষা বাহিনী। জাতির ক্রান্তিকালে তারা যে প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে তা জনগণ সশ্রদ্ধ চিত্তে চিরকাল মনে রাখবেন। আর সমাজের যে সচেতন অংশটি তাদের সাথে একাত্ম হয়ে আছে, তারা বিপ্লবের ফলে একটি নতুন সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করবে বলে আশা করা যায়। স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদের শেকড় সমূলে উৎপাটনে একটি বৈপ্লবিক চেতনাসম্পন্ন সরকার প্রয়োজন। প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস যেভাবে দেশে-বিদেশে সমর্থন পাচ্ছেন তা তাকে নতুন রাষ্ট্র বিনির্মাণে বিরাট শক্তি জোগাতে পারে। জনগণের বিপ্লবী চেতনা বাস্তবে রূপদানে তরুণ বিপ্লবীরা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে সামনে রেখে আগামী দিনগুলোতে সজাগ থাকবেন বলে আশা করা যায়।

লেখক : গবেষক ও সাবেক সচিব

বাংলাদেশী জাতি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তথা সাম্য, সামাজিক সুবিচার ও মানবিক মর্যাদা সমুন্নত রাখতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। জাতি এখন অপেক্ষা করছে অপরাধীদের যেন আইনের আওতায় এনে উপযুক্ত বিচার করা হয়। একটি বিপ্লবের দু'টি অংশ থাকে। প্রথম অংশ হলো বিদ্যমান অন্যায্য এস্টাবলিসমেন্টকে ভেঙেচুরে উপড়ে ফেলা এবং দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে নতুন একটি সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামো বিনির্মাণ করা। ফ্যাসিবাদী সরকার ও তার কাঠামো ভাঙতে অনেক সময় লেগেছে। তেমনি পুরনো কাঠামো ভেঙে বা সংস্কার করে উন্নততর কাঠামো গড়ে তোলার কাজেও অনেক সময় লাগবে। উল্লিখিত বিপ্লবের কোনোটি একদিনে বা স্বল্প দিনে ঘটেনি। বছরের পর বছর লেগেছে সংস্কার বা বিনির্মাণের কাজে। সুতরাং বাংলাদেশে যে অভূতপূর্ব বিপ্লব ঘটেছে তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আরো সময়ের প্রয়োজন হবে। কারণ যে অভিপ্রায় নিয়ে জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করেছে, রক্ত ও জীবন দিয়েছে, তা নিছক একটি দলীয় সরকার তাড়িয়ে আরেকটি দলীয় সরকার ক্ষমতায় বসাতে নয় নিশ্চয়। শুধু ভোটের অধিকার ফিরে পেতে নয়। নাগরিকদের সব মৌলিক অধিকার আদায় ও সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে উঠেছে তার প্রতিটি প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন করাই জুলাই বিপ্লবের লক্ষ্য। বিশেষ করে তরুণ সমাজ তাদের অভিপ্রায় নানা স্লোগান ও দেয়ালের গ্রাফিতির মাধ্যমে যা প্রকাশ করেছে, তা অর্জন করার কাজটিও বেশ কঠিন। এ জন্য বেশ সময় লাগবে। যে দূষিত পরিবেশের মধ্য দিয়ে দেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তরুণদের প্রত্যাশার আলোকে তা বিনির্মাণের কাজটি এখন সর্বাগ্রে সম্পন্ন করতে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। সন্দেহ নেই, যেকোনো বিচারে দেশে একটি বিপ্লব ঘটেছে। বিপ্লবের প্রথম পর্ব তথা দূষিত রাজনৈতিক কাঠামো ভাঙার কাজটি শেষ হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে সংস্কার ও বিনির্মাণের। এ জন্য দরকার ছিল একটি বিপ্লবী সরকার। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার এখন পর্যন্ত বৈপ্লবিক চরিত্র দেখাতে পারেনি। তবে জনগণ বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে এখনো বিপ্লবের চেতনা দাউ দাউ করে জ্বলছে। এ জন্য আমরা দেখতে পেয়েছি, প্রতিবিপ্লব সংঘটনের কিছু দুর্বল প্রচেষ্টা ছাত্ররা রুখে দিয়েছেন। তারা দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও বিপ্লবের চেতনা জাগ্রত রাখতে অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের পাশে রয়েছে আমাদের দেশপ্রেমিক প্রতিরক্ষা বাহিনী

স্বাস্থ্য সংস্কার : কী কী বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া জরুরি

সমীর কুমার সাহা

একটি ব্যাপক-ভিত্তিক সংস্কার কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে আমরা সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকরী একটি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি। এই খাতে সংস্কার শুধু প্রয়োজনীয় নয়, এটা আমাদের জন্য একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতারও বিষয়। এই বিষয়গুলো সমাধান করার জন্য আমাদেরকে একটি ব্যাপক ও বহুমাত্রিক ব্যবস্থার পথ অবলম্বন করতে হবে। সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্থাৎ সবার জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চয়তা প্রদান করা বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেয়া জরুরি, কেননা জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি), ও আমাদের জাতীয় সংবিধানে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টিতে তাগিদ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে দেশে স্বাস্থ্য খাতের সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশন কাজ করছে, তাদের কার্যক্রম এমন হতে হবে যাতে এলোপ্যাথির পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ুর্বেদ, ইউনানী ও হোমিওপ্যাথি সমান গুরুত্বপায়। দেশের সব মানুষ; ভৌগলিকভাবে তারা যেখানেই বসবাস করুক না কেনো এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা যাই হোক না কেনো তারা যেনো মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুযোগ পায়। তারা যেনো বঞ্চনার শিকার না হয়। এই লক্ষ্য অর্জনে সরকার, প্রাইভেট সেক্টর ও সিভিল সোসাইটিকে একযোগে কাজ করতে হবে। দেশের স্বাস্থ্য খাতে অনেক অর্জন সত্ত্বেও এই খাতে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ এর কারণে জনগণ কাংক্ষিত সেবা পাচ্ছে না। স্বাস্থ্য খাতে চিকিৎসক ও নার্সের স্বল্পতা, স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত কর্মীদের মাঝে নেতিবাচক মানসিকতা, চিকিৎসায় উচ্চ ব্যয় বহনে রোগীদের আর্থিক সীমাবদ্ধতা, দেশের সর্বত্র উন্নতমানের ওষুদের ও চিকিৎসাসেবার ঘাটতি, এবং প্রাইভেট হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসার উচ্চ ব্যয়, এই খাতে সমস্যাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশিরা বিদেশে চিকিৎসার জন্য বছরে পাঁচ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি খরচ করেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশগামীতার এই প্রবণতা দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ও বিশেষায়িত চিকিৎসার অভাবের দিকটি স্পষ্ট করেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। গভর্নরের এই বক্তব্যে এটা স্পষ্ট যে, আমাদের স্বাস্থ্য খাতকে ঢেলে সাজাতে হবে এই খাতে আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে। এসডিজি এর লক্ষ্য নং ৩ (সুস্বাস্থ্য এবং কল্যাণ) সবার জন্য সুস্থ জীবন এবং কল্যাণ নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে। বিশ্বের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত রয়েছে। ব্যবধান দূর করতে এবং ন্যায়সঙ্গত স্বাস্থ্যসেবার বিধান নিশ্চিত করতে উক্ত বৈষম্য মোকাবিলা করা গুরুত্বপূণ একটি বিষর্য়। সবার জন্য স্বাস্থ্যের অভিন্ন লক্ষ্য এবং এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথ প্রশস্ত করার দিকে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। সবার জন্য স্বাস্থ্যকর জীবন নিশ্চিত করার সুবিধাগুলো এই খাতে কত খরচের চেয়ে বেশি সুবিধাজনক, কারণ সুস্থ মানুষই সুস্থ অর্থনীতির ভিত্তি। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্য একটি মৌলিক প্রয়োজনীয়তা। দেশের জনগণকে রক্ষা করতে হবে যারা রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণে দেশের বোঝা হয়ে থাকে। এটি করার জন্য আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্য হল প্রত্যেকে যাতে আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন না হয়ে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারে তা নিশ্চিত করা। আমাদের জাতীয় সংবিধানও স্বাস্থ্য বিষয়টির প্রতি জোর দিয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রাষ্ট্র জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সুতরাং, সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিশ্চিত করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। স্বল্প আয়ের দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে স্বাস্থ্য সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। কিন্তু নিরাময়মূলক যত্ন এর প্রাপ্তি এবং গুণগত মান এই উভয় বিষয়ে গুরুতর সমস্যা রয়েছে যার কারণে দরিদ্ররা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। গ্রামীণ এলাকায় স্থানীয় পর্যায়ে সেবা প্রদানের অবকাঠামো বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু সেগুলো অদক্ষভাবে কাজ করে। দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ রোগীদের মানসম্মত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে পারে। এটা প্রশংসনীয় যে, আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, কিন্তু মানুষ এখনও ডাক্তার, ওষুধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা তৃণমূল পর্যায়ে যেমন উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে খুঁজে পায়না। এখনো চিকিৎসা নিতে রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে অনেক লোকজনকে ছুটতে দেখা যায়। কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা স্বাস্থ্য খাতে শৃঙ্খলাহীনতা সৃষ্টি করেছে। অনেক হাসপাতাল সেবা প্রদানের জন্য সংগ্রাম করছে, অন্যদিকে অন্যরা খুব কম রোগী পাচ্ছে। ডাক্তার, ওষুধ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে খুব কমই পাওয়া যায়। নগর এলাকায় কেন্দ্রীভূত উন্নয়ন মানুষকে উন্নত জীবনযাপনের জন্য শহরে স্থানান্তরিত করতে আকৃষ্ট করে এবং ফলস্বরূপ অনেক আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। অধিকন্তু, উচ্চ-ঘনত্বের শহুরে জীবনযাত্রার ইঞ্জিনগুলো সংক্রামক রোগের দ্রুত বিস্তার ঘটায় এবং এর ফলে লাখ লাখ মানুষের জীবন হুমকির মুখে পড়ে। অভিবাসীদের দ্রুত আগমন এবং বড় শহরগুলোতে শহুরে বস্তিতে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি শহুরে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা (পিএইচসি) এর ওপর ক্রমাগত চাপ তৈরি করছে। মৌলিক পরিষেবা প্রদানের দৃষ্টিকোণ থেকে এই অভিবাসীদের থাকার জন্য শহরগুলি সুসজ্জিত নয়। দরিদ্র আবাসন, অনিরাপদ জল সরবরাহ, দুর্বল পরিবেশগত স্বাস্থ্য পরিষেবা, দুর্বল স্যানিটেশন, জনাকীর্ণ জীবনযাত্রার অবস্থা, এবং সাশ্রয়ী মূল্যের পিএইচসি পরিষেবার অভাবের ফলে শহুরে দরিদ্রদের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা এবং অপুষ্টির সমস্যা সৃষ্টি করছে। স্বাস্থ্যসেবার ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা বিকেন্দ্রীকরণ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীভূত স্বাস্থ্য্য ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারব না। শহুরে জনসংখ্যা, বিশেষ করে শহুরে দরিদ্রদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা (পিএইচসি) সহ শহুরে জনস্বাস্থ্য কর্মসূচির কভারেজ এবং গুণমান উভয় ক্ষেত্রেই সম্প্রসারণের প্রয়োজন রয়েছে। রোগব্যধির মূল কারণকে মোকাবেলা করার জন্য একটি ব্যাপক এবং সুসম-ন্বিত বহুমাত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শহুরে স্বাস্থ্য সমস্যার জটিল প্রকৃতির কারণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং অন্য স্টেকহোল্ডারদের যৌথ পদক্ষেপ এবং একত্রিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। শহুরে পাবলিক হেলথ সেক্টর প্রোগ্রামগুলি ব্যাপক হওয়া উচিত যাতে সমস্ত সরকারি, বেসরকারি, এনজিও, সম্প্রদায়ভিত্তিক সংস্থা, সুশীল সমাজ এবং অন্য স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। দেশের প্রতিটি উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে যেখানে মানুষ বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী যথাযথ চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই গ্রামাঞ্চলের মানুষ চিকিৎসার জন্য ঢাকায় আসতে বাধ্য হচ্ছেন, এর ফলে রাজধানীর হাসপাতালগুলোর ওপর রোগীদের বাড়তি চাপ তৈরি হচ্ছে। আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে এমনভাবে সম্প্রসারণ করতে হবে যাতে উপজেলার মানুষদের চিকিৎসার জন্য তাদের উপজেলার বাইরে আসতে না হয়। তাই উপজেলাভিত্তিক হাসপাতালগুলোর সক্ষমতা জোরদার করা প্রয়োজন। উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালে কোনো গুরুতর রোগীকে যথাযথ চিকিৎসা দেয়া সম্ভব না হলে এ ধরনের রোগীকে ঢাকায় রেফার করার জন্য রেফারেল সিস্টেম তৈরি করতে হবে। গর্ভবতী মহিলা, শিশু এবং বৃদ্ধ রোগীদের অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালের জরুরি ইউনিটে বিনামূল্যে পরিবহন করা প্রয়োজন। কারণ, সরকারি যানবাহনে জীবন রক্ষাকারী অক্সিজেন ও স্যালাইন দেয়ার ব্যবস্থা নেই। আমরা যদি গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে চাই, তাহলে স্বাস্থ্য খাতের সব পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা জরুরি। মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে উপজেলা পর্যায়ে চিকিৎসক, টেকনিশিয়ান, নার্সের উপস্থিতি এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে, যেকোনো ধরনের অনিয়ম হলে কঠোর হস্তে মোকাবিলা করতে হবে। জনগণকে যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের স্বার্থে জেলা পর্যায়ের সব অযোগ্য হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের লাইসেন্স বাতিল করতে হবে। স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকার। তাই এ ব্যাপারে কোনো ধরনের অবহেলা গ্রহণযোগ্য নয়। স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা শুধু ক্লিনিকাল কেয়ার এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর মধ্যে আরও রয়েছে নিরাপদ পানীয় জলের সুবিধা, কঠিন বর্জ্য নিষ্পত্তি, পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ এবং শহরাঞ্চলে নিরাপদ খাদ্যের সহজপ্রাপ্যতা। অন্তর্বর্তী সরকারের স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশনের প্রধান ডা. এ কে আজাদ খান সথার্থই বলেছেন, 'ওষুধ কোম্পানি থেকে ডাক্তারদের কমিশন নেয়া অনৈতিক ও অবৈধ'। ওষুধের দাম স্থিতিশীল রাখতে বাজার মনিটরিং করা জরুরি। সব জেলায় সিভিল সার্জন অফিস রয়েছে। সিভিল সার্জনদের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা দেশের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের উন্নয়নে প্রধান অন্তরায় বলে অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টির প্রতি জরুরি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। রোগীদের বিদেশ যাত্রা ঠেকাতে স্বাস্থ্য শিক্ষার ওপর জোর ও স্বাস্থ্য খাতের বাজেট বাড়ানোসহ জনবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালগুলো যেন পরীক্ষা ও ওষুধের দাম বেশি রাখতে না পারে, সেটি নিয়েও কাজ করতে হবে। স্বাস্থ্য খাত সংস্কারের মাধ্যমে রোগীবান্ধব হাসপাতাল গড়ে তুলতে হবে।

দেশের প্রতিটি উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে যেখানে মানুষ বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী যথাযথ চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই গ্রামাঞ্চলের মানুষ চিকিৎসার জন্য ঢাকায় আসতে বাধ্য হচ্ছেন, এর ফলে রাজধানীর হাসপাতালগুলোর ওপর রোগীদের বাড়তি চাপ তৈরি হচ্ছে। আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে এমনভাবে সম্প্রসারণ করতে হবে যাতে উপজেলার মানুষদের চিকিৎসার জন্য তাদের উপজেলার বাইরে আসতে না হয়। তাই উপজেলাভিত্তিক হাসপাতালগুলোর সক্ষমতা জোরদার করা প্রয়োজন। উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালে কোনো গুরুতর রোগীকে যথাযথ চিকিৎসা দেয়া সম্ভব না হলে এ ধরনের রোগীকে ঢাকায় রেফার করার জন্য রেফারেল সিস্টেম তৈরি করতে হবে। গর্ভবতী মহিলা, শিশু এবং বৃদ্ধ রোগীদের অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালের জরুরি ইউনিটে বিনামূল্যে পরিবহন করা প্রয়োজন। কারণ, সরকারি যানবাহনে জীবন রক্ষাকারী অক্সিজেন ও স্যালাইন দেয়ার ব্যবস্থা নেই। আমরা যদি গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে চাই, তাহলে স্বাস্থ্য খাতের সব পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা জরুরি। মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে উপজেলা পর্যায়ে চিকিৎসক, টেকনিশিয়ান, নার্সের উপস্থিতি এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে, যেকোনো ধরনের অনিয়ম হলে কঠোর হস্তে মোকাবিলা করতে হবে

যুদ্ধের মধ্যেই ইউরোপে রাশিয়ান গ্যাস রপ্তানি ১৪ শতাংশ বেড়েছে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যেই ২০২৪ সালে ইউরোপে রাশিয়ার পাইপলাইন গ্যাস রপ্তানি আগের বছরের তুলনায় ১৪ শতাংশ বেড়ে ৩২ দশমিক ১ বিলিয়ন ঘনমিটারে উন্নীত হয়েছে। রাশিয়ার গ্যাস জায়ান্ট গ্যাজপ্রম এবং ইউরোপিয়ান নেটওয়ার্ক অব ট্রান্সমিশন সিস্টেম অপারেটরস ফর গ্যাসের (ইএনটিএসওজি) তথ্যের ভিত্তিতে রুশ বার্তা সংস্থা তাস এ তথ্য জানিয়েছে। গ্যাজপ্রম ও ইএনটিএসওজির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে ইউরোপে রাশিয়ার পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহ ছিল প্রায় ২৮ দশমিক ১৫ বিলিয়ন ঘনমিটার। বিশেষ করে, ইউক্রেনের মধ্য দিয়ে পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপীয় দেশগুলোতে ২০২৪ সালে গ্যাস সরবরাহ ছিল ১৫.৪ বিলিয়ন ঘনমিটার, যা আগের বছরের তুলনায় ছয় শতাংশ বেশি। ২০২৪ সালে তুর্কস্ট্রিম পাইপলাইনের মাধ্যমে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে গ্যাস সরবরাহ ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬.৭ বিলিয়ন ঘনমিটারে দাঁড়িয়েছে। শুধু ২০২৪ সালের ডিসেম্বরেই এই রুট দিয়ে ইউরোপে রাশিয়ার গ্যাস রপ্তানি নভেম্বরের তুলনায় তিন শতাংশ বেড়েছে। এছাড়াও তুরস্কের এনার্জি মার্কেট রেগুলেটরি অথরিটির তথ্য অনুসারে, ২০২৪ সালে রাশিয়ান পাইপলাইন গ্যাস সরবরাহ প্রায় ২০ বিলিয়ন ঘনমিটারে পৌঁছাতে পারে।

ট্রাম্পের হোটেলের সামনে বিস্ফোরিত হলো টেসলা সাইবারট্রাক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসে ট্রাম্প ইন্টারন্যাশনাল হোটেলের সামনে একটি টেসলা সাইবারট্রাক বিস্ফোরণে চালক নিহত ও সাত জন আহত হয়েছেন। গক বুধবারের এই বিস্ফোরণ নেহাত দুর্ঘটনা নাকি পরিকল্পিত হামলা- তা গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই খতিয়ে দেখছে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। ঘটনার পর সেদিনই আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে লাস ভেগাস মেট্রোপলিটান পুলিশ ডিপার্টমেন্টের শেরিফ কেভিন ম্যাকমাহিল বলেছেন, ট্রাম্প হোটেলের সামনে একটি টেসলা সাইবারট্রাক বিস্ফোরণে অনেক প্রশ্ন সবার মনে জমা হয়েছে। সেগুলোর উত্তর আমাদের খুঁজতে হবে। প্রত্যক্ষদর্শীদের রেকর্ড করা ভিডিওতে দেখা যায়, হোটেলের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটি হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। নিউ অরলিন্স অঙ্গরাজ্যে নতুন বছরের উদযাপনে ট্রাক চাপা দিয়ে ১৫ জনকে হত্যার কয়েকঘণ্টা পরেই এই ঘটনা হলো। নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিষ্ঠান ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের একটি অংশ হচ্ছে লাস ভেগাসের ট্রাম্প ইন্টারন্যাশনাল হোটেল। ২০২৪ নির্বাচনে ট্রাম্পের অন্যতম সমর্থকদের একজন ছিলেন বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান টেসলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইলন মাস্ক, যিনি আবার ট্রাম্প প্রশাসনে উপদেষ্টার পদও পেতে যাচ্ছেন। এফবিআই এর স্পেশাল এজেন্ট জেরেমি শোয়ার্টজ সাংবাদিকদের বলেছেন, বিস্ফোরণের সঙ্গে সন্ত্রাসী হামলার কোনও যোগসূত্র আছে কিনা, সেটা স্পষ্ট নয়। কলোরাডো অঙ্গরাজ্য থেকে ভাড়া করা গাড়িটির চালককে এফবিআই চিহ্নিত করতে পেরেছে জানালেও, তার পরিচয় জনসম্মুখে এখনও প্রকাশ করা হয়নি। বিস্ফোরণের ঘটনার সঙ্গে সাইবারট্রাকের ত্রুটির কোনও সম্পর্ক নেই বলে মন্তব্য করেছেন মাস্ক। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ তিনি লিখেছেন, আতশবাজি বা বোমার কারণে ট্রাকটি বিস্ফোরিত হয়েছে। বিস্ফোরণের সময় সব টেলেমেট্রি ডাটা ইতিবাচক ছিল। দূরবর্তী উৎস থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে বিশ্লেষণের জন্য পাঠানোর পদ্ধতি হচ্ছে টেলেমেট্রি। ম্যাকমাহিল বলেছেন, একই কার-শেয়ারিং সার্ভিস টার্বো থেকে নিউ অরলিন্সের হামলায় ব্যবহৃত ট্রাক ও বিস্ফোরিত সাইবারট্রাকটি ভাড়া করা হয়েছিল।

মন্টেনেগ্রোর ছোট শহরে বন্দুকধারীর তাণ্ডব, নিহত ১২

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মন্টেনেগ্রোর ছোট শহর চেটিনিয়ে এক বন্দুকধারীর তাণ্ডবে ১২ জন নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালের এই ঘটনায় বন্দুকধারী আত্মহত্যা করেছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। দেশটির ইতিহাসে এটি অন্যতম ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারীর নাম আলেকসান্দার আচো মার্টিনোভিচ (৪৫)। গত বুধবার বিকেলে চেটিনিয়ে শহরের একটি রেস্টুরেন্টে ঝগড়ার পর সে প্রথমে চারজনকে গুলি করে হত্যা করে। এরপর তিনটি স্থানে আরও আটজনকে হত্যা করে, যাদের মধ্যে দুই শিশু রয়েছে। এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন প্রসিকিউটর আন্দ্রিজানা নাস্টিক। হামলার পর মার্টিনোভিচকে তার বাড়ির কাছে আটকানোর চেষ্টা করে পুলিশ। এ সময় সে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয় বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দানিলো সারানোভিচ। তিনি বলেন, হামলাকারী যখন বুঝতে পারে যে পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তখন সে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনাটি চেটিনিয়ে শহরে গত তিন বছরের মধ্যে দ্বিতীয় বড় ধরনের বন্দুক হামলা। ২০২২ সালে একই শহরে আরেক বন্দুকধারীর হামলায় ১০ জন নিহত হয়েছিলেন। পুলিশ জানায়, মার্টিনোভিচ ঘটনার আগে মদ্যপ ছিল এবং তার বিরুদ্ধে অবৈধ অস্ত্র রাখার অতীত অভিযোগ রয়েছে। রেস্টুরেন্টে ঝগড়ার পর সে বাড়ি থেকে অস্ত্র নিয়ে ফিরে এসে গুলি চালায়। এই হামলায় আরও চারজন গুরুতর আহত হন, যাদের মধ্যে একজনের অবস্থা এখনও সংকটজনক বলে জানান পডগোরিকার ক্লিনিক্যাল সেন্টারের পরিচালক আলেকসান্দার রাদোভিচ। পুলিশের মতে, এই হামলার সঙ্গে সংগঠিত অপরাধের কোনও সংযোগ নেই। মন্টেনেগ্রোর প্রধানমন্ত্রী মিলোজকো স্পাজিচ এই ঘটনাকে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন এবং তিন দিনের জাতীয় শোক ঘোষণা করেছেন। দেশটির প্রেসিডেন্ট জাকভ মিলাতোভিচও এই ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। মন্টেনেগ্রো, সার্বিয়া, বসনিয়া, আলবেনিয়া, কসোভো এবং উত্তর ম্যাসিডোনিয়া অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম বালকান অঞ্চলে এখনও অস্ত্রে সয়লাব। এর অধিকাংশ ১৯৯০-এর দশকের যুদ্ধ থেকে এসেছে।

ফিলিস্তিনে আলজাজিরার সম্প্রচার বন্ধ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কাতার ভিত্তিক ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম আলজাজিরার সম্প্রচার নিজেদের ভূখণ্ডে বন্ধ করে দিয়েছে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ। 'উত্তেজনা সৃষ্টিকারী' বিষয়বস্তু নিয়ে অনুষ্ঠান পরিবেশনের অভিযোগ তুলে এমন সিদ্ধান্ত নিল তারা। যদিও দেশটির স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস এই সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়েছে। ফিলিস্তিনের সরকারি বার্তা সংস্থা ওয়াফা এই তথ্য দিয়েছে। খবর এএফপির। কাতার ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেলটির সঙ্গে ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের ফাতাহ আন্দোলনের সম্পর্ক বেশ কিছুদিন ধরে ভালো যাচ্ছিল না। চ্যানেলটির এক প্রতিবেদনে জেনিনে ফিলিস্তিনি নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে মিলিশিয়াদের সংঘর্ষের খবর প্রচারিত হওয়ার পর থেকেই সম্পর্কের এই টানাপোড়েন শুরু হয়। ওয়াফা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ফিলিস্তিনের সংস্কৃতি, স্বরাষ্ট্র ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সদস্যদের নিয়ে গঠিত বিশেষায়িত মন্ত্রিসভা কমিটি এক বৈঠকে আলজাজিরা স্যাটেলাইট চ্যানেলের সম্প্রচারসহ ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে এর অফিসের সবধরনের তৎপরতা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের প্রচলিত আইন ও বিধি লঙ্ঘনের দায়ে চ্যানেলটির সব সাংবাদিক, কর্মচারী ও ক্রুদের সবধরনের কর্মকাণ্ড বন্ধের বিষয়গুলো এই সিদ্ধান্তের আওতায় পড়বে। ওয়াফা থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে অপতথ্য, উত্তেজনা সৃষ্টিকারী, দেশবিরোধী ও হস্তক্ষেপমূলক প্রতিবেদন প্রকাশের পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে আলজাজিরার বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আলজাজিরার কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের পর এএফপি নিশ্চিত করেছে যে, গণমাধ্যমটির রামাল্লাহ অফিস গতকাল বুধবার সম্প্রচার বন্ধের একটি নির্দেশ পেয়েছে। তবে, চ্যানেলটির পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা হয়নি। ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস অবশ্য এই সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়েছে। এক বিবৃতিতে হামাস জানায়, এই সিদ্ধান্ত সম্প্রতি ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের নেওয়া স্বেচ্ছাচারী তৎপরতার অংশ যা জনসাধারণের অধিকার ও স্বাধীনতাকে খর্ব করছে।

শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ইউনের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দক্ষিণ কোরিয়ার অভিশংসিত প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল তার সমর্থকদের উদ্দেশ্যে একটি খোলা চিঠি লিখেছেন। সেখানে তিনি শেষ পর্যন্ত লড়াই করার অঙ্গীকার করেছেন বলে গতকাল বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন একজন আইনজীবী। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। ইউন তার সরকারি বাসভবনের কাছে জড়ো হওয়া কয়েকশো সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বুধবার রাতে চিঠিতে লিখেছেন, আমি ইউটিউবে সরাসরি আপনাদের কঠোর পরিশ্রম দেখেছি। এই দেশকে রক্ষা করতে আপনাদের সঙ্গে আমি শেষ পর্যন্ত লড়াই করব। ইউনের আইনি উপদেষ্টা সিওক ডং-হিউন চিঠিটির একটি ছবি রয়টার্সকে পাঠিয়েছেন। চিঠিটিকে প্রমাণ হিসেবে দেখিয়ে ইউনকে বিভ্রান্ত ও 'বিদ্রোহ' সম্পন্ন করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে মন্তব্য করেছে বিরোধীদল ডেমোক্র্যাট পার্টি। তারা পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও ১৪ ডিসেম্বর ইউনের অভিশংসনের নেতৃত্ব দিয়েছিল।

এবার গোয়া দখলে নিয়ে যা বললো আরাকান আর্মি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : রাখাইন রাজ্যের দক্ষিণতম প্রান্তে গোয়া শহরের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে আরাকান আর্মি। শহরটি দখলের পর এই বিবৃতিতে সশস্ত্র সংগঠনটি জানিয়েছে, তারা রাজনৈতিক উপায়ে অভ্যন্তরীণ সংঘাত সমাধানে প্রস্তুত। গতকাল বৃহস্পতিবার মিয়ামনারের সংবাদমাধ্যম ইরাবতি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০২৩ সালের নভেম্বরে রাখাইন আক্রমণ শুরুর মাত্র ১৩ মাস পর পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্যটির ১৭টি টাউনশিপের মধ্যে ১৪টিই এখন আরাকান আর্মির দখলে। সংগঠনের মুখপাত্র খাইং থুখা বলেছেন, রাজনৈতিক সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান খোঁজা শুরু থেকেই আমাদের নীতি। আমরা এই নীতি মেনে চলছি এবং আলোচনার দরজা খোলা রাখছি। আমাদের আক্রমণ বন্ধ হবে কি না, তা মূলত শাসকগোষ্ঠী কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায় তার উপর নির্ভর করে। ইরাবতি জানিয়েছে, আরাকান আর্মির এখন নানা ধরণের সুবিধা রয়েছে। তারা এখন রাখাইনে বেশিরভাগ চীনা প্রকল্প নিয়ন্ত্রণ করে। যার মধ্যে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইন এবং চীনের স্থলবেষ্টিত ইউনান প্রদেশ থেকে ভারত মহাসাগরে প্রবেশাধিকারসহ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের সুবিধা। আরাকান আর্মির মুখপাত্র সবকিছুর সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় বিদেশি বিনিয়োগের বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যে বলেছি, আমাদের জনগণের জন্য উপকারী যে কোনো বিনিয়োগের জন্য সর্বোত্তম সুরক্ষা আমরা দেবো। আমরা প্রয়োজনীয় সব সহযোগিতা করবো। এই নীতিতে কোনো পরিবর্তন নেই। আরাকান আর্মি জানিয়েছে, ১১তম লাইট ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের নেতা কর্নেল থান সোয়ে উইনসহ বেশ কয়েকজন জান্তা কমান্ডার গোয়ায় লড়াইয়ে নিহত হয়েছেন। লাশের সংখ্যা, যুদ্ধবন্দিদের বিবরণ এবং জব্দ করা নথিপত্রের বরাত দিয়ে আরাকান আর্মি বলেছে, সরকার গোয়াকে রক্ষার জন্য প্রায় ১২০০ সেনা ব্যবহার করেছে। তাদের মধ্যে আনুমানিক ৭০০ জন সংঘর্ষে মারা গেছে। এ সময় বেশ কয়েকটি ক্ষতিগ্রস্ত সাঁজোয়া যান, অস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম জব্দ করা হয় এবং অনেক জান্তা সেনাকে আটক করা হয়। এদিকে, চীনের চাপের মুখে ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সে আরাকান আর্মির সহযোগী মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি ও তাআং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মিও আলোচনায় বসার জন্য প্রস্তুতির কথা জানিয়েছে।

বিনোদন

ভয়ানক অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন ওয়ান্ডার ওম্যান

বিনোদন ডেস্ক : হলিউডের সুপারস্টার গাল গ্যাদত। 'ওয়ান্ডার ওম্যান' ছবিতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি বিশ্বজুড়ে আলাদা জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। তিনি তার গর্ভাবস্থায় মস্তিষ্কে রক্ত জমা হয়ে জরুরি অস্ত্রোপচারের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন। গত রবিবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক পোস্টে 'ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস'খ্যাত অভিনেত্রী জানিয়েছেন, তার গর্ভাবস্থার অষ্টম মাসে মস্তিষ্কে বড় আকারের একটি রক্ত জমাট ধরা পড়েছিল। সেটি তাকে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে নিয়ে গিয়েছিল। বাধ্য হয়ে মস্তিষ্কে জরুরি অপারেশন করতে হয়েছিল। গাল গ্যাদত লিখেছেন, 'সপ্তাহখানেক ধরে অসহনীয় মাথাব্যথায় বিছানায় পড়েছিলাম। তারপর এমআরআই করানোর পর ভীতিকর সত্য জানা যায়। এক মুহূর্তে আমার পরিবার ও আমি বুঝতে পারলাম যে জীবন কতটা নাজুক। এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে সবকিছু খুব দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে। আর আমি শুধু বাঁচতে চাইছিলাম।' তারপর গ্যাদতকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জরুরি অস্ত্রোপচার করা হয়। সেখানে জন্ম নেয় তার কন্যা ওরি। গ্যাদত বলেন, 'তার নামের অর্থ 'আমার আলো'। অস্ত্রোপচারের আগে আমি জেরনকে বলেছিলাম, আমাদের মেয়ে যখন পৃথিবীতে আসবে, সে হবে সেই আলো, যা আমাকে বারবার মুগ্ধ করবে।' অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর গ্যাদত ধন্যবাদ জানিয়েছেন সিডারস-সিনাই হাসপাতালের ডাক্তারদের, যারা তার সুস্থতায় সাহায্য করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেছে এবং এখন পুরোপুরি সুস্থ। জীবনের জন্য কৃতজ্ঞ আমি।' গ্যাদত তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন যেন কেউ যদি একই ধরনের পরিস্থিতিতে পড়েন তারা সচেতন হতে পারেন। তিনি জানান, গর্ভাবস্থায় মস্তিষ্কে রক্ত জমা হওয়া একটি বিরল ঘটনা। প্রতি ১ লাখ গর্ভবতী মহিলার মধ্যে ৩ জনের এই জটিল পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তিনি বলেন, 'এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে সচেতন থাকতে হবে। যদি সময়মতো শনাক্ত করা যায় তবে এটি চিকিৎসাযোগ্য।' গাল গ্যাদত তার স্বামী জেরন ভারসানোর সঙ্গে চারটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। আসছে বছর ডিজনির লাইভ-অ্যাকশন 'স্নো হোয়াইট' সিনেমায় ইভিল কুইন চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে তাকে।

২০২৫ সালের দর্শক আকাঙ্খিত যেসব বলিউড সিনেমা

বিনোদন ডেস্ক : ভারতের সিনেমা গেল বছরটা বেশ মাতিয়ে রেখেছিল। দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারেও সাফল্য পেয়েছে বলিউড ও দক্ষিণ ভারতের সিনেমাগুলো। 'পুষ্পা ২', 'স্ত্রী ২', 'ভুলভুলাইয়া ৩', 'দেবারা' ছবিগুলো যেমন বক্স অফিসে বাজিমাত করেছে তেমনি 'লাপাতা লেডিস'র মতো সিনেমাগুলো কুড়িয়েছে সমালোচকদের প্রশংসায়। সাফল্যের এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে নতুন বছরেও প্রস্তুত ভারতের চলচ্চিত্র শিল্প। ২০২৫ সালে মুক্তি পাবে দারুণ কিছু সিনেমা। পাশাপাশি অনেক বড় বাজেটের সিনেমার কাজও শুরু হবে এই বছরে। বিভিন্ন গণমাধ্যম ও বিশ্লেষণধর্মী সাইটের সূত্রে ২০২৫ সালে ভারতের আলোচিত সিনেমার একটা তালিকা করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা হচ্ছে, এই সিনেমাগুলো আলো ছড়াবে এবার। দেখে নেয়া যাক সেই তালিকা-

দেবা - এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী থ্রিলার : ২০২৫ সালের শুরু হবে 'দেবা' সিনেমা দিয়ে। এটি একটি অ্যাকশন থ্রিলার ছবি। পরিচালনা করেছেন রোশন অ্যান্ড্রুজ। সিনেমাটি দিয়ে জুটি হিসেবে অভিষেক ঘটবে শহিদ কাপুর এবং পূজা হেগড়ের। এতে জমজমাট অ্যাকশন এবং নাটকীয়তা দেখা যাবে। **সিকান্দার - সালমান খানের চমক :** চলতি বছরের ঈদে সালমান খান ফিরবেন 'সিকান্দার' নিয়ে। অ্যাকশন থ্রিলারধর্মী সিনেমাটিতে তার সহশিল্পী হিসেবে রয়েছেন রাশমিকা মান্দানা। এই প্রথম সালমান খান ও রাশমিকাকে জুটি হিসেবে পাবেন দর্শক। এরইমধ্যে বেশ উত্তেজনা তৈরি হয়েছে জুটিটিকে কেন্দ্র করে। তাদের ভক্তরা মুখিয়ে আছেন ছবিটির জন্য। এছাড়াও সিনেমাটিতে দেখা যাবে কাজল আগরওয়াল, সথ্যরাজ, শর্মান জোশি এবং প্রতীক বাব্বারকে।**ওয়ার ২ - তারকাবহুল এক আয়োজন :** ২০১৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'ওয়ার' সিনেমার সিক্যুয়েলটিকে বছরের সেরা সফল সিনেমা মনে করছেন অনেকে। কারণ এতে যেমন পাওয়া যাবে অ্যাকশন ও গল্প-নির্মাণের মুন্সিয়ানা তেমনি এতে থাকবেন হৃতিক রোশান, টাইগার শ্রফ ও জুনিয়র এনটিআরের মতো তারকারা। জুনিয়র এনটিআর ছবিতে ভিলেন চরিত্রে চমক নিয়ে হাজির হবেন। এটি পরিচালনা করছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ।

আলফা - আলিয়া যখন সুপার এজেন্ট : 'আলফা'-তে, আলিয়া একজন সুপার এজেন্টের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। অপরদিকে শর্বরী ওয়াঘও এই ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করবেন। তবে শিব রাওয়েল পরিচালিত ছবিটির অন্যতম চমক ববি দেওল। তিনি ছবিতে ভিলেন হয়ে আসবেন। যশরাজ স্পাই ভার্সের প্রথম মহিলাকেন্দ্রিক ছবি হতে চলেছে 'আলফা'। **ছাবা - এক ঐতিহাসিক মহাকাব্য :** এই সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন লক্ষ্মণ উটেকর। ঐতিহাসিক ড্রামা হিসেবে এটি তৈরি হয়েছে। এতে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব এবং মারাঠা সম্রাট শম্ভাজী মহারাজের জীবনের গল্প উঠে আসবে। ভিকি কৌশল শম্ভাজী মহারাজের চরিত্রে অভিনয় করছেন এবং রাশমিকা মান্দানা অভিনয় করছেন ইয়েসুবাই ভোঁসলে চরিত্রে। অক্ষয় খান্নাকে দেখা যাবে সম্রাট আওরঙ্গজেবের চরিত্রে। এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস 'ছাবা' থেকে তৈরি। বিগ বাজেটের এই সিনেমাটি চলতি বছরে ভারতের সেরা ব্যবসা সফল সিনেমা হতে পারে বলে মনে করছেন অনেক বাণিজ্য বিশ্লেষকরা।**ইমারজেন্সি - কঙ্গনা রানাউত যখন ইন্দিরা গান্ধী :** কঙ্গনা রানাউত পরিচালিত এবং অভিনীত 'ইমারজেন্সি' সিনেমাটি ১৯৭০-এর দশকের ভারতের জরুরি অবস্থার উপর ভিত্তি করে তৈরি। কঙ্গনা এতে ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে অভিনয় করছেন। এতে আরও অভিনয় করছেন অনুপম খের, শ্রেয়স তালপদে, মহিমা চৌধুরী ও মিলিন্দ সোমান।

ফতেহ - সোনু সুদ পরিচালিত প্রথম সিনেমা : 'ফতেহ' সিনেমার মাধ্যমে সোনু সুদ পরিচালক হিসেবে পথচলা শুরু করবেন। সেখানে তিনি এক সাবেক স্পেশাল অফিসারের চরিত্রে অভিনয়ও করছেন। সিনেমাটি অ্যাকশন-প্যাকড থ্রিলার এবং এতে আরও অভিনয় করছেন জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ, নসিরুদ্দিন শাহ এবং বিজয় রাজ।

স্কাই ফোর্স - আকাশে উড়বেন অক্ষয় কুমার : এটি একটি যুদ্ধ ভিত্তিক সিনেমা। এতে অক্ষয় কুমার, নির্মল কউর এবং সারী আলী খান প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন। ছবিটি ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের সারগোধা এয়ারবেসে ভারতের পাল্টা আক্রমণের গল্পকে কেন্দ্র করে নির্মিত।**গেম চেঞ্জার - রাম চরণের রাজনৈতিক অ্যাকশন থ্রিলার :** সিনেমাটি দিয়ে দারুণভাবে কামব্যাক করতে যাচ্ছেন দক্ষিণ ভারতের সুপারস্টার রাম চরণ। এতে তার বিপরীতে দেখা যাবে বলিউডের কিয়ারা আদভানিকে। এই প্রথমবার তারা জুটি হয়ে কাজ করলেন। তাই দর্শকের আলাদা নজর রয়েছে তাদের উপর। রাজনৈতিক অ্যাকশন থ্রিলারটি পরিচালনা করেছেন এস শংকর। এটি ভারতীয় চলচ্চিত্রের দর্শকদের জন্য একটি বড় আকর্ষণ হতে যাচ্ছে। **তান্ডেল - নাগা চৈতন্যর বিবাহ পরবর্তী সিনেমা :** সিনেমাটি দিয়ে নাগা চৈতন্য বিয়ের পর আবার কাজে ফিরছেন। সাই পল্লবীকে দেখা যাবের নাগার বিপরীতে। 'তান্ডেল' সিনেমার গল্প সৃকালাম এলাকার মৎস্যজীবীদের কাহিনির উপর ভিত্তি করে। জেলেরা একটি নিয়মিত মাছ ধরার অভিযানে গিয়ে পাকিস্তানি জলসীমায় ঢুকে যায়।

কে আরিয়ানের এই নতুন প্রেমিকা?

বিনোদন ডেস্ক : কখনো নাম জড়িয়েছে মডেল ও অভিনেত্রী নোরা ফাতেহির সঙ্গে, আবার কখনো তারকাকন্যা অনন্যা পান্ডের সঙ্গে। বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের পুত্র আরিয়ান খানের পেশাগত জীবনের থেকে ব্যক্তিগত জীবন সবসময়ই থাকে আতশ কাচের তলায়। তবে এবার বলিপাড়ার কেউ নন, ব্রাজিলের এক মডেল ও অভিনেত্রীকে নাকি মন দিয়েছেন শাহরুখপুত্র। অনেক দিন ধরেই এমন গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে বলিপাড়ায়। মডেলের নাম লারিসা বোনেসি। বর্ষবরণের রাতেও সেই চর্চিত প্রেমিকার সঙ্গেই সময় কাটালেন আরিয়ান খান। মুম্বাই শহরের এক নৈশ পার্টিতে আরিয়ানের নিজস্ব বিপণন সংস্থার পার্টি ছিল। সেখানেই আসেন মডেল লারিসা। পার্টিতে প্রবেশ করার সময় তাকে ক্যামেরাবন্দি করেন ফটোসাংবাদিকরা। এ মুহূর্তে সেই ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। তবে দুজন একসঙ্গে পার্টিতে প্রবেশ করেননি। একসঙ্গে ক্যামেরার সামনে ধরাও দেননি তারা। বর্ষবরণের পার্টিতে কালো প্যান্টের সঙ্গে সাদা রঙের টি-শার্ট পরেছিলেন আরিয়ান। তার ওপরে বেছে নিয়েছিলেন লেয়ার্ড জ্যাকেট। অন্যদিকে লারিসা বেছে নেন গোলাপি রঙের ঝলমলে পোশাক। মধ্যরাতে এই পার্টি থেকে বেরোন আরিয়ান। মাথা নিচু করে বেরোচ্ছিলেন শাহরুখপুত্র। পা পড়ছে বেতালে। ভিডিওতে স্পষ্ট দেখা যায়, আকণ্ঠ মদপান করে রয়েছেন আরিয়ান। কোনোমতে মাটির দিকে তাকিয়ে পা ফেলছেন তিনি। একটু এদিক থেকে ওদিক হলে পড়ে যেতে পারেন তিনি। তবে সেদিকে লক্ষ্য ছিল নিরাপত্তারক্ষীদের। ফলে নির্বিঘ্নে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যান তিনি। আরিয়ানের পেছন পেছন বেরোন তার মদ্যপ বন্ধুরা। তারাও তাল মিলিয়ে ডান পা-বাঁ পা ফেলতে পারেননি কেউ, ভিডিওতে তেমনই দেখা গেছে। উল্লেখ্য, লারিসাকে দেখা গেছে 'গো গোয়া গন', 'ঠিক্কা' নামের ছবিতে। অন্যদিকে আরিয়ানও তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তবে শাহরুখপুত্র ক্যামেরার পেছনেই থাকতে চান। ওটিটি প্ল্যাটফর্মে তার পরিচালিত ছবি খুব শিগগির মুক্তি পাবে। ছবির প্রযোজক গৌরী খান।

নিজের কণ্ঠে দর্শককে মাতিয়ে রাখতে চান ফারিণ

বিনোদন ডেস্ক : ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ। অসংখ্য নাটকে অভিনয় করে ভক্ত অনুরাগীদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন অনেক আগেই। গেল বছর বেশ কয়েকটি ওয়েব সিরিজে কাজ করে ব্যাপক প্রশংসায়ও ভেসেছেন অভিনেত্রী। আবার, দেশের গণ্ডি পেরিয়ে কাজ করছেন টলিউডেও। অভিনয়ের পাশাপাশি নাচেও দক্ষতা রয়েছে ফারিণের। তবে গত বছর ফারিণ আরও যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় ছিলেন, সেটি হচ্ছে তার গান! নিজের কণ্ঠে দর্শক মাতিয়েছেন একাধিকবার। জানা গেল, সেই ধারা নাকি নতুন বছরেও অব্যাহত রাখতে চান ফারিণ। তবে সব মিলিয়ে বলা যায়, শোবিজ অঙ্গনে সফলতার সঙ্গে আরও একটি বছর পার করলেন তাসনিয়া ফারিণ। ক্যারিয়ারের সেরা সময়েই নতুন বছর শুরু করছেন ফারিণ। বেশকিছু কাজ নিয়ে রয়েছে তার ব্যস্ততা। তার মধ্যে রয়েছে নতুন একটি সিনেমা ও নতুন একটি গান। সম্প্রতি গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নতুন বছরের এমন কর্মপরিকল্পনারই কথা জানান ফারিণ। অভিনয় ও গান একসঙ্গে চালিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে ফারিণ বলেন, 'আমি কখনো প্ল্যান করে কিছু করি না। যেটা ভালো লাগে, সেটা নিয়েই কাজ করার চেষ্টা করি। সেই ভালো লাগা থেকে আমার দর্শকের জন্য নতুন একটি গান আসছে এটি নিশ্চিত। আর নতুন একটি সিনেমায় অভিনয়ের বিষয়ে কথা হচ্ছে। সেটাও মোটামুটি নিশ্চিত।' এ সময় সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছাও জানান অভিনেত্রী। বলেন, 'আমরা ভাগ্যবান আরও একটি নতুন বছর পেয়েছি। তবে দিনটি সবার জন্যই যেন আনন্দের হয় সেই কামনাই থাকবে।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চরিত্রে নিলয়

বিনোদন ডেস্ক : অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো কি পাগলামি? নাকি সমাজের প্রচলিত নিয়মের বাইরে গিয়ে ভিন্নভাবে ভাবা মানেই সাইকো হওয়া? এমনই এক ব্যতিক্রমী ভাবনার নাটক 'পাগলের সুখ মনে মনে'। নির্মাতা শাহনেওয়াজ রিপন তার ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গি আর সাহসী বার্তায় তৈরি করেছেন এক অনন্য শিল্পকর্ম। চিত্রনাট্যের সূক্ষ্মতায় প্রাণ দিয়েছেন সুস্ময় সুমন। তবে গল্পের মূল ভাবনায় নিজের মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন নির্মাতা নিজেই। যেখানে সমাজের নিয়ম আর মানবিকতার লড়াই ফুটে উঠেছে অনবদ্যভাবে। নাটকটিতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন জনপ্রিয় তারকা জুটি নিলয় আলমগীর ও হিমি। কালবেলা ড্রামা চ্যানেলের প্রথম নাটক হিসেবে নতুন বছরের প্রথম দিনেই প্রকাশিত হয়েছে। নাটকের প্রধান চরিত্র নিলয়। তার চরিত্রটি সমাজের প্রতিটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হিসাবে প্রকাশ করেছেন। নিলয় বলেন, 'এই গল্পে আমাকে একপ্রকার পাগল বলতে পারেন। কারণ, আমি সবকিছুতে প্রতিবাদ করি। যেমন ধরুন কেউ গাছের পাতা ছিঁড়ুক বা রাস্তায় বসে থাকা কুকুরকে লাথি দিক, সবকিছুতেই আমি বাধা দিই। এই গল্পের মাধ্যমে আমরা এমন একটা বার্তা দিতে চাই, যা আমাদের সমাজের অনেক অসঙ্গতির চোখ খুলে দেবে।' গল্পে নিলয়ের পাশাপাশি রয়েছেন জান্নাতুল সুমাইয়া হিমি, যার চরিত্রটি শান্ত-শিষ্ট ও সংবেদনশীল। হিমি বলেন, 'গল্পের কেন্দ্রবিন্দু নিলয় হলেও, আমার চরিত্রে আবেগের একটি গভীরতা রয়েছে যা দর্শকদের মন ছুঁয়ে যাবে।' অন্যদিকে, তানজিম হাসান অনিক তার চরিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন এক ক্ষমতালোভী তরুণের গল্প, যিনি নিজের চাচার ক্ষমতার দাপটে এলাকার মানুষকে ভয় দেখান। এমনই জটিল সব চরিত্রের মিশেলে গল্পটি হয়েছে আরো মজাদার। গল্পের প্রেক্ষাপট নিয়ে নির্মাতা শাহনেওয়াজ রিপন বলেন, 'সমাজের সাধারণ মানুষের সংকীর্ণ মনোভাব নিয়ে এই গল্প। আমাদের মধ্যে যিনি ভিন্ন কিছু করার চেষ্টা করেন, তাকেই আমরা সমাজের মূল স্রোত থেকে দূরে ঠেলে দিই। কিন্তু দিন শেষে সেই ব্যতিক্রমী মানুষটির কাজই আমাদের চোখ খুলে দেয়।

বুনো ফুল থেকে মধু আহরণ করছে মৌমাছি। কাউখালী, রাঙামাটি।

কৃষিতে শৈত্যপ্রবাহের শঙ্কা ও প্রভাব

কৃষি ও প্রকৃতি ডেস্ক : ক্রমান্বয়ে শীতের ব্যাপ্তি ও তীব্রতা ক্রমাগত বাড়ছে। ফসলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং ফলন হ্রাসের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ফসলের পরাগায়ন ব্যাহত হবে। অতি ঠান্ডায় আলু, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ ইত্যাদি ফসলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে কমে যাবে। তীব্র শীত ও ঘন কুয়াশায় নষ্ট হবে বোরোর বীজতলা। নষ্ট হচ্ছে কৃষকের শিম, লাউ, করলা, মিষ্টি কুমড়া, আলু, শাক-সবজিসহ বিভিন্ন কৃষি ক্ষেত। মৌসুমের এ সময়ে মাঠে শীতকালীন ফসল আলু, টমেটো, বেগুন, মরিচ, সরিষা, শিমসহ বিভিন্ন জাতের সবজি আছে। এ ছাড়া কোথাও কোথাও বোরোর বীজতলা আছে। আবার কোথাও বোরো চারা রোপণ করা হয়েছে। চলমান শৈত্যপ্রবাহে বোরো বীজতলা ও রোপা ধানের কোল্ড ইনজুরি এবং আলুর লেট ব্লাইট রোগে আক্রান্ত হওয়ার দুশ্চিন্তায় কৃষক ও মাঠ পর্যায়ের কৃষিবিদরা। এ ধরনের আবহাওয়া গম উৎপাদনে সহায়ক হলেও বৃষ্টি নামলে ছত্রাকবাহী 'ব্লাস্ট' রোগের সংক্রমণ ছড়াতে পারে। এরই মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের তাপমাত্রা ৯-১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে হ্রাস পেয়েছে। ফলে রোপা বোরোর বীজতলা এবং আলু নিয়ে কৃষকের দুশ্চিন্তা ক্রমশ বাড়ছে। বোরো বীজ রোপণে ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলেও বীজতলা নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তা থেকেই যাচ্ছে। পাশাপাশি আলু নিয়েও শঙ্কা বাড়ছে কৃষকের। অপরদিকে গত কয়েক বছর ছত্রাকবাহী ব্লাস্ট রোগের কারণে সরকার কিছু এলাকায় গম আবাদ নিরুৎসাহিত করলেও এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। তীব্র শীত ও ঘন কুয়াশার কারণে ঝুঁকিতে পড়েছে বোরোর বীজতলা। বিভিন্ন ধরনের ছত্রাকনাশক ছিটিয়েও তেমন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্যমতে, উত্তরাঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় শৈত্যপ্রবাহ শুরু হয়েছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। উত্তরাঞ্চলের তাপমাত্রা তলানিতে নামতে শুরু করেছে। এ অবস্থায় বীজতলা মরে বোরোর চারা সংকট দেখা দেওয়ার শঙ্কা তৈরি হতে পারে। কৃষকেরা বলছেন, তারা বীজতলায় ছত্রাকনাশক ছিটাচ্ছেন। কুয়াশার হাত থেকে চারা বাঁচাতে বীজতলা পলিথিন দিয়ে ঢেকেও রাখছেন। তীব্র শীত-কুয়াশার কারণে বোরো নিয়েও শঙ্কা দেখা দিয়েছে। শীত বেশি হলে বোরো বীজতলায়ও সমস্যা হয়। শীতে বিশেষ করে কুয়াশা বাড়লে আলুর মড়ক দেখা দেয়। আলু গাছ অতি ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না। তাই কুয়াশা ঝরলে চিন্তা হয়। শুধু আলুই নয়; টমেটোর ক্ষেতেও মড়ক দেখা দেয়। কয়েক দিনের ঘন কুয়াশা ও তীব্র শীতে বগুড়া, রাজশাহী ও জয়পুরহাটে আলু চাষিদের মধ্যে তৈরি হয়েছে শঙ্কা। বিঘার পর বিঘা জমির আলুর পাতা কুঁকড়ে যাওয়াসহ পাতা ও কাণ্ড পচে যাওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে। চারদিন পর পর তারা জমিতে ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করছেন। আলু রোপণের দেড় থেকে দুই মাস পর কাণ্ড ও পাতা এই রোগে আক্রান্ত হয় বলে জানিয়েছেন কৃষকেরা। লেট ব্লাইট বা মড়ক নামের এই পচন রোগ থেকে রক্ষা পেতে জমিতে সপ্তাহে অন্তত একদিন ছত্রাকনাশক ছিটাতেই হবে বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ। কৃষকেরা বলছেন, কয়েকদিনে রংপুর অঞ্চলে শীতের তীব্রতা বেশ বেড়েছে। দিনের বড় অংশই কুয়াশায় আচ্ছন্ন থাকায় ক্ষেতে ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দিয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় ধানের চারা হলুদাভ হয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। আবার অনেকের বীজতলায় চারা পোড়া ও ঝলসানো রোগও দেখা দিয়েছে। জমিতে ১০-১৫ দিন বয়সী চারাগুলো সাদা ও লালচে রং ধরে মারা যাচ্ছে। প্রচণ্ড ঠান্ডা ও ঘন কুয়াশার কবল থেকে বোরো ধানের বীজতলার চারা রক্ষার জন্য এখন দরকার: প্রতিদিন সন্ধ্যায় বীজতলা সেচের পানি দিয়ে ডুবিয়ে রাখতে হবে এবং পরদিন সকালে পানি বের করে দিন। চারাগাছে সূর্যের রোদ লাগার ব্যবস্থা করতে হবে। বীজতলায় ২-৫ সেন্টিমিটার (০.৭৮ থেকে ২ ইঞ্চি) পানি রাখুন এবং মাঝে মাঝে জমে থাকা পানি বের করে পুনরায় নতুন পানি দিন।

বাজিতপুরে চালের বাজার অস্থির, মধ্যবিত্তরা বিপাকে

বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর, কুলিয়ারচর ও নিকলীসহ হাওর অধ্যুষিত উপজেলা গুলোতে চালের বাজার অস্থির হয়ে পড়েছে। গত ১৫ দিন আগেও চালের বাজার স্থিতিশীল অবস্থায় ছিল। প্রতি কেজিতে ৪-৫ টাকা চালের দাম বেড়েছে। ৫০ কেজি বস্তায় ২০০-২৫০ টাকা বেড়েছে। সরকার কোনো মতেই বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। গত কয়েকদিন আগে ৫০ কেজি বস্তায় ৩,০০০ টাকা ছিল। সে বস্তা বর্তমানে ৩,২০০-৩,৩০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বিভিন্ন বাজারে ঘুরে দেখা গেছে বর্তমানে বি.আর ২৮ চাউল প্রতি কেজি ৬৫ টাকা, বি.আর ২৯ প্রতি কেজি চাউল ৬৮-৭২ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। কাটারি ভোগ ২৫ কেজি বস্তা ৩,৩০০ টাকা, নাজির শাইল প্রতি বস্তা ৩,৪০০ টাকা। নাম প্রকাশ না করা শর্তে কয়েকজন ব্যবসায়ী জানানা তাদেরকে বিভিন্ন বাজার থেকে বেশি দামে ক্রয় করতে হচ্ছে। সেই কারণে চালের বাজার অস্থির হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে আমন ধান উঠার পরেও এ বাজারের চালের দাম আরও উর্ধ্বগতি হচ্ছে।

বরিশালে কুরিয়ার সার্ভিস থেকে পলিথিন জব্দ

বরিশাল প্রতিবেদক : নগরীর ক্লাব রোড এলাকার জননী কুরিয়ার সার্ভিসে ঢাকা থেকে আসা অবৈধ নিষিদ্ধ ১১০ কেজি পলিথিন জব্দ করেছে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বিএম রাকিব উদ্দিন জানান, নগরীর বরিশাল ক্লাব রোডের জননী কুরিয়ার সার্ভিসে আসা সরকার নিষিদ্ধ বিভিন্ন সাইজের ১১০ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়েছে। জননী কুরিয়ার সার্ভিস বরিশাল শাখার দায়িত্বে থাকা ম্যানেজার সুমন বলেন, ঢাকার চকবাজার শাখা থেকে বরিশাল চকবাজারের ব্যবসায়ী চয়ন নামে এক ব্যক্তি তিনটি বস্তা জননীর বরিশাল শাখায় কুরিয়ার করে। তিনি আরও জানান, জননী কুরিয়ার সার্ভিসের গাড়ীতে ঢাকা থেকে আসা বস্তা তিনটি লেবাররা নামানোর সময় কুরিয়ার কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হলে বস্তা তিনটি খুলে দেখতে পাওয়া যায় বস্তার ভিতরে সরকার নিষিদ্ধ পলিথিন রয়েছে। পরে তারা বিষয়টি এক সাংবাদিকদের মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের অবহিত করার পর পলিথিন জব্দ করা হয়। তবে ঘটনাস্থলে নিষিদ্ধ পলিথিনের মালিককে না পাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

নন্দীগ্রামে একমাসে ২০ টি খড়ের পালায় আগুন

নন্দীগ্রাম,বগুড়া প্রতিনিধি : বগুড়ার নন্দীগ্রামে দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে পুড়ছে কৃষকের খড়ের পালা। এতে গোখাদ্যর সংকটে পরেছে ওই ভুক্তভোগী কৃষকরা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নন্দীগ্রাম উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে গত এক মাসে প্রায় ২০ টি খড়ের পালায় আগুন দিয়াছে দুর্বৃত্তরা। উপজেলার নন্দীগ্রাম সদর ইউনিয়নের বিজয়ঘট গ্রামের আব্দুল কুদ্দুসের ১৭ বিঘা জমির খড়ের পালায় আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। সম্প্রতি একই গ্রামের কৃষক আক্কাছ আলী, আব্দুল আজিজ, শফিকুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম, ফেরদৌস আলী ও এনামুল হকের ৯টি পালায় আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এছাড়া গত শুক্রবার বুড়ইল ইউনিয়নের সোনারপাড়া গ্রামের আব্দুল সালামের ১২ বিঘা জমি খড়ের পালায় আগুন দিয়েছে দূর্বৃত্তরা। এর কয়েকদিন আগে ওই ইউনিয়নের বীরপলি গ্রামের যুবদল নেতা আব্দুর রাজ্জাকের ৩টি খড়ের পালায় আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এছাড়াও কাথম গ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা আইন হাজীর খড়ের পালাতেও আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। প্রতিনিয়ত নন্দীগ্রাম উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে এ ধরনের অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া যাচ্ছে। উপজেলার বিভিন্ন এলাকার কৃষকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, যে ভাবে খড়ের পালায় আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটছে এতে উপজেলার কৃষকরা শঙ্কিত হয়ে পরেছে। কম-বেশি সব কৃষক গরু লালন পালন করে। এই ভাবে যদি খড়ের পালায় আগুন দেওয়া হয়।

খাগড়াছড়ির বুকে চা বাগানে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত

খাগড়াছড়ির প্রতিনিধি : শহরের কোলাহল ছেড়ে পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা মেঠোপথ পেরিয়ে সীমান্তঘেঁষা তাইন্দংয়ে স্থানীয় কৃষক আলী হোসেন শখের বশে গড়ে তুলেছেন চা বাগান। খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে সীমান্তবর্তী তাইন্দংয়ের কৃষ্ণদয়াল বিজিবি ক্যাম্পের পাশেই ৩০ বিঘা জমিতে গড়ে তোলা হয়েছে এ চা বাগান। উঁচু-নিচু পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে সবুজ গালিচায় মোড়ানো দুটি পাতা আর একটি কুঁড়ি যেন সবুজ পাহাড়কে আরও সবুজময় করে তুলছে। কৃষক মো. আলী হোসেনের শখের চা বাগান যেন খাগড়াছড়ির বুকে চা উৎপাদনের সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। বাংলাদেশ চা বোর্ডের তথ্যমতে, দেশে ১৬৮টি চা বাগান নিবন্ধিত আছে। তার মধ্যে চট্টগ্রাম জেলায় ২২টি। ২০১৬ সাল থেকে চট্টগ্রাম জেলা ঘেঁষা মানিকছড়ি তিনটহরীতে ৪৩ একর জায়গার ওপর একটি চা বাগান আছে। যেটি বাংলাদেশ চা বোর্ডের সর্বশেষ নিবন্ধিত চা বাগান। সে তালিকায় ওঠেনি কৃষক আলী হোসেনের শখের চা বাগানের নাম। সরেজমিনে দেখা যায়, সবুজের সমারোহ দৃষ্টিনন্দন বাগানটি দেখতে প্রতিদিন স্থানীয়রা ছুটে আসেন। দুর্গম পাহাড়ের বুকে একখণ্ড চা বাগান পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় নতুন প্রাপ্তি যোগ করেছে। একই সাথে পাহাড়ে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। খাগড়াছড়ির বুকে চা বাগানে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত, চা বাগানের মালিক আলী হোসেন বলেন, 'ব্যতিক্রম কিছু করার আশায় চা বাগান করার উদ্যোগ নিই। ২০১৬ সালে ৩০ বিঘা জমি কিনি। তারপর চা চাষের জন্য এ মাটি উপযোগী কি না, তা পরীক্ষা করে সিলেট থেকে বীজ এনে চারায় রুপান্তর করি। বর্তমানে ৪ বিঘা জমিতে ৬ হাজার চা গাছ আছে। বাকি জমিতে ক্রমান্বয়ে চা-বাগান করা হবে। বছরে প্রায় ৬ লাখ টাকার চা বিক্রি করা হয়। চা উৎপাদনে খরচ হয় অর্ধেকের কিছু বেশি।' সীতাকুণ্ডের বারৈয়াঢালার পানের কদর দেশজুড়ে, নিজের বানানো মেশিনেই চা পাতা প্রক্রিয়াজাত করেন জানিয়ে তিনি বলেন, 'স্থানীয় ভাবে প্রতি কেজি চা পাতা তিনশ টাকা করে বিক্রি করি। বছরে প্রায় ২ হাজার ১০০ কেজি চা পাতা বিক্রি করি। বর্তমানে বাগানের গাছের বয়স ৯ বছর। ১২ বছর অতিক্রম হলে প্রতিটি গাছে শতভাগ চা পাতায় পরিপূর্ণ হবে। তখন আরও বেশি লাভ হবো।' মাটিরাঙ্গা থেকে বাগান দেখতে আসা শিক্ষক মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, 'স্বজনদের নিয়ে চা বাগান দেখতে এসেছি। কচি কচি চা পাতা সমৃদ্ধ বাগানটি খুব সুন্দর। দারুণ সময় কাটছে এখানে। সময় পেলে আবার আসবো সহকর্মীদের নিয়ে।'

থোকায় থোকায় কমলা, ভাগ্য ফেরাচ্ছে চাষির

সুন্দরগঞ্জ প্রতিনিধি : ঘন সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে থোকায় থোকায় ঝুলছে রসালো কমলা। দূর থেকে মনে হয়, গাছের পাতার ফাঁকে আলো জ্বলছে। দুই সারির মাঝে হাঁটাপথ। নজরকাড়া কমলা। গাছজুড়ে রসে টইটুম্বুর পাকা কমলার থোকা। বাগানজুড়ে যেন রসালো 'চায়না' কমলার রঙিন হাসি। মানুষ কমলা বাগান ঘুরে ঘুরে নেড়েচেড়ে দেখছেন আর অন্যরকম সুখানুভূতিতে আপ্লুত হচ্ছেন। গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত এ 'চাইনিজ' কমলা বাগান। উপজেলার ছাপরহাটি ইউনিয়নের পূর্ব ছাপরহাটি এলাকার কমলা চাষি মলয় কুমার লিটনের বাগানে ফলটির বাণিজ্যিক চাষ হচ্ছে। ফলনও হয়েছে ভালো। রং ও আকার দেখে গাছ থেকে পছন্দমতো কমলা নিয়ে দর্শনার্থীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন বাগান মালিক। জেলা শহর থেকে সুন্দরগঞ্জের ধর্মপুর বাজার পৌঁছে সেখান থেকে দেড় কিলোমিটার পশ্চিম দিকে গেলে কমলা বাগানটি চোখে পড়ে। বাগানের উদ্যোক্তা মলয় কুমার লিটন (৪৫) স্থানীয় বাজারে গানের সিডি-ক্যাসেট বিক্রি ও রেকর্ডিংয়ের ব্যবসা করতেন। তা ছেড়ে গোলাপ, গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, গ্লাডিওলাস আর রজনীগন্ধার বাণিজ্যিক চাষের জন্য ২০০৮ সালে বাবার ৮০ শতাংশ (প্রায় আড়াই বিঘা) জমিতে নার্সারি শুরু করেন।

তালগাছে বাসা বুনছে বাবুই পাখি। কাটাছড়ি, রাঙামাটি।

কাহারোলের দশ মাইলে শীতবস্ত্র বিতরণ

কাহারোল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার দশ মাইল এলাকায় অসহায়, দরিদ্র এবং ইয়াতিম শিশুদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। হাইয়্যা আলাল ফালাহ, বাংলাদেশের সহযোগিতায় দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার দশ মাইল মোড়ে শ্যামলবাংলা স্কুল মাঠে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথী ছিলেন, সামাজিক সংগঠনের অন্যতম নেতা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের দিনাজপুর জেলা সভাপতি মোঃ জাকিরুল ইসলাম। এই সময় উপস্থিত ছিলেন মোঃ শরিফুল ইসলাম, রানা, সেলিমউদ্দিন, সাকিব ইসলাম সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবগণ। প্রধান অতিথী তার বক্তব্যে বলেন, অসহায়, দুঃস্থদের শীতবস্ত্র বিতরণের জন্য সমাজের বিত্তবান মানুষ যেন এগিয়ে আসে সেই উদাত্ত আহ্বান জানান তিনি।

কুড়িগ্রামে বৃষ্টির মতো পড়ছে কুয়াশা

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : উত্তরের হিমেল বাতাস ও ঘন কুয়াশার কারণে তীব্র ঠান্ডায় কাহিল পড়েছে কুড়িগ্রামের মানুষ। গত ২৪ ঘন্টায় তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেলেও কমেনি শীতের তীব্রতা। গত দুদিন ধরে দেখা মিলছে না সূর্যের। ফলে শীতকষ্টে পড়েছে মানুষজন। জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করছে জেলার রাজারহাট আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। তবে গতকাল তাপমাত্রা ছিলো ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কনেকনে ঠান্ডায় শীত কষ্টে পড়েছে হতদরিদ্র, ছিন্নমূল ও স্বল্প আয়ের শ্রমজীবী মানুষেজন। জরুরী প্রয়োজন ছাড়া লোকজন ঘর থেকে বাইরে বের হচ্ছেন না। দিনের বেলা সূর্যের উত্তাপ না থাকায় হিমেল বাতাসে কনকনে ঠান্ডায় জবুথবু হয়ে পড়েছে সমগ্র জেলা। এদিকে শীত নিবারণে জেলার ৯ উপজেলায় ৪৯ লাখ টাকা ও ১২ হাজার কম্বল বরাদ্দ দিয়েছে জেলা প্রশাসন। সেসব বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার যাত্রাপুর ইউনিয়নের ঘোড়ার গাড়ি চালক সিরাজুল ইসলাম বলেন, দুই দিন থাকি সূর্যের দেখা নাই। খুব ঠান্ডা, গাড়ি চালায় যায় না। বৃষ্টির মতোন কুয়াশা পড়ছে, খুব কষ্টে আছি হামরা। কুড়িগ্রামের রাজারহাট আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুবল চন্দ্র সরকার জানান, গত দেড় মাস ধরে এই অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস উঠানামা করছে। চলতি মাসে ২-৩টি শৈত্যপ্রবাহ এ জেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানান তিনি।

কালীগঞ্জে মাদক বিরোধী অভিযানে মদসহ আটক ১

কালীগঞ্জ, গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের কালীগঞ্জ থানা পুলিশের মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযানে চোলাই মদ উদ্ধার ও মদ তৈরির উপকরণ জব্দ করে এক মদ ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। নাগরী ইউনিয়নের বিরুয়া নলছাটা এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। আটক মদ ব্যবসায়ী বিকাশ চন্দ্র দাস (৪৫) বিরুয়া নলছাটা এলাকার সুবোধ চন্দ্র দাসের ছেলে। সে দীর্ঘদিন যাবৎ নিজ বাড়ীতে চোলায় মদ তৈরি ও বিক্রি করে আসছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কালীগঞ্জ থানা পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন উপজেলার নাগরী ইউনিয়নের বিরুয়া নলছাটা এলাকায় সুবোধ চন্দ্র দাসের বাড়ীতে বিকাশ চন্দ্র দাস গোপনে দেশীয় মদ তৈরির কারখানা গড়ে তুলে দীর্ঘদিন যাবৎ নির্বিঘ্নে বিক্রি করে আসছেন। কালীগঞ্জ থানার এস আই মাসুদ রানা শামিম এর নেতৃত্বে এস আই মো. কামরুল ইসলাম, শ্রী শান্তি দাস ও এএসআই সোহেল রানা সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সুবোধ চন্দ্র দাসের বাড়ীতে মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। পুলিশ বিকাশ চন্দ্র দাসের ঘর তল্লাশি করে ২ লিটার ৩টি প্লাষ্টিক বোতলে ৫ লিটার মদ উদ্ধার করেন। পরে গোসল খানায় ও টয়লেটের ভেতর থেকে ৩ ড্রাম মদ তৈরীর উপকরণ (জাওয়া) উদ্ধার করা হয়।

টাঙ্গাইলে শীতার্ত মানুষদের শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে বুরো

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : টাঙ্গাইল সদর উপজেলার কাতুলী উইনিয়নে দরিদ্র ও অসহায় ৫ শতাধিক শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে বুরো বাংলাদেশ। উপজেলার কাতুলী ইউনিয়নের বাগবাড়ি চৌবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ৫ শতাধিক শীতার্ত অসহায় মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। কম্বল বিতরণী কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মো. শরিফুল ইসলাম। এতে বক্তব্য রাখেন বাগবাড়ি চৌবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. ছানোয়ার হোসেন, বাগবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আফসার উদ্দিন, বুরো বাংলাদেশ টাঙ্গাইল শাখার আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো. সামছুল আলম ও ছিলিমপুর এলাকার ব্যবস্থাপক মো. সাদিকুর রহমান প্রমুখ। বক্তারা বলেন, বুরো বাংলাদেশরে মূল কর্মসূচীর অংশ হিসেবে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী। বুরো বাংলাদেশ সরকারের সহযোগী হিসেবে জনকল্যাণ মূলক কাজ করে যাচ্ছে।

চরভদ্রাসনে কৃষকদল নেতার শীতবস্ত্র বিতরন অব্যাহত

চরভদ্রাসন, ফরিদপুর প্রতিনিধি : ফরিদপুরের চরভদ্রাসন উপজেলায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও আমরা বিএনপি পরিবার এর উপদেষ্টা আলমগীর কবিরের পক্ষে দুস্থদের মাঝে বীনামূল্যে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরন অব্যাহত রয়েছে। আমেরিকান প্রবাসী উক্ত নেতার ব্যাক্তিগত তহবিল থেকে উপজেলা সদর ইউনিয়নের পদ্মা নদীর গোপালপুর ঘাটে এবং পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে প্রায় এক হাজার দুস্থ পরিবারের মাঝে কম্বল বিতরন করা হয়। বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে এসব কম্বল বিতরন করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। এ কম্বল বিতরন অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন উপজেলা বিএনপি'র সভাপতি মোঃ শাহজাহান শিকদার। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যাবস্থাপনা ও সহায়তা করেন কৃষকদল নেতা আলমগীর কবিরের পক্ষে তার ছোট ভাই মোঃ মোস্তফা কবির। এসব শীতবস্ত্র বিতরন অনুষ্ঠানে অন্যান্যর মধ্যে বক্তব্য দেন, উপজলা কৃষক দলের সাধারন সম্পাদক মোঃ ফারুক হোসেন, বিএনপি নেতা মঞ্জুরুল হক মৃধা, ওয়াহিদুজ্জামান মোল্যা, পিন্টু মৃধা ও আলী মৃধা প্রমুখ। জানা যায়, ওই দিন দুপুরে উপজেলা পদ্মা নদীর গোপালপুর ঘাট এলাকায় চরঝাউকান্দা ইউনিয়নের প্রতি পরিবারে একটি করে ২০০ পরিবারের মাঝে ২০০ পিচ কম্বল এবং চরভদ্রাসন পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে চরভদ্রাসন সদর ইউনিয়নের প্রতি পরিবারে একটি করে ৮০০ পরিবারের মাঝে ৮০০ পিচ কম্বল সহ মোট এক হাজার পিচ শীতবস্ত্র কম্বল বিতরন করা হয়।

কোমর তাঁতে পিনন (দোপাট্টা) বুনছেন এক পাহাড়ি নারী। বোদিপুর, রাঙামাটি।

টাঙ্গাইলে বেড়েছে শীতের তীব্রতা

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : টাঙ্গাইলে বেড়েছে শীতের তীব্রতা, সেই সাথে উত্তরের কনকনে হিমেল হাওয়ায় জবুথবু হয়ে পড়েছে জেলার জনজীবন। বিশেষ করে জেলার পশ্চিমের চরাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বের পাহাড়ি এলাকায় সবচেয়ে বেশি শীত অনুভূত হচ্ছে। ফলে নিম্ন-আয়ের মানুষ, গৃহহীন ভাসমান মানুষ ও কৃষকরা সমস্যায় পড়ছে সবচেয়ে বেশি। টাঙ্গাইল আবহাওয়া অফিসের সূত্রে জানা যায়, জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় তাপমাত্রা কমেছে ৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস। জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রার পতন অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে জেলা আবহাওয়া অফিস। জানা গেছে, গত বুধবার ও গতকাল বৃহস্পতিবার জেলায় সূর্যের দেখা মেলেনি। সেই সাথে উত্তরের কনকনে হিমেল হাওয়ার কারনে জেলায় প্রচন্ড শীত অনুভূত হচ্ছে। এর ফলে জেলার পশ্চিমের চরাঞ্চলে খুব সকালে কৃষকদের সবজির খেতে গিয়ে সবজি তুলে শহরের বিভিন্ন পাইকারি বাজারে আনতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। এ ছাড়াও জেলার পাহাড়ি এলাকায় ঘন কুয়াশা ও হিমেল হাওয়ায় কারনে সন্ধ্যার পরে স্থানীয় মানুষ জন প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হচ্ছে না স্থানীয়রা জানায়,শীতের দাপটে গ্রামাঞ্চলের অনেকেই আগুন জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টাও করছেন। তীব্র শীত উপেক্ষা করে জীবিকার তাগিদে কাজের সন্ধানে বের হয়েছেন খেটে খাওয়া মানুষগুলো। তাপমাত্রা কমার চেয়েও বেশি অসুবিধা হচ্ছে হিমশীতল বাতাসে। এর পাশাপাশি ঘন কুয়াশা থাকায় বাতাসে তা গায়ে কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে। ঘরে ঘরে লেপ-কাঁথা নামানো হয়েছে। তবে গত কয়েকদিন থেকেই শীতের তীব্রতা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার নিদারুণ কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন জেলার নিম্নআয়ের মানুষজন। খড়-কুঠো জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছে নিম্নে আয়ের মানুষ। সন্ধ্যার পর শহর খালি হয়ে যাচ্ছে। প্রচন্ড শীত থেকে বাঁচতে সন্ধ্যার পর ঘরে থাকছে শহরের মানুষ। যার প্রভাব পড়েছে শহরের ব্যবসা-বাণিজেও। টাঙ্গাইল শহরের শহীদ স্মৃতি পৌর উদ্যানে পান-সিগারেট বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন লাইলি বেগম (৭০)। পরিবার-পরিজন বিহীন ভাসমান লাইলি বেগম থাকেন শহীদ স্মৃতি পৌর উদ্যানে। তিনি জানান, এই শীতে কাঁপছেন তিনি। গায়ের পাতলা চাদরটা তার শীত নিবারণ করতে পারছে না। তার পরও বাধ্য হয়ে এই প্রচন্ড শীতে সকাল থেকে রাত অব্দি পান-সিগারেট বিক্রি করতে হচ্ছে জীবনধারণের প্রয়োজনে। তার আফশোস এই প্রচন্ড শীতে কেউ তাঁকে একটি শীত বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। টাঙ্গাইল সদর উপজেলার হুগড়া ইউনিয়নের বাগুনটাল গ্রামের কৃষক শাহাদাত হোসেন জানান, খুব ভোরে তার কপি খেতে গিয়েছিলেন কপি কেটে টাঙ্গাইল পার্ক বাজারে নিয়ে যাওয়া জন্য। প্রচন্ড শীতে কাঁপছে কাঁপতে তার পক্ষে আর সম্ভব হয়নি নদীর পাড়ের তার এই কপি খেতে থাকার। ফলে কপি না কেটেই বাসায় চলে এসেছেন তিনি। এ দিকে নির্দিষ্ট সময়ে কপি না তুললে বাজারে সঠিক দাম পাওয়া যাবে না বলে জানান তিনি। প্রচন্ড শীত তাঁদের জীবন যাপনকে আরও কঠিন করে তুলেছে। শুকুর আলী টাঙ্গাইল পৌর এলাকায় ব্যাটারি চালিত রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। তার গ্রামের বাড়ি জেলার মধুপুর উপজেলায় হলেও টাঙ্গাইল শহরের পশ্চিম আকুর-টাকুর পাড়ায় পরিবার পরিজন নিয়ে ভাড়া বাসায় থাকেন। তিনি জানান, এই প্রচন্ড শীতে শহরে মানুষ-জন বের হয় না। বিশেষ প্রয়োজনে যারা বের হচ্ছেন তারাও শহরে বেশী সময় থাকছে না। ফলে গত ৩ দিনে তার আয়-রোজগার প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে, এ ভাবে চলতে থাকলে আগামী মাসে তার বাড়ি ভাড়া দিতে সমস্যায় পড়তে হবে। এ ছাড়াও এই প্রচন্ড শীতে তার রিক্সা চালাতে সমস্যা হচ্ছে, ফলে সন্ধ্যার পর রিক্সা না চালিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। তিনি আরো জানান, কোন সংগঠনের পক্ষ থেকে কোন ধরনের শীতের কাপড় কিম্বা আর্থিক সহযোগিতা পাননি তিনি।

সুজানগরে লাউয়ের বাম্পার ফলনে কৃষকের মুখে হাসি

সুজানগর, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার সুজানগরের চরাঞ্চলের জমিতে এবছর লাউয়ের বাম্পার ফলন হয়েছে। এতে কৃষকের মুখে হাসি দেখা দিয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, উপজেলার সাগরকান্দী, নাজিরগঞ্জ, সাতবাড়ীয়া এবং ভায়না ইউনিয়নে রয়েছে বিস্তীর্ণ চরাঞ্চল। এ সব চরাঞ্চলের জমিতে ধানপাট তেমন ভাল হয়না। তবে লাউ বেশ ভাল উৎপাদন হয়। তাছাড়া লাউ আবাদে খরচ কম এবং ফলনও বেশ ভাল। ফলে চলতি রবি মৌসুমে চরাঞ্চলের অধিকাংশ জমিতে অন্যান্য ফসলের পাশাপাশি ব্যাপকভাবে লাউ আবাদ করা হয়েছে। উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, এ বছর ওই চারটি ইউনিয়নের চরাঞ্চলসহ উপজেলার ১০টি ইউনিয়নে প্রায় ১'শ ২০ হেক্টর জমিতে লাউ আবাদ করা হয়েছে। অনুকূল আবহাওয়া আর সঠিক সময়ে সার বিষ দেওয়ায় অধিকাংশ জমিতে লাউয়ের বাম্পার ফলন হয়েছে। উপজেলার গোপাল গ্রামের কৃষক বিল্লাল জানান, তিনি এ বছর তার চরের ২বিঘা জমিতে লাউ আবাদ করেছেন। দুই বিঘা জমিতেই লাউয়ের ভাল ফলন হয়েছে। তাছাড়া বর্তমানে হাট-বাজারে লাউয়ের বাজারও বেশ ভাল। প্রতিটি লাউ ৫০থেকে ৬০টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এতে উৎপাদন খরচ বাদে প্রতি বিঘা জমির লাউ বিক্রি করে প্রায় ৫০ হাজার টাকা লাভ হচ্ছে। উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রাফিউল ইসলাম জানান, এ বছর শতাধিক কৃষক সরাসরি উপজেলা কৃষি বিভাগের পরামর্শক্রমে চরাঞ্চলের জমিতে লাউ চাষ করেছেন। তাদের প্রত্যেকের জমিতেই লাউয়ের বাম্পার ফলন হয়েছে।

হালি পেঁয়াজ রোপণের মৌসুম শুরু হয়েছে। খেত প্রস্তুত শেষে দলবেঁধে হালি পেঁয়াজ রোপণ করছেন কৃষকেরা। আদমপুর, ফরিদপুর।

বর্ষসেরা ফুটবল দল নির্বাচিত হলো আর্জেন্টিনা

স্পোর্টস ডেস্ক : টানা তৃতীয়বার ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের (এআইপিএস) বর্ষসেরা ফুটবল দল নির্বাচিত হয়েছে আর্জেন্টিনা। ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেন ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, লা লিগা, উয়েফা সুপার কাপ, স্প্যানিশ সুপার কাপ ও ইন্টারন্যাশনাল কাপ জেতা রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে ২০২৪ সালের সেরা হয়েছে আলবিসেলেস্তারা। ক্রীড়াঙ্গনের সাংবাদিকদের নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এআইপিএস। বিশ্বের ১১১টি দেশেরর ৫১৮ জন সাংবাদিক নিয়ে একটি ভোটিং প্যানেল আছে সংস্থাটির। প্যানেলে থাকা সাংবাদিকদের ভোটে জয়ী হয়েই সম্মনজনক স্বীকৃতি অর্জন করেছে আর্জেন্টিনা। ৫৭৯ পয়েন্ট নিয়ে সেরাদের তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করেছে আর্জেন্টিনা। ফুটবল দল হিসেবে স্পেন ৫৫২ ও লা লিগার ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ ৫৩২ পয়েন্ট নিয়ে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান নিয়েছে। ফুটবলের মাঠে বিশ্ববাসীর কাছ থেকে বিদায় নেওয়া ২০২৪ সাল দারুণ কেটেছে আর্জেন্টিনার। গেল জুলাইয়ে টানা দ্বিতীয়বার কোপা আমেরিকার শিরোপা জিতেছিল আলবিসেলেস্তারা। ১৬তম শিরোপা জিতে টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশিবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রেকর্ড করেছিল লিওনেল মেসিরা। ২০২৬ বিশ্বকাপ লাতিন আমেরিকা আঞ্চলিক বাছাইয়েও দুর্দান্ত ছিল আর্জেন্টিনা। টেবিলের শীর্ষে থেকে বছর শেষ করেছে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ১২ ম্যাচে আলবিলেস্তাদের পয়েন্ট ২৫।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের লজ্জার হার

স্পোর্টস ডেস্ক : রুবেন আমোরিমকে নিজেদের কোচ না করার ব্যাপারে লিভারপুল ভক্তরা নিশ্চিতভাবেই আক্ষেপ করবেন না আর। তবে কথা অনেকটা এগিয়ে থাকলেও আমোরিম লিভারপুলকে না বলে শেষ পর্যন্ত গিয়েছেন তাদেরই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ঘরে। তবে রেড ডেভিলদের মাঝে পরিবর্তনের ছাপ আনতে পারেননি আমোরিম। বরং ইউনাইটেড ডুবেছে নতুন লজ্জায়। নিজেদের সবশেষ ম্যাচে ইউনাইটেড ঘরের মাঠে হেরেছে নিউক্যাসেল ইউনাইটেডের কাছে। ম্যাচের ২০ মিনিট হওয়ার আগেই আলেকসান্দার ইসাক এবং জোয়েলিংটনের গোলে লিড নেয় ম্যাগপাইরা। সেই ২ গোলেই পরবর্তীতে হেরেছে ইউনাইটেড। যা এই মাসে প্রিমিয়ার লিগে তাদের ৫ম হার। আর এতেই ইউনাইটেডের ড্রেসিংরুমে ফিরে এল ৬২ বছরের পুরাতন এক লজ্জা। প্রায় ৬২ বছর পর প্রথমবারের মতো ১ মাসে পাঁচ লিগ ম্যাচ হারলো রেড ডেভিলরা। শেষবার ম্যান ইউনাইটেড ১ মাসে ৫ লিগ ম্যাচ হেরেছিল ১৯৬২ সালে। আর প্রতিপক্ষ নিউক্যাসেলের সঙ্গে রেকর্ড বিবেচনায় করলে ৩৯ ম্যাচ ও ১১ বছর পর নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিপক্ষে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে

হারের মুখ দেখলো রুবেন আমোরিমের ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। লজ্জার রেকর্ডের পরিসংখ্যান এখানেই শেষ হচ্ছে না তাদের। চলতি বছর ইউনাইটেড শেষ করছে লিগে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে। ১৯৮৯ সালের পর বছরের হিসেবে এটিই তাদের সবচেয়ে বাজে অবস্থান। সেবারে ইউনাইটেড বছরকে বিদায় জানায় ১৫তম স্থানে থেকে। এছাড়া ১৯৭৯ সালের পর এবারই প্রথম ঘরের মাঠে টানা তিন লিগ ম্যাচ হেরেছে ইউনাইটেড। সঙ্গে ১৯৬৪ সালের পর এক মাসে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সবচেয়ে বেশ গোল খাওয়ার (১৮টি) নতুন নজির এটি। সেবারেও তারা অবশ্য ১৮ গোলই হজম করেছিল। এই হারের পর ১৯ ম্যাচ শেষে ১৪ নম্বরে আছে ইউনাইটেড। পয়েন্টের বিচারে অবনমন অঞ্চল থেকে মাত্র ৭ পয়েন্ট দূরে। অবস্থা এতই সঙ্গীন, ম্যান ইউনাইটেড অবনমন অঞ্চলে প্রবেশ করবে এমন আলোচনাও শুরু হয়ে গিয়েছে ফুটবল পাড়ায়। ইতিহাসে এখন পর্যন্ত ৫ বার অবনমনের শিকার হয়েছে ওল্ড ট্রাফোর্ডের ক্লাবটি। তবে সবশেষ এমনটা দেখা গিয়েছিল ১৯৭৩-৭৪ মৌসুমে। প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে ১৪ নম্বর থেকে বছর শেষ করা চারটি দল শেষ পর্যন্ত অবনমিত হয়েছিল। ২০০৮-০৯ মৌসুমে নিউক্যাসল, ২০০৯-১০ মৌসুমে বার্নলি, নরউইচ ২০১৩-১৪ মৌসুমে এবং ২০২২-২৩ মৌসুমে লিডস ইউনাইটেড। রুবেন আমোরিমের দল এবারে সেই পথে হাঁটে কি না তাই দেখার বিষয়।

নিজের গতির রহস্য জানালেন নাহিদ রানা

স্পোর্টস ডেস্ক : পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে গতির ঝড় তোলা নাহিদ রানার দিকে তাকিয়ে ছিলেন বিপিএলের দর্শকরা। কখন শাণিত বোলিংয়ে প্রতিপক্ষের দুর্গ গুঁড়িয়ে দেন, সেটা দেখার অপেক্ষায় রংপুর রাইডার্সের ম্যাচগুলোর দিকে নজর রেখেছিলেন তারা। ভক্তদের অপেক্ষার ঘড়ির দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে দেননি রানা। বিপিএলে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচেই আসল রূপ দেখালেন ডানহাতি তারকা পেসার। ২৭ রানে ৪ উইকেট তুলে রানবন্যার বিপিএলে ১৫৫ রানের পুঁজি করা রংপুরকে দিলেন ৩৪ রানের রোমাঞ্চকর জয়। ভক্তদের হৃদয় জিতে ম্যাচসেরার পুরস্কারটাও লুপে নিলেন তিনি। ম্যাচের সেরা তারকার পুরস্কার নিতে এসে নাহিদ জানালেন, মাঠের চোখধাঁধানো প্রদর্শনী দেখানোর কৌশলটা রপ্ত করতে তাকে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে। কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে। রানা বলেন, 'আসলে এটা হার্ড ওয়ার্ক, নিজের ফিটনেস, মেইনটেইন, সব কিছু মিলিয়েই।' বিপিএলে এর আগেও দুটি মৌসুম খেলেছেন রানা। তবে খুব বেশি উইকেটের ফুল ফোটাতে পারেননি। জাতীয় দলেও দারুণ বোলিং করেছেন, ফাইফারও আছে। তবে কখনো ম্যাচসেরা হতে পারেননি। বিপিএল ও জাতীয় দল মিলিয়ে এবারই প্রথম ম্যাচসেরার পুরস্কার পেলেন তিনি। যে কারণে গত মঙ্গলবারের পুরস্কারটা রানার জন্য বিশেষ কিছু, রোমাঞ্চকর অনুভূতি। তিনি বলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো লাগছে। যেহেতু এর আগে আমি কখনও বিপিএলের কোনো ম্যাচে বা জাতীয় দলের ম্যাচে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হইনি। এই প্রথম ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়ে ভালো লাগছে।' একজন পাড়ার ক্রিকেটারকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নিয়ে যাওয়ার পথে কোচদের বড় ভূমিকা থাকে। রানার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। যে কারণে কোচদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে মোটেই ভুল করলেন না তিনি। ২২ বছর বয়সী পেসার বলেন, 'হ্যাঁ অবশ্যই। যখন যে ফ্র্যাঞ্চাইজিতে খেলি বা বিসিবিতে থাকি সবাই আমার যত্ন নেয় এবং ভুলগুলো ধরিয়ে দেন। আমি উন্নতি করার চেষ্টা করি।' ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো যখন ক্রিকেটারদের দলে নেয়, নিশ্চয় তাদের একটা পরিকল্পনা থাকে ওই ক্রিকেটারকে নিয়ে। অনেক সময় ক্রিকেটাররা দলের প্রত্যাশা পূরণ করেন, কখনো বা করতে পারেন না।

এবার ব্যবসায় নামলেন লিওনেল মেসি

স্পোর্টস ডেস্ক : স্পেনে এবার রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় অভিষেক হয়েছে আর্জেন্টাইন সুপার স্টার লিওনেল মেসির। কাতার বিশ্বকাপ জয়ীর মালিকানাধীন রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ ট্রাস্টের নাম এদিফিসিও রোসটাওয়ার সোচিমি। স্প্যানিশ মার্কেটে এর প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ৫৭.৪ ইউরো। মূল ধন ২২৩ মিলিয়ন ইউরো। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ ২ হাজার ৭৮৪ কোটি ৩৭ লাখ টাকার বেশি। এদিফিসিও রোসটাওয়ার সোচিমির বোর্ডের চেয়ারম্যানও মেসি। যার একমাত্র শেয়ারহোল্ডার মেসির পারিবারিক বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান লিমেকু এস্পানা। তবে নতুন বিনিয়োগকারী নেওয়ার পরিকল্পনা তাদের আছে। এদিফিসিও রোসটাওয়ার সোচিমির স্পেন ও অ্যান্ডোরায় সাতটি হোটেল রয়েছে। স্পেনে আরও রয়েছে তিনটি অফিস ও অ্যাপার্টমেন্ট। তাছাড়া লন্ডন

ও প্যারিসেও অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে তাদের। মেসির বিনিয়োগ ট্রাস্টটির যাত্রা শুরু হয় ২০১৩ সালে। কোম্পানির বেশিরভাগ বিনিয়োগকারী স্পেনের কাতালুনিয়ার অঞ্চলের। যে অঞ্চলে মেসি ২০০০ সালে ১৩ বছরে থাকতে বার্সেলোনায় খেলার জন্য স্থায়ী হয়েছিলেন। এখানে তিনি বসবাস করেন ২০২১ সাল পর্যন্ত। তার পর তো বার্সা তাকে ছেড়ে দেওয়ায় প্যারিস সেন্ত জার্মেইতে যোগ দেন। এখন তিনি খেলছেন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকার ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে। মেসির স্ত্রী আন্তোনেলা রোকুজ্জু বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট। অন্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন আলফোনসো নেবোত; যিনি মেসির পারিবারিক ব্যবসা পরিচালনা করেন। আরেকজন র‍্যামোন আডেল স্পেনের এনার্জি কোম্পানি নাটুরজিরও বোর্ড সদস্য।

এবছর মাঠে ব্যস্ত সময় কাটাবে টাইগাররা

স্পোর্টস ডেস্ক : চলে এসেছে নতুন বছর। ২০২৪ কে বিদায় জানিয়ে পৃথিবী হাঁটতে শুরু করেছে ২০২৫ সালে। নতুন বছরে এফটিপি (ফিউচার ট্যুর প্রোগ্রামস) অনুযায়ী বেশ ব্যস্ত সূচি আছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের। বর্তমানে ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি লিগ বিপিএলে ব্যস্ত আছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। বিপিএল শেষে শুরু হবে নতুন বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ব্যস্ততা। সেখানে প্রথমেই বড় অ্যাসাইনমেন্ট আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলবে বাংলাদেশ। ফেব্রুয়ারি মাঝামাঝি থেকে মার্চের শুরুর সময় পর্যন্ত চলবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শেষে দেশে ফিরে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে হোম সিরিজে মাঠে নামতে হবে বাংলাদেশকে। ৩ ওয়ানডে এবং ৩ টি-টোয়েন্টির সিরিজ খেলতে বাংলাদেশ সফরে আসবে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট দল। এপ্রিলের শুরুর দিকে শেষ হবে জিম্বাবুয়ে সিরিজ। জিম্বাবুয়ে সিরিজ শেষে কিছুটা বিরতি পাবেন টাইগার ক্রিকেটাররা। মে মাসের মাঝামাঝি পাকিস্তান সফরে যাবে বাংলাদেশ দল। সেখানে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩ ওয়ানডে এবং ৩ টি-টোয়েন্টির সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। পাকিস্তান সফর শেষে শ্রীলঙ্কা সফরে যাবে টাইগাররা। জুনের মাঝামাঝি থেকে জুলাই পর্যন্ত চলবে লঙ্কা সফর। সেখানে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২ টেস্ট, ৩ ওয়ানডে এবং ৩ টি-টোয়েন্টির সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ দল। আগস্টের মাঝামাঝি বাংলাদেশ সফরে আসবে ভারত। ঘরের মাঠে ভারতের বিপক্ষে ৩ ওয়ানডে এবং ৩ টি-টোয়েন্টির সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। সেপ্টেম্বর মাসে ভারতে বসবে এশিয়া কাপ। এশিয়া কাপ শেষে দেশে ফিরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। অক্টোবরে ৩ ওয়ানডে এবং ৩ টি-টোয়েন্টির সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ সফরে আসবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। নভেম্বরে বাংলাদেশ সফরে আসবে আয়ারল্যান্ড দল। ঘরের মাঠে আইরিশদের বিপক্ষে ২ টেস্ট, ৩ ওয়ানডে এবং ৩ টি-টোয়েন্টি খেলবে টাইগাররা। ডিসেম্বরের শুরুর সময় পর্যন্ত চলবে আয়ারল্যান্ড সিরিজ। এই সিরিজ দিয়েই ২০২৫ সাল শেষ করবে বাংলাদেশ।

লাইফস্টাইল

পেটের অস্বস্তি থেকে মুক্তি পেতে মৌরি খাওয়ার সঠিক উপায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : মৌরি বহু শতাব্দী ধরে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে, বিশেষ করে ঐতিহ্যগত ওষুধে হজম সংক্রান্ত সমস্যা দূর করতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই ছোট, সুগন্ধযুক্ত বীজে এসেন্সিয়াল অয়েল, ফাইবার এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা এটিকে পেটের অস্বস্তির জন্য একটি চমৎকার প্রাকৃতিক প্রতিকার করে তোলে। মৌরির উপকারিতা পেতে কার্যকর উপশমের জন্য এটি সঠিকভাবে খাওয়া জরুরি। চলুন জেনে নেওয়া যাক পেটের অস্বস্তি থেকে মুক্তি পেতে মৌরি খাওয়ার সঠিক উপায়- কাঁচা মৌরি চিবিয়ে খান মৌরি খাওয়ার সবচেয়ে মৌলিক এবং কার্যকর উপায়গুলোর মধ্যে একটি হলো কাঁচা চিবিয়ে খাওয়া। খাওয়ার পরে এক চা চামচ মৌরি চিবিয়ে খেলে তা লালা উৎপাদনকে বাড়াতে সহায়তা করে। এতে এনজাইম রয়েছে যা হজমে সহায়তা করে। মৌরি খেলে তা পেট ফাঁপা এবং বদহজম দূর করার পাশাপাশি নিঃশ্বাসকে সতেজ করতে কাজ করে। মৌরি পানি পান করুন, যারা কাঁচা মৌরি চিবানো খুব কঠিন বলে মনে করেন তাদের জন্য মৌরি পানি হলো সেরা বিকল্প। এক চা চামচ মৌরি একটি গ্লাসে প্রায় ১০-১৫ মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রাখুন। এই পানি পেট ফাঁপা, বদহজম এবং অ্যাসিড রিফ্লাক্স দূর করতে সাহায্য করতে পারে। খাবারের আগে বা পরে মৌরি পানি পান করলে তা হজমের উন্নতি করে, পেটের ক্র্যাম্প কমায় এবং প্রাকৃতিক ডিটক্সিফায়ার হিসাবে কাজ করতে পারে। মৌরি চায়ে চুমুক দিন, মৌরি খাওয়ার আরেকটি সহজ এবং প্রশান্তিদায়ক উপায় হলো মৌরি চা খাওয়া। মৌরি চা তৈরি করতে এক কাপ পানিতে এক চা চামচ মৌরি ৫-১০ মিনিট সেদ্ধ করুন, তারপরে ছেঁকে নিন এবং চুমুক দিন। স্বাদ এবং উপকারিতার জন্য মধু বা আদা যোগ করা যেতে পারে। এটি হজম প্রক্রিয়াকে সহজ করে এবং ভালো ঘুম নিয়ে আসে। মধুর সঙ্গে মৌরি, যাদের আরও গুরুতর হজমের অস্বস্তি রয়েছে তাদের জন্য মধুর সাথে মৌরির সংমিশ্রণ একটি খুব কার্যকরী

প্রতিকার হতে পারে। মধু তার ব্যাকটেরিয়ারোধী বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত। এটি মৌরির সঙ্গে মিশে আরও ভালোভাবে কাজ করে। এক চা চামচ মৌরি গুঁড়া করে তাতে এক চা চামচ মধু মিশিয়ে নিন। হজমে সহায়তা করতে এবং পেট ফাঁপা কমাতে খাবারের পরে এই মিশ্রণটি খান।

ডালিমের খোসার চা খেলে কী হয়?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ডালিম খেতে বেশ সুস্বাদু। সেইসঙ্গে এটি অনেক উপকারীও। এখানেই শেষ নয়, ডালিমের খোসাও অনেক সুবিধা দেয়। ডালিম চা, বিশেষ করে এই ফলের খোসা ব্যবহার করে প্রস্তুত করা হয়; এটি পলিফেনল, ফ্ল্যাভোনয়েড, অ্যালকালয়েড এবং ট্রাইটারপেনেসের সমৃদ্ধ সামগ্রীর জন্য পরিচিত এবং এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, প্রদাহরোধী এবং মূত্রবর্ধক প্রভাব রয়েছে। এই চা গলা ব্যাথা, মাড়ির প্রদাহ, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ মোকাবিলায় উপকারী। ডালিমের খোসা পেট ফাঁপা, প্রদাহ, ডায়রিয়া, আমাশয় এবং রক্তপাত কমাতে সাহায্য করে, হজমের উন্নতি করে এবং লিভারকে সুস্থ রাখে। এটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর এবং খাদ্য ও ফার্মাসিউটিক্যাল প্রিজারভেটিভ হিসেবে ভালো কাজ করে। স্বাস্থ্য প্রতিকার হিসাবে এই চা খাওয়ার কিছু উপকারিতা চলুন জেনে নেওয়া যাক-

পুরনো কাশি ও কফ নিরাময় করে : কাশি এবং গলা ব্যথা উপশমের জন্য বিশেষভাবে কার্যকর হতে পারে ডালিমের খোসার চা। পুরনো কাশি উপশম করতে এবং গলা থেকে কফ বের করে দিতে কাজ করে। গলা ব্যথা এবং কাশি উপশম করতে ডালিমের খোসার চা গার্গল হিসাবেও ব্যবহার করতে পারেন।

কোলেস্টেরল কমায় : ডালিম চা উচ্চ ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমাতে, এইচডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা উন্নত করতে এবং আর্থ্রাইটিস ও গাউটের মতো সমস্যা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

কেন প্রতিদিন লেবু চা খাবেন?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : আমাদের বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই এককাপ চা ছাড়া সকালটা যেন অসম্পূর্ণ। কর্মক্ষেত্রে একটি দীর্ঘ দিনের শেষে, মিটিং এর মধ্যে বা বৃষ্টির সময়- এক কাপ চা যেকোনো উপলক্ষকে আরও উপভোগ্য করে তুলতে পারে। চে প্রেমীরা কেবল এক ধরনের চায়ের সাথে লেগে থাকবেন না, কারণ এই পানীয়টির বিভিন্ন রূপ রয়েছে যা বিশ্ব জুড়ে জনপ্রিয়। তার মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় হলো লেবু চা। এই চা কেবল সুস্বাদুই নয়, রয়েছে অনেক উপকারিতাও। চলুন জেনে নেওয়া যাক- ১. ইমিউনিটি বুস্টার, লেবু ভিটামিন সি, ভিটামিন বি ৬, পটাসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের মতো পুষ্টির একটি দুর্দান্ত উৎস। এসব উপাদান ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করতে এবং অ্যালার্জি ও সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চা পাতায় ফ্ল্যাভোনয়েড এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। ২. ত্বক ভালো রাখে, লেবুতে প্রচুর পঅ্যাস্ট্রিঞ্জেন্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা এটিকে ত্বকের জন্য একটি সুপারফুড হিসেবে কাজ করে। এর অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য শরীরে প্রদাহের বিরুদ্ধে লড়াই করে। লেবু চা ত্বকের রোগ যেমন ব্রণ এবং একজিমা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে এবং ত্বকের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে।

৩. ওজন নিয়ন্ত্রণ, আপনি যদি কয়েক কেজি ওজন কমাতে চান তবে লেবু চা হতে পারে একটি উপকারী পানীয়। এটি শরীরকে ডিটক্স করতে সাহায্য করে এবং হজমে সাহায্য করে। এছাড়াও এতে বেশ কিছু অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা শরীরকে ফিট রাখে। ৪. স্ট্রেস কমায়, এই চায়ে রয়েছে প্রচুর ফ্ল্যাভোনয়েড, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, জিঙ্ক, কপার এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে। এক কাপ উষ্ণ লেবু চা আপনার মেজাজ উন্নত করতে, স্ট্রেস কমাতে এবং আপনাকে আরও আরামদায়ক বোধ করতে সাহায্য করতে পারে। ৫. অ্যাসিডিটির বিরুদ্ধে লড়াই করে, হজমের সবচেয়ে পরিচিত সমস্যার মধ্যে একটি হলো অ্যাসিডিটি। লেবু চা এটি নিয়ন্ত্রণে খুব কার্যকর। অ্যাসিডিটি প্রশমিত করতে লেবু যেকোনো চায়ে যোগ করা যেতে পারে, তবে দুধ মেশানো হলে সেই চায়ে লেবু মেশাবেন না। লেবুতে প্রচুর খাদ্যতালিকাগত ফাইবার রয়েছে যা অন্ত্রের স্বাস্থ্য উন্নত করে এবং বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।

দিনে কয়েক মিনিট হাঁটলে শরীরে যা ঘটে

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ব্যস্ত দিনের মধ্যে মাত্র কয়েক মিনিট হাঁটার অভ্যাস আমাদের স্বাস্থ্যের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। হাঁটা হলো সবচেয়ে সহজ ধরনের ব্যায়াম। এটি আপনার অজান্তেই অনেক উপকার বয়ে আনে। প্রতিদিন কম-বেশি সবারই হাঁটা হয়। তবে নিয়মিত করে প্রতিদিন কিছু নির্দিষ্ট সময় হাঁটার রয়েছে আরও অনেক বেশি উপকারিতা। চলুন জেনে নেওয়া যাক- দিনে ৩ মিনিট: রক্তচাপ হ্রাস করেম, আপনি যদি মাত্র ৩ মিনিটের জন্য দ্রুত হাঁটেন, তাহলে আপনার রক্তচাপ অবিলম্বে উন্নত হতে পারে, বিশেষ করে দীর্ঘক্ষণ বসার পরে। হাঁটা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, রক্ত ??সঞ্চালন স্বাভাবিক করে এবং ধমনীকে শক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। হাঁটার এই অভ্যাস উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমাতে পারে। ৫ মিনিট বাইরে: মেজাজ ভালো করে, প্রতিদিন ৫ মিনিটের জন্য বাইরে হাঁটার অভ্যাস আপনার বিষণ্ণ মেজাজ ভালো করে তুলতে পারে। সেরোটোনিন বা ফিল গুড হরমোন প্রাকৃতিক আলো এবং বাতাস গ্রহণ করে শরীরে তৈরি হয়। দ্রুত গতিতে হাঁটা, তা পার্কে হাঁটা হোক বা বাইরে, চাপ কমাতে এবং সুখ বাড়াতে পারে। দিনে ৫-১০ মিনিট: সৃজনশীল চিন্তাভাবনা উন্নত করে, আপনার সৃজনশীলতা বাড়াতে চান? হাঁটার জন্য বাইরে যান। স্ট্যানফোর্ডের একটি সমীক্ষা অনুসারে, হাঁটার অভ্যাস, বিশেষ করে প্রকৃতিতে, মস্তিষ্কের কার্যকলাপকে উদ্দীপিত করে এবং মানসিক বাধা দূর করে, যা সৃজনশীল চিন্তাভাবনাকে উন্নত করে। যখন আপনার নতুন অনুপ্রেরণা বা সমস্যার সমাধানের প্রয়োজন হয় তখন প্রকৃতির কোলে একটু বাঁক আপনাকে সৃজনশীল হতে সাহায্য করতে পারে। খাবারের পর ১৫ মিনিট: রক্তে শর্করার পরিমাণ কমায়, খাবারের পরে ১৫ মিনিটের হাঁটাও আপনাকে চ্যাম্পের মতো ওজন কমাতে সাহায্য করতে পারে। খাবারের পরে হাঁটা পেশী গ্লুকোজ

শোষণ করে, যা রক্তে শর্করার মাত্রা কম রাখে। ডায়াবেটিস বা প্রিডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা এই দৈনন্দিন অভ্যাস থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারেন। খাবারের পরে হাঁটা হজমশক্তি এবং সাধারণ স্বাস্থ্য বাড়ানোর জন্য একটি সহজ কিন্তু শক্তিশালী পদ্ধতি। কারণ এটি রক্তে শর্করার স্পাইক কমায় এবং বিপাকীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি করে। দিনে ৪০ মিনিট: করোনারি হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়, প্রতিদিন ৪০ মিনিট হাঁটলে হার্ট ফেইলিউরের ঝুঁকি থাকে। হাঁটা নাটকীয়ভাবে করোনারি হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে পারে এবং আপনার হৃদযন্ত্রকে ভালো রাখতে পারে।

আপনার স্ত্রীকে যে কথাগুলো কখনোই বলবেন না

লাইফস্টাইল ডেস্ক : দাম্পত্য জীবন শান্তিপূর্ণ রাখা কঠিন কিছু নয়। তবে এখানেও ছোট ছোট বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হয়। আপনার কথা যেন আপনার সঙ্গীকে কোনোভাবেই আঘাত না করে সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি। আপনারা একে অন্যের প্রতিযোগী নন। মজা করে অনেককিছুই বলা যায় তবে তা যেন কখনো সীমা লঙ্ঘন না করে। কথা বলার ক্ষেত্রে এই সতর্কতা আপনাদের সম্পর্ককে আরও বেশি স্বচ্ছ ও সুন্দর করে তুলবে। চলুন জেনে নেওয়া যাক স্ত্রীকে কোন কথাগুলো কখনোই বলবেন না-

১. 'আই ডোন্ট কেয়ার' : এই কথাটি আসলে দাম্পত্য জীবনে মানানসই নয়। কারণ পরস্পরকে কেয়ার করার কারণেই আপনারা স্বামী-স্ত্রী। আপনি যদি আপনার স্ত্রীর অনুভূতির সঙ্গে একমত না হন তবে তা স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ। এটি ভালোভাবেও জানানো যায়। তাকে বলতে পারেন যে তার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও আপনি এর সঙ্গে একমত নন।

এই শীতে ঘরেই তৈরি করুন সেমাই পিঠা

লাইফস্টাইল ডেস্ক : শীতের পিঠার মধ্যে অন্যতম হলো সেমাই পিঠা। একে চুষি পিঠাও বলা হয়। চালের গুঁড়া দিয়ে হাতে তৈরি ছোট ছোট সেমাই রান্না করা হয় খেজুরের গুড় আর দুধ দিয়ে। চলুন জেনে নেওয়া যাক অনন্য স্বাদের এই পিঠার রেসিপি- ১. চালের গুঁড়া ২ কাপ ২. লিকুইড দুধ ৩ লিটার, ৩. কনডেন্সড মিল্ক ১ টিন, ৪. চিনি স্বাদমতো, ৫. খেজুরের গুড় আধা কাপ, ৬. এলাচ গুঁড়া ১ চা চামচ ৭. লবণ সামান্য, ৮. পানি পরিমাণমতো, ৯. কিসমিস, ১০. পেস্তা সাজানোর জন্য। হাত-পা সব সময় ঠান্ডা থাকে, কঠিন রোগের লক্ষণ নয় তো? কমলালেবুর খোসা খেলে শরীরে যা

ঘটে, পদ্ধতি, পানি ফুটিয়ে চালের গুঁড়া দিয়ে ডো করে নিন। চুলা থেকে হাঁড়ি নামিয়ে কিছুটা ঠান্ডা করে বেশ ভালোভাবে ডো ময়ান দিয়ে নিন। ময়ান দেওয়া হলে অল্প করে ডো নিয়ে লেচি কেটে সেমাই বানিয়ে নিন।

সব বানানো হলে চুলায় দুধের হাঁড়ি বসান। দুধ ফুটে উঠলে এক কাপ দুধ উঠিয়ে রাখুন। এই এক কাপ দুধ ঠান্ডা করে তাতে গুড় গলিয়ে ছেঁকে রাখুন। এবার দুধের সঙ্গে কনডেন্সড মিল্ক, এলাচ গুঁড়া ও স্বাদমতো চিনি দিয়ে জ্বাল দিন। চিনির পানি শুকিয়ে গেলে অল্প অল্প করে তৈরি করে রাখা সেমাই মিশিয়ে নিন। পছন্দমতো ঘন হলে নামিয়ে নিন। সেমাই কুসুম গরম হলে গুঁড়-দুধের মিশ্রণ মিশিয়ে নিন। ঠান্ডা হলে কিসমিস ও পেস্তা কুচি দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।